CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-262 ■ 2 July, 2025 ■ আগরতলা ২ জুলাই, ২০২৫ ইং ■ ১৭ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিচারাধীন বন্দীর মৃত্যু

সরকারি হেফাজতে খুন করা হয়েছে কৈলাশকে ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।। সরকারি হেফাজতে খুন করা হয়েছে নির্দোষ কৈলাশ রায়কে। আজ গোয়ালাবস্তিতে গিয়ে মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে এমনটাই অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

গোয়ালাবস্তি এলাকার কৈলাশ রায়ের পুলিশে হেফাজতে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে মৃত্যু ঘটনায় প্রশাসনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন বিরোধী দলনেতা। আজ গোয়ালাবস্তি এলাকায় গিয়ে পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন বিরোধী দলনেতা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা তলানিতে গিয়ে পৌঁছেছে, তা আবারো প্রমাণিত হল। দিনের আলোতে বিনা অপরাধে পুলিশ যেভাবে এক ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে গিয়ে খুন করেছে এই ঘটনা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। তিনি বলেন গোয়ালাবস্তি এলাকায় বসবাসকারী বিহারী সম্প্রদায়ের জনগণের জমি হাতিয়ে নিতে সচেষ্ট রয়েছে এক ব্যক্তি। পুলিশকে ব্যবহার করে তারা ওই সাধারণ মানুষকে ঘরছাড়া করতে চাইছেন। গোয়ালাবস্তি এলাকার ১১ পরিবারের বিরুদ্ধে কোর্টের নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল কৈলাস রায়ের পরিবারও। কৈলাস রায়ের ছেলের অভিযোগ প্রশাসনকে ব্যবহার করে তাদের জমি হাতিয়ে ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১ জুলাই।। বিশালগড় কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে আটক এক বিচারাধীন বন্দী কৈলাশ রায় (পিতা: স্বর্গীয় বাবু লাল রায়, গ্রাম: খেজুরবাগান, থানা: এন.সি.সি., পশ্চিম ত্রিপুরা) বিচারাধীন অবস্থায় গত ২৯ জুন, ২০২৫ মৃত্যুবরণ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কৈলাশ রায়কে ২১ জুন, ২০২৫ একটি মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং কাস্টডিতে নেওয়া হয়। যার মামলা নম্বর: ২০২৫ এন.সি.সি. ০৩৪, ধারা: ভারতীয় দণ্ডবিধির (বি.এন.এস.) ১৩২/৩২৪(২)/৩৫১(৩)/৩(৫) অনুযায়ী। মৃত্যুর পর স্থানীয় প্রশাসনের উপস্থিতিতে প্রাথমিক অনুসন্ধান (ইনকোয়েস্ট) সম্পন্ন হয়েছে এবং এন.এইচ.আর.সি. বিধিমালা অনুযায়ী ২৯.০৬.২০২৫ তারিখে এ.জি.এম.সি. ও জি.বি.পি. হাসপাতালের মর্গে পোস্টমর্টেম সম্পন্ন করা হয়েছে ও একই দিনে মৃতদেহ পরিবারের সদস্যদের হস্তান্তর করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার নির্দেশে, স্বরাষ্ট্র (কারা) দপ্তর সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ও কালেক্টরকে বিশালগড় কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বিচারাধীন বন্দী কৈলাশ রায়ের মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত এবং প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ম্যাজিস্ট্রিয়াল তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কর্মসংস্থান সংযুক্ত প্রণোদনা প্রকল্পের অনুমোদন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই।। দেশের যুব সমাজের কর্মসংস্থান, দক্ষতা উন্নয়ন এবং সামাজিক সুরক্ষা জোরদারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা 'কর্মসংস্থান সংযুক্ত প্রণোদনা ' প্রকল্পকে অনুমোদন দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

প্রকল্পটির লক্ষ্য আগামী দুই বছরের মধ্যে দেশে ৩.৫ কোটি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। প্রকল্পের মোট আর্থিক বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছে ৯৯,৪৪৬ কোটি, যা বাজেট ২০২৪-২৫—এ ঘোষিত যুব উন্নয়ন প্যাকেজের অংশ, যার অধীনে মোট ৪.১ কোটি যুবকের জন্য বিভিন্ন কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হবে।

এই প্রকল্পে দুইটি ভাগ রাখা হয়েছে'পার্ট ঙ' ও 'পার্ট ঙ্ক'। পার্ট ঙ-তে প্রথমবার চাকরিতে প্রবেশকারী যুবকদের জন্য প্রণোদনা রাখা হয়েছে। ইপিএফও -তে নিবন্ধিত এবং সর্বোচ্চ মাসিক বেতন ১ লাখ পর্যন্ত প্রাপকরা এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ দুই কিস্তিতে পাবেনপ্রথম কিস্তি চাকরির ছয় মাস পূর্তির পর এবং দ্বিতীয় কিস্তি বারো মাসের পর অর্থনৈতিক সাক্ষরতা প্রশিক্ষণ সম্পন্নের ভিত্তিতে। উল্লেখযোগ্যভাবে, প্রণোদনার একটি অংশ সঞ্চয় হিসেবেও সংরক্ষিত থাকবে, যা নির্দিষ্ট সময় পর উত্তোলন করা যাবে।

লক্ষ্য ৩.৫ কোটি নতুন চাকরি

পার্ট ঙ-এর মাধ্যমে প্রায় ১.৯২ কোটি প্রথমবারের চাকরিপ্রার্থী উপকৃত হবেন।

পার্ট ঙ্ক-তে নিয়োগকর্তাদের জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, বিশেষ করে উৎপাদন খাতে। ইপিএফও -তে নিবন্ধিত যে কোনও সংস্থা যদি অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ করে৫০ জনের কম কর্মী থাকলে কমপক্ষে ২ জন, এবং ৫০ বা তার বেশি কর্মী থাকলে কমপক্ষে ৫ জনতবে তাদের প্রতি অতিরিক্ত কর্মীর জন্য মাসে সর্বোচ্চ ৩,০০০ পর্যন্ত দুই বছর পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। উৎপাদন খাতে এই প্রণোদনা তৃতীয় ও চতুর্থ বছরেও অব্যাহত থাকবে।

সমস্ত অর্থপ্রদান হবে সরাসরি প্রাপকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। কর্মীদের ক্ষেত্রে ডিবিটি পদ্ধতিতে এবং নিয়োগকর্তাদের ক্ষেত্রে প্যান -সংযুক্ত অ্যাকাউন্টে অর্থ প্রদান করা হবে।

এই প্রকল্প ১লা আগস্ট ২০২৫ থেকে ৩১শে জুলাই ২০২৭ পর্যন্ত সৃষ্ট চাকরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। সরকারের দাবি, এই প্রকল্পের মাধ্যমে শুধুমাত্র কর্মসংস্থানই নয়, দেশের শ্রমশক্তির আনুষ্ঠানিকীকরণ এবং সামাজিক সুরক্ষার পরিধিও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

এটি ভারতের কর্মক্ষম যুবসমাজকে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মূল ধারায় আনতে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

হাঁপানিয়ায় ভয়াবহ যান দুর্ঘটনা আহত একাধিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।। হাপানিয়া এলাকায় ভয়াবহ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন একাধিক। দমকল ইঞ্জিনের সাথে লরির ও অটো গাড়ির সংঘর্ষ বাঁধে। জানা গেছে হাপানিয়া এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার খবর পেয়ে দমকলের ইঞ্জিনটি আসছিল। তখনই লরি ও অটোর সাথে সংঘর্ষ হয়। এতে আহত হয়েছেন একাধিক অটো যাত্রী, দমকল ও লরির চালক।

ঘটনায় বিবরণে জানা যায়, মঙ্গলবার দুপুরের নাগাদ হাঁপানিয়া এলাকায় একটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার খবর পেয়ে বাধারঘাট ফায়ার স্টেশন থেকে একটি দমকলের ইঞ্জিন যাওয়ার সময় একটি লরির সাথে সংঘর্ষ হয়। তারপর দমকলের গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি যাত্রীবাহী অটোকে ধাক্কা দেয়। ঘটনায় দুমড়ে মুচড়ে যায় যাত্রীবাহী অটোটি। এই ঘটনায় আহত হয়েছে অনেকেই। স্থানীয়রা খবর দেয় দমকল কর্মীদের। দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌছে আহতদের উদ্ধার করে হাঁপানিয়া হাসপাতালে নিয়ে যায়।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত দমকলের গাড়িটির চালক জানান, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু হাঁপানিয়া এলাকায় আসতেই বাক নেওয়ার সময় লরির সাথে ধাক্কা লাগে দমকলের ইঞ্জিনের। তারপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটো গাড়িটিকে ধাক্কা দেয় দমকলের ইঞ্জিন। এতে আহত হয়েছে অনেকেই।

জাতীয় চিকিৎসক দিবসে

চিকিৎসক নিয়োগের জন্য নীতিগত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।। ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য পরিষেবার মান সার্বিক উন্নয়নে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখন পর্যন্ত রাজ্যে ৩টি কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ত্রিপুরায় একটি স্বাস্থ্য হাব গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে বর্তমান সরকার। হাসপাতালগুলিতে আরো চিকিৎসক নিয়োগের জন্য নীতিগত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আজ আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে জাতীয় চিকিৎসক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা জাতীয় চিকিৎসক দিবস উপলক্ষে সমস্ত চিকিৎসকদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, চিকিৎসকদের খুব চাপের মধ্য দিয়ে এবং মানবিক স্পর্শ নিয়ে কাজ করতে হয়। তাই তাদের অবশ্য সম্মান করা প্রয়োজন। রোগী ও ডাক্তারদের আনুপাতিক হারের নিরিখে একটা মানসিক চাপ বোধ থাকে। আর এবিষয়টি বুঝতে হবে সাধারণ মানুষকেও।

আজ জাতীয় চিকিৎসক দিবসে আমরা প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়কে স্মরণ করছি। তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী। ১৮৮২ সালে আজকের দিনে তাঁর জন্ম এবং ১৯৬২ সালে আজকের ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

সুরমায় আশিস হত্যা মামলা

নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে ডিজিপিকে চিঠি আশীষ সাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।। ছোট সুরমার আশিস দাস হত্যা মামলার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে পুলিশের মহাপরিচালককে চিঠি দিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। ঘটনার তদন্তের স্বার্থে একজন আইপিএস অফিসারের নেতৃত্বে একটি এসআইটি গঠন করার আবেদন করেছেন তিনি।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা ধলাই ত্রিপুরার ছোট সুরমার আশীষ দাসের চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, আশীষ দাসকে ২০২৫ সালের ১৭ জুন খুন করা হয় এবং তার মৃতদেহ সৌভিক দাসের মালিকানাধীন একটি ইটভাটার কাছে পাওয়া যায়।

তিনি লেখেন, 'গতকাল আমি মৃত আশীষ দাসের বাড়িতে গিয়েছিলাম এবং তার বাবা চিত্তরঞ্জন দাস এবং মা আঙ্গুর বালা দাস সহ স্থানীয় অনেক মানুষের সাথে দেখা করেছিলাম।

মৃত দাসের শোকাহত বাবা-মা এবং স্থানীয় মানুষ মনে করেন যে কিছু রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ভূমি মাফিয়া এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে রয়েছে। মৃত ব্যক্তির বাবা-মা এবং স্থানীয় মানুষ দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে মৃতের অসহায় পরিবারের প্রতি ন্যায়বিচার দাবি করেছেন।

স্থানীয় বিধায়কের স্বামী খুনিদের সাথে হাত মেলাচ্ছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে।

উপরোক্ত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস একজন সিনিয়র আই.পি.এস অফিসারের নেতৃত্বে এস.আই.টি. গঠন করে উক্ত হত্যা মামলার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছে।

অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে চোরের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।। রাজ্যে প্রতিনিয়ত চুরি-ছিনতাইয়ের ঘটনা বেড়ে যাচ্ছে। আর এই সমস্ত চুরি-ছিনতাইয়ের পেছনে বর্তমানে বিভিন্ন নেশায় আসক্ত যুবকরা জড়িত রয়েছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। এরই মধ্যে গতকাল গভীর রাতে কেকে নগর মুসলিমপাড়া অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টারের দরজার তালা ভেঙ্গে চোরের ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ধরতি আভা জনজাতি গ্রাম উৎকর্ষ অভিযানের আওতায়

জনজাতি কল্যাণে ১৪১.৮২ কোটি টাকা মঞ্জুর ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।। রাজ্যের ৩৯২টি গ্রামে জনজাতি উন্নয়নের লক্ষ্যে 'ধরতি আবা জনজাতি গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান' (ডিএজিজিইউএ)-এর অধীনে আগামী পাঁচ বছরের জন্য ১৪১.৮২ কোটি টাকার অনুদান মঞ্জুর হয়েছে বলে জানালেন বিদ্যুৎ, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ। জনজাতি গৌরব বর্ষ উপলক্ষে আজ হেজামারা ও লেফুঙ্গা আরডি ব্লকে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এই তথ্য জানান।

তিনি বলেন এই প্রকল্পের আওতায় ২০টি নতুন ছাত্রাবাস, ২টি মাল্টি-পারপাস মার্কেটিং সেন্টার, ১৬টি আশ্রম স্কুল ও সরকার পরিচালিত আবাসিক বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস সংস্কার এবং ৯টি বর্মাধিকার (এফআরএ) সেল গঠনের জন্য ৮১.৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

তিনি আরও জানান, ১১৯টি আঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্মাণে ১৪.২৮ কোটি টাকা, ২৮ হেক্টর জলাশয়ে মাছচাষে ১.১২ কোটি টাকা, সমগ্র শিক্ষা অভিযানের আওতায় ছাত্রাবাস নির্মাণ, উদ্যান উন্নয়ন মিশনের জন্য ২.৩৬ কোটি টাকা এবং ৭৬৭৭টি পরিবার ও ৫১২টি স্থানে বিদ্যুৎ সংযোগে ৪২.৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। মন্ত্রী নাথ বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একযোগে সকল অংশের মানুষের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে।

তিনি বলেন, "জনজাতি উন্নয়নের বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। লেফুঙ্গা, মান্দাই , ডুকলি, হেজামারা ও জিরানিয়া ব্লকে এই কুইজের আয়োজন করা হয়েছে। আমি পশ্চিম জেলার দায়িত্বে ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে বিজেপি সম্পাদকের উপর হামলা, মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১ জুলাই।। ধর্মনগরে রেলস্টেশন রোডে অমিত চক্রবর্তীর উপর হামলার ঘটনায় চাঞ্চল্য। থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। ধর্মনগর শহরে সোমবার রাতে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। ধর্মনগর রেলস্টেশন সংলগ্ন হোটেল নর্থ কনটিনেন্টালে দায়িত্বে থাকা প্রসান্ত দে-র বিরুদ্ধে ধারালো অস্ত্র দিয়ে ধর্মনগর মন্ডলের বিজেপি সম্পাদক অমিত চক্রবর্তীর উপর হামলার অভিযোগ ওঠে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই হোটেলের সামনে ভিড় জমাতে শুরু করেন অমিত চক্রবর্তীর অনুগামীরা। তাঁরা স্লোগান দেন 'প্রসান্ত দে-কে গ্রেফতার করতে হবে।' খবর পেয়ে ধর্মনগর থানার বিশাল পুলিশ টিএসআর বাহিনী, সিআরপি ফোর্স, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ও জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কমল দেববর্মা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং প্রসান্ত দে-কে আটক করে থানায় নিয়ে যায় ধর্মনগর থানার পুলিশ।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অমিত চক্রবর্তীর অনুগামীরা পুলিশের ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

সিপিএম শ্রমজীবি মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করছে ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।। বিগত দিনে সিপিআইএম শ্রমজীবি মানুষদের সাথে প্রতারণা করেছে। তাঁদের নায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। আজ তাঁরাই শ্রমজীবী মানুষদের স্বার্থ নিয়ে কথা বলছেন। তাঁরা ভুল তথ্য প্রকাশ করে শ্রমজীবী মানুষদের বিভ্রান্ত করছেন। আজ প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই সিপিআইএমের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন ওবিসি মোর্চার সভাপতি তথা ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সমীর ঘোষ।

এদিন চেয়ারম্যান সমীর ঘোষ বলেন, সম্প্রতি ত্রিপুরার চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি সরকার। তাতে প্রাপ্তবয়স্ক কর্মীদের ১৭৬ টাকা থেকে ২০৪ টাকা এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক কর্মীদের ৮৮ টাকা থেকে ১০২ টাকা মজুরি বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিগত কিছুদিন ধরে বিরোধীরা সরকারের এই সিদ্ধান্তের ভুল তথ্য জনগণের নিকট তুলে ধরছে।

তাঁর কথায়, ২০১৫ সালে কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে বাগিচা শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি সংক্রান্ত একটি চিঠি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার সহ অন্যান্য রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানো হয়েছিল। ওই চিঠিতে বাগিচা শ্রমিকদের বেতন ১৬০ টাকা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু ওই সময়ে বাগিচা ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ২ জুলাই ২০২৫ ইং
১৭ আষাঢ়, বুধবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

আইনের অপব্যবহার রুখিতে হইবে

সরকার দেশের সংবিধানে নারীদের অধিকার সুরক্ষিত করিবার জন্য বিশেষ কিছু আইনী সংস্থান রাখিয়াছে। নারীরা সেই আইনী ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করিলে কাহারো কোন আপত্তি থাকিবার কথা নয়। কিন্তু সাংবিধানিক এই রক্ষাকবচকে হাতিয়ার করিয়া একাংশের নারীরা আইনের অপব্যবহার করিতে শুরু করিয়াছেন। ইহা কিন্তু এখন দিনের আলোর মত পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নারীদের জন্য নানা অধিকারের স্লোগান অতীতেছে। জাতীয় স্তরে এবং রাজ্যস্তরে নারীদের অধিকার সুরক্ষার জন্য মহিলা কমিশন রহিয়াছে। মহিলা কমিশনে একমাত্র নারীরাই অভিযোগ জানাইতে পারেন। সেখানে পুরুষদের অভিযোগ জানাইবার কোন সংস্থান নাই। উপরন্ত মহিলা কমিশনে অসংখ্য পুরুষ ন্যায়বিচার পাইবার বদলে হেনস্তার শিকার হইতেছেন। কিন্তু প্রতিবাদ করিবার কোন ব্যবস্থা নাই। অথচ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় শুধু নারীরাই পুরুষদের দ্বারা নির্যাতিত হইতেছে না। পুরুষদের একটা বড় অংশ নারীদের দ্বারা নির্যাতিত হইতেছে। নাজিরা নির্যাত্ত হইলে মহিলা কমিশনে অভিযোগ জানাইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। কিন্তু পুরুষ লোকও লজ্জার ভয়ে মহিলাদের দ্বারা নির্যাতিত হইলে ও মুখ খুলিতে পারে না। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পুরুষদের অধিকার রক্ষার জন্য পুরুষ কমিশন গঠন করিবার জন্য নানা মহল হইতে দাবি উঠিয়াছে। পুরুষ কমিশন গঠন করিবার তাবির যথেষ্ট যৌক্তিকতাও রয়েছে।

মহিলাদের মতোই সমাজের বিভিন্ন স্তরে সমস্যার মুখে পড়েন বিভিন্ন বয়সি পুরুষরাও। যৌন হেনস্থা, গার্হস্থ্য হিংসা, মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকারও হন তাঁহারা। এই পরিস্থিতিতে অনেক ক্ষেত্রে আত্মহত্যার মতো চরম পদক্ষেপও করেন পুরুষরা। এই সমস্যা সমাধানের দাবিতে দেশে তৈরি হোক কমিশন, দীর্ঘদিন ধরিয়াই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই দাবিতে আন্দোলন করিয়াছেন পুরুষদের একাংশ। এ বার তাঁহাদের দাবির পক্ষে জোরালো সওয়াল করিয়া শীর্ষ আদালতে দায়ের হইয়াছে মামলা।'

সেখানে পুরুষদের উপরে হওয়া নির্যাতনের প্রতিকারের জন্য অবিলম্বে পুরুষ কমিশন গঠনের দাবি জানানো হইয়াছে। আগামী সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের এজলাসে এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা। মামলার আবেদনে "ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো" এনসিআরবি-এর ২০২১ সালের পরিসংখ্যান পেশ করা হইয়াছে।তাহাতে দাবি, দেশের নানা প্রান্তে সেই বছর আত্মহত্যার ঘটনা ঘটিয়াছিল ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৩৩টি। এর মধ্যে বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা ৮১, ০৬৩। এই পুরুষদের আত্মহত্যার মূলে আছে গার্হস্থ্য হিংসা, দাবি আবেদনকারীদের। মামলাকারীদের আইনজীবী মহেশ কুমার তিওয়ারির দাবি, অবিলম্বে পুরুষ কমিশন গঠন করিয়া সঠিক নির্দেশিকা প্রণয়ন করিলে গার্হস্থ্য হিংসা এবং অন্যান্য কারণে পুরুষদের আত্মহত্যার সংখ্যার উপরে রাশ টানা সম্ভব হইবে।"জাতীয় মহিলা কমিশনের মতো পুরুষ কমিশন গঠন করিবার দাবিকে সমর্থন করিয়াছেন পশ্চিমবঙ্গে পুরুষ অধিকারের পক্ষে সওয়াল করা সমাজকর্মী নন্দিনী ভট্টাচার্য্য। তাঁহার দাবি, "আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বসবাসকারী মহিলাদের তুলনায় বরাবরই পুরুষদের আত্মহত্যার সংখ্যা বেশি। অনেকেই এটা বিশ্বাস করিতে চান না। পুরুষদের সমস্যা, অবসাদ নিয়ে মাথা ঘামানোর তুলনায় অনেকেই মহিলাদের দুঃখ-দুর্দশা নিয়া বেশি চিন্তিত। দেশের সামগ্রিক বিকাশের স্বার্থেই আমরা চাই শীর্ষ আদালতের হস্তক্ষেপে গঠিত হোক পুরুষ কমিশন, সুরক্ষিত হোক পুরুষদের জীবন। আমরা ঘরে ঘরে নারী-পুরুষ বিবাদ চাই না, চাই সুস্থ পরিবেশ, ভারসাম্য। সেটাকেই নিশ্চিত করিতে পারে পুরুষ কমিশন।

মিজোরাম: ৬.৬৭ কোটি টাকার মেথ ট্যাবলেটসহ মায়ানমারের নাগরিক গ্রেপ্তার

চম্পাই, ১ জুলাই : আসাম রাইফেলস এবং মিজোরাম পুলিশের একটি যৌথ অভিযানে পূর্ব মিজোরামের চম্পাই জেলার জখাওথার গ্রাম থেকে ৬.৬৭ কোটি টাকার বেশি মূল্যের নিষিদ্ধ মেথামফেটামিন ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে এবং এই ঘটনায় একজন মায়ানমারের নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার আসাম রাইফেলস-এর এক সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ২৯ জুন একটি সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয়। দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে আসাম রাইফেলস এবং মিজোরাম পুলিশের একটি দল ভারত-মায়ানমার সীমান্তের কাছে পরিচিত ট্রানজিট পয়েন্ট জখাওথারে একটি চেকপোস্ট স্থাপন করে।

তল্লাশি অভিযানের সময়, নিরাপত্তা কর্মীরা এক সন্দেহজনক ব্যক্তিকে আটক করে, যার কাছ থেকে ২০,২০০টি মেথামফেটামিন ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। ট্যাবলেটগুলির ওজন প্রায় ২.২২ কিলোগ্রাম। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই বাজেয়াপ্ত মাদকের আনুমানিক বাজার মূল্য ৬.৬৭ কোটি টাকার বেশি।

গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে মায়ানমারের নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা মিজোরামের মাধ্যমে চলমান আন্তঃসীমান্ত মাদক চোরাচালানের বিষয়ে উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে তুলেছে। উদ্ধারকৃত মাদক, যা ভারতের নিষিদ্ধ সাইকোট্রপিক পদার্থের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত, সেগুলোকে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা এবং তদন্তের জন্য জখাওথার থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। মেথামফেটামিন, যা সাধারণত 'মেথ' বা 'আইস' নামে পরিচিত, এটি একটি অত্যন্ত আসক্তি সৃষ্টিকারী উদ্দীপক যা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্টেন্সেস আইনের অধীনে এই মাদকের পাচার ও সেবন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

পর্তুগিজ দখল থেকে যেভাবে গোয়াকে মুক্ত করেছিল ভারতীয় সৈন্যরা

রেহান ফজল

জওহরলাল নেহরুর ঘনিষ্ঠ নেতা কৃষ্ণ মেনন থাকতেন বিদেশে আর সেখান থেকেই ভারতের স্বাধীনতার লড়াইতে খুবই সক্রিয় ছিলেন দীর্ঘদিন। মি. মেনন বলতেন গোয়া যেন ভারতের মুখে একটা ব্রণের মতো। প্রায়ই মি. নেহরুকে তিনি বলতেন যে গোয়াকে 'ফিরিয়ে আনা দরকার'। তবে, গোয়া নিয়ে মি. নেহরুর এক ধরনের "মন্টাল ব্লক" ছিল। পশ্চিমা দেশগুলিকে আশ্বস্ত তিনি করেছিলেন যে জোর করে গোয়া দখলের চেষ্টা করবেন না তিনি।

কিন্তু কৃষ্ণ মেনন মি. নেহরুকে বোঝাতে সক্ষম হন যে পর্তুগালের এই উপনিবেশটি নিয়ে তিনি দ্বৈত মনোভাব পোষণ করতে পারেন না।

একদিকে বর্ণবাদী দেশগুলোর সমালোচনা করলেও, অন্যদিকে ভারতের মধ্যেই গোয়াকে পর্তুগিজদের দখলে রাখা নিয়ে সম্পূর্ণ নীরব থাকতেন জওহরলাল নেহরু।

পর্তুগিজদের গোয়া থেকে শান্তিপূর্ণভাবে সরিয়ে দেওয়া সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর মি. নেহরু সেনাবাহিনী পাঠিয়ে গোয়াকে মুক্ত করার পরিকল্পনায় সবুজ সংকেত দেন।

সম্প্রতি প্রকাশিত গোয়া, ১৯৬১ দ্য কমপ্লিট স্টোরি অফ ন্যাশানালিজম অ্যান্ড ইন্টিগ্রেশন-বইয়ের লেখক বাল্মীকি ফেলেরো লিখেছেন, ভারতীয় সৈন্যদের জড়ো করা শুরু হয় দোসরা ডিসেম্বর, ১৯৬১। আগ্রা, হায়দ্রাবাদ আর তৎকালীন ম্যাড্রাস ৫০ নম্বর প্যারাসুট ব্রিগেডকে বেলাগাভিতে আনা হয়েছিল।

'উত্তর, পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভারতে ১০০টিরও বেশি যাত্রীবাহী ট্রেনের যাত্রাপথ বদল করে দেওয়া হয়েছিল বেলাগাভিতে সৈন্যদের পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য। যাত্রীবাহী ট্রেনের পাশাপাশি, বেশ কয়েকটি পণ্যবাহী ট্রেনও বেলাগাভিতে সামরিক সরঞ্জাম পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

এর ফলে আহমেদাবাদের বেশ কয়েকটি কাপড়ের মিল কয়লার ঘাটতির কারণে বন্ধ করে দিতে হয়েছিল।'

পর্তুগাল থেকে 'ইন্ডিয়া' এল গোয়াতে পর্তুগালও ভারতীয় বাহিনীর মোকাবেলার প্রস্তুতি শুরু করে। তারা 'ইন্ডিয়া' নামের একটি জাহাজ পাঠিয়ে দেয় গোয়ার উদ্দেশ্যে, যাতে "বাঙ্কো ন্যাশনাল আল্ট্রামারিনো"-তে জমা করা সোনা এবং পর্তুগিজ নাগরিকদের স্ত্রী-সন্তানদের লিসবনে পাঠিয়ে দেওয়া যায়।

পিএন খেরা তার "অপারেশন বিজয়, দ্য লিবারেশন অফ গোয়া অ্যান্ড আদার পর্তুগিজ কলোনিজ ইন ইন্ডিয়া" বইতে লিখেছেন, নয় ডিসেম্বর, ১৯৬১, পর্তুগিজ জাহাজটি থেকে মুরমুগাও পৌঁছিয়েছিল। জাহাজটি ১২ ডিসেম্বর লিসবনের উদ্দেশ্যে ফিরতি যাত্রা শুরু করেছিল।

জাহাজে ৩৮০ জনের থাকার ব্যবস্থা ছিল, তবে জাহাজে চড়ে বসেন প্রায় ৭০০ নারী ও শিশু। সে জাহাজে এত বেশি যাত্রী ছিল যে কিছু যাত্রীকে টয়লেটেও বসতে হয়েছিল।

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জন কেনেথ গলব্রেথ ডিসেম্বর মাসেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা করেন যাতে গোয়ায় সামরিক অভিযানের সিদ্ধান্ত থেকে তাকে নিরস্ত করা যায়।

গোয়ায় সামরিক অভিযানের দিন ঠিক করা হয়েছিল ১৪ই ডিসেম্বর। তবে পরে তা আরও দুদিন পিছিয়ে ১৬ই ডিসেম্বর করা হয়।

এর ঠিক একদিন আগে, ১৫ই ডিসেম্বর তারিখ মি. গলব্রেথ মি. নেহেরু এবং তার অর্থমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের সঙ্গে দেখা করেন। এডিলা গাইতোন্ডে তার "ইন সার্চ অফ টুমরো" বইতে লিখেছেন, 'মোরারজি গোয়ায় সহিংসতার বিরুদ্ধে ছিলেন, কারণ তিনি ব্যক্তিগতভাবে ঔপনিবেশিক সমস্যা সমাধানের জন্য অহিংসার পথ নেওয়ারই পক্ষপাতী ছিলেন।'

'পর্তুগিজরা যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ওপরে এতটাই আত্মবিশ্বাসী ছিল যে, ১৬ই ডিসেম্বর রাতে পর্তুগিজ গভর্নর জেনারেল এবং তার সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ তাদের এক বন্ধুর মেয়ের বিয়ের ডিনারে যোগ দিয়েছিলেন।'

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মি. নেহরুর সঙ্গে ১৭ তারিখ আবার দেখা করেন এবং প্রস্তাব দেন যে ভারত গোয়ার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান ছয় মাসের জন্য স্থগিত রাখুক।

সেই বৈঠকে উপস্থিত কৃষ্ণ মেনন মি. নেহেরু এবং মি. গলব্রেথকে বলেছিলেন যে "এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে"। ভারতীয় সৈন্যরা গোয়ায় প্রবেশ করেছে এবং তাদের ফিরিয়ে যাবে না।

তবে, বহু বছর পর কৃষ্ণ মেনন এক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেন যে ওই বৈঠকে তিনি সঠিক তথ্য দেন নি, তখনও পর্যন্ত ভারতীয় সেনাবাহিনী গোয়ার সীমা অতিক্রম করেনি।

সেই রাতেই কৃষ্ণ মেনন গোয়ার সীমান্তে পৌঁছে ভারতীয় বাহিনী পরিদর্শন করেন।

মি. মেনন জওহরলাল নেহরুকে সামরিক অভিযানের নির্ধারিত সময়টি জানানোর আগেই ভারতীয় সেনাবাহিনী গোয়ায় প্রবেশ করেছিল।

নামমাত্র প্রতিরোধ

ভারতীয় সেনাবাহিনী ১৭ থেকে ১৮ই ডিসেম্বরের মাঝরাতে গোয়ার সীমান্ত অতিক্রম করে।

টাইমস অফ ইন্ডিয়া সংবাদপত্র ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে 'ব্যানার হেডলাইন' প্রকাশ করেছিল, যা বাংলা করলে দাঁড়ায় 'অবশেষে আমাদের সেনা গোয়া, দমন আর দিউতে প্রবেশ করেছে'।

গোয়ায় প্রবেশ করতে ভারতীয় সেনাবাহিনী সামান্য প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। গোয়া দখলের দায়িত্ব দেওয়া হয় মেজর জেনারেল ক্যান্ডেথের নেতৃত্বে ১৭ নম্বর পদাতিক ডিভিশনের ওপরে।

ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহ তার "ইন্ডিয়া আফটার গান্ধী" বইতে লিখেছেন, '১৮ই ডিসেম্বর সকালে, ভারতীয় সৈন্যরা উত্তরে সাওয়ান্তওয়াড়ি, দক্ষিণে কারওয়ার এবং পূর্বে বেলগাঁও থেকে গোয়ায় প্রবেশ করে।'

'এরই মধ্যে ভারতীয় বিমানগুলি গোয়া জুড়ে লিফলেট ফেলে গোয়ানিজদের শান্ত আর সাহসী থাকতে বলে। লিফলেটে বলা হয়েছিল, আপনারা স্বাধীনতার জন্য আনন্দ করুন এবং সেটিকে জোরদার করুন।'

'ভারতীয় বাহিনী রাজধানী পানাজি ঘিরে ফেলে ১৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা নাগাদ। পর্তুগিজরা যেখানে ল্যান্ডমাইন বিছিয়ে রেখেছিল সেগুলি সম্পর্কে ভারতীয় বাহিনীকে সতর্ক করে দিয়েছিল স্থানীয় মানুষরাই।'

অপারেশন শুরুর ৩৬ ঘন্টার মধ্যে পর্তুগিজ গভর্নর জেনারেল নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের নথিতে স্বাক্ষর করেছিলেন।

পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সৈন্যরা পানাজিতে প্রবেশ করলে তারা পর্তুগিজ অফিসার এবং তাদের সৈন্যদের শুধুমাত্র অন্তর্বাস পরিহিত অবস্থায় দেখতে পায়।

তাদের এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তাদের বলা হয়েছিল যে, ভারতীয় সৈন্যরা এতটাই নিষ্ঠুর যে তারা যদি কোনো পর্তুগিজ সৈন্যকে তার ইউনিফর্ম দেখে চিনে ফেলে, তাহলে তাকে সঙ্গে সঙ্গেই গুলি করবে।

ব্রিগেডিয়ার সাগত সিংয়ের ভূমিকা

ব্রিগেডিয়ার সাগত সিং-এর নেতৃত্বে, ৫০নম্বর প্যারাসুট ব্রিগেডের ওপরে যা দায়িত্ব ছিল, তারা তার থেকে অনেক দ্রুত পানাজিতে পৌঁছে যায়। এতে সবাই হতবাক হয়ে গিয়েছিল।

জেনারেল ভি কে সিং, যিনি ব্রিগেডিয়ার সাগত সিংয়ের একটি জীবনী লিখেছেন, তিনি বলেছেন, 'চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তার ব্যাটালিয়ন পানাজিতে পৌঁছে যায়। তবে তখন রাত হয়ে গেছে বলে সাগত সিং তার ব্যাটালিয়নকে থামিয়ে দেন।

তার যুক্তি ছিল যে পানাজি একটি জনবহুল এলাকা, রাতে আক্রমণ করলে বেসামরিক নাগরিকরা মারা যেতে পারেন। পরদিন সকালে তারা নদী পার হয়।'

পর্তুগিজ সরকার ভারতীয় সৈন্যদের আটকানোর জন্য একটা সেতু উড়িয়ে দিয়েছিল। সাগত সিংয়ের বাহিনীকে সাঁতার কেটে নদী পার হতে হয়। গোয়া অভিযান শেষ করে ১৯৬২-র জুনের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যরা আগ্রায় ফিরে এসেছিল।

আগ্রার বিখ্যাত ক্লার্কস শিরাজ হোটেলে এক মজার ঘটনা ঘটে। মেজর জেনারেল ভিকে সিং বলছিলেন, 'ব্রিগেডিয়ার সাগত সিং বেসামরিক পোশাকে সেখানে গিয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা কয়েকজন পর্যটকও সেখানে ছিলেন।

তারা সাগত সিংয়ের দিকে খুব মনোযোগ দিয়ে তাকাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পর তাদের একজন এসে মি. সিংকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি ব্রিগেডিয়ার সাগত সিং'?

তিনি বললেন, 'আপনি কেন এটা জানতে চাইছেন? ওই পর্যটক বলেন, আমরা পর্তুগাল থেকে এখানে এসেছি। সেখানে সব জায়গায় আপনার পোস্টার দেওয়া হয়েছে, তার উপরে লেখা আছে যে আপনাকে ধরতে পারবে সে দশ হাজার ডলার পাবে।'

'ব্রিগেডিয়ার সাগত সিং 'যদি আপনি বলেন তাহলে আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি,' তবে যুক্তরাষ্ট্রের সেই পর্যটক হেসে বলেন যে 'আমরা আর পর্তুগালে ফিরে যাব না।'

গোয়া দখলের খবর চেপে যায় পর্তুগাল ওদিকে পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে সেন্সরের অধীনে থাকা সংবাদমাধ্যম গোয়ায় পর্তুগিজ সৈন্যদের কঠোর প্রতিরোধ এবং ভারতীয় সৈন্যদের সাথে মুখোমুখি লড়াইয়ের খবর দিচ্ছিল সেখানকার মানুষকে।

পর্তুগিজ সৈন্যরা ভারতীয় সৈন্যদের বন্দী করেছে বলে মিথ্যা খবরও প্রকাশিত হয়েছিল।

পর্তুগালের জনগণকে বলাই হয়নি যে খুব কমসংখ্যক পর্তুগিজ সৈন্য গোয়ায় মোতায়েন করা ছিল। তাদের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা যেমন ছিল না, তেমনই তাদের এই ধরনের অভিযান মোকাবিলা করার জন্য প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়নি।

তারা যদি ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চাইতও, তাদের কাছে যথেষ্ট সরঞ্জাম ছিল না।

পর্তুগাল যখন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে গোয়ার বিষয়টি উত্থাপন করে, তখনও পর্তুগিজ সংবাদমাধ্যম অতিরঞ্জিত করে দাবি করছিল যে দেড় হাজার ভারতীয় সৈন্য নিধন হয়েছে।

গোয়া রেডিওতে ১৮ই ডিসেম্বর সারা দিন ধরে যুদ্ধের সঙ্গীত বাজতে থাকে কিন্তু তারা ভারতীয় সৈন্যদের গোয়ায় প্রবেশের কোন খবর দেয়নি।

ভারতীয় বিমানগুলি ডাবোলিম বিমানবন্দরে বোমাবর্ষণ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে স্কুল পড়ুয়াদের বাড়িতে ফিরে যেতে বলা হয়েছিল।

ডাবোলিম বিমানবন্দরে বোমা বর্ষণ পুনের বিমানঘাঁটি থেকে ১৮ই ডিসেম্বর ঠিক সকাল সাতটায় স্কোয়াড্রন লিডার জয়বন্ত সিংয়ের নেতৃত্বে ছয়টি হান্টার বিমান আকাশে ওড়ে। ওই বিমানগুলি বাম্বোলিমের বেতার কেন্দ্রে হামলা চালিয়ে মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে সেটি ধ্বংস করে দেয়।

বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে গোয়া। গোয়া রেডিওর সেই বিখ্যাত ঘোষণা, "এটা পর্তুগাল, আপনারা শুনছেন রেডিও গোয়া" চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল।

অন্যদিকে ১২টি ক্যানবেরা আর চারটি হান্টার প্লেন পুনা থেকে গোয়ার উদ্দেশ্যে উড়ে যায়।

তারা গোয়ার ডাবোলিম বিমানবন্দরের রানওয়েতে এক হাজার পাউন্ড ওজনের ৬৩টি বোমা ফেলে।

বাল্মিকি ফেলেরো লিখেছেন, 'প্রথম রাউন্ডে ৬৩টি হাজার পাউন্ড বোমা ফেলার পরে ভারতীয় বিমানবাহিনী থেমে থাকে নি। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে তারা সেখানে আবার আক্রমণ করে এবং এবার মোট ৪৮ হাজার পাউন্ড বোমা ফেলে।'

'আধ ঘণ্টা পরে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ভিভিয়ান গুডউইনকে পাঠানো হয় ডাবোলিম বিমানবন্দরে হামলার ফলে কতটা ক্ষয়ক্ষতি হল, তার ছবি তোলার জন্য।

ছবিতে দেখা যায় যে বিমানবন্দরে সেরকম কোনও ক্ষতি হয়নি। এরপর তৃতীয় একটি হামলা চালানো হয়েছিল।'

নারী ও শিশুদের যেভাবে লিসবন পাঠানো হলো ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রবল বোমাবর্ষণ সত্ত্বেও ডাবোলিম বিমানবন্দরে মাত্র কয়েকটি গর্ত তৈরি হয়েছিল।

গোয়ায় মোতায়েন পর্তুগিজ কর্মকর্তারা সিদ্ধান্ত নেন যে তারা স্ত্রী ও সন্তানদের বিমানে করে পর্তুগালে পাঠিয়ে দেবেন।

সে সময় ডাবোলিমে মাত্র দুটি বিমান ছিল।

অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাবোলিম বিমানবন্দরের রানওয়েতে সৃষ্ট গর্তগুলো দ্রুত মেরামত করা হয়।

চারদিক দিয়ে ভারতীয় বাহিনী ঘিরে থাকা সত্ত্বেও গভর্নর জেনারেল সিলভা ওই বিমান দুটি ওড়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।

বাল্মিকি ফেলেরো লিখেছেন, 'পর্তুগিজ অফিসারদের স্ত্রী ও সন্তানদের দুটি প্লেনে উঠিয়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথিপত্রও চাপানো হয় বিমানে। ওই বিমান দুটি অন্ধকারের মধ্যেই খুব ঝুঁকি নিয়ে মাত্র ৭০০ মিটার দীর্ঘ রানওয়ে থেকে আলো না জ্বালিয়ে আকাশে ওড়ে।

সমুদ্রে অবস্থানরত ভারতীয় যুদ্ধজাহাজগুলি থেকে ওই বিমান দুটি লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়, কিন্তু তারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

খুব নিচু দিয়ে উড়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে পাকিস্তানের করাচি বিমানবন্দরে অবতরণ করে বিমান দুটি।

ইতিমধ্যে গোয়ার গভর্নর জেনারেল মেজর জেনারেল সিলভা ভাস্কো দা গামা পৌঁছান। মেজর বিল কারভেলোর নেতৃত্বে শিখ রেজিমেন্টের সৈন্যরা আগেই সেখানে পৌঁছায়।

ব্রিগেডিয়ার রবি মেহতা একটি সাক্ষাতারে বাল্মিকি ফেলেরোকে বলেছিলেন, 'মেজর বিল কারভেলো, ক্যাপ্টেন আরএস বালি এবং আমি সেই ভবনের গেটে পৌঁছই, যেখানে জেনারেল সিলভা ছিলেন। জেনারেল সিলভা যেখানে বসেছিলেন সেই টেবিলে আমরা পৌঁছাই।

ততক্ষণে ভারতীয় সেনাবাহিনী তাদের চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে এবং তাদের প্রতিরোধ করার কোনো উপায় ছিল না। বিল গভর্নরকে স্যালুট করলেন, গভর্নর উঠে দাঁড়িয়ে সেই স্যালুটের প্রত্যুত্তর দিলেন।'

"বিল বলল যে আপনি আপনার সৈন্যদের অস্ত্র নামিয়ে রেখে ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিন। তিনি গভর্নরকে বলেছিলেন যে তাকেও তার বাসভবনে যেতে হবে, সেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কয়েকজন সদস্য তার উপর নজর রাখবে। কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল নন্দা সিদ্ধান্ত নিলেন যে আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান রাতে হবে।" আত্মসমর্পণ করলেন জেনারেল সিলভা আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠানটা হয় ১৯৬১ সালের ১৯শে ডিসেম্বর রাত নয়টা ১৫ মিনিটে। তখন সেখানে হাতে গোনা কয়েকজনই মাত্র হাজির ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ড. সুরেশ কানেকার যিনি গোয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা ছিলেন। তিনি তার ২০১১ সালে প্রকাশিত 'গোয়া'স লিবারেশন অ্যান্ড দেয়ার আফটাব বইতে লিখেছেন, 'আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানটি একটি খোলা মাঠে হয়েছিল। ব্রিগেডিয়ার ধিলোঁ একটি জিপে বসে ছিলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত গাড়িগুলিকে ইংরেজি 'সি' অক্ষরের আকারে সাজাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

গাড়িগুলির হেডলাইট জ্বলছিল আর যেখানে জেনারেল সিলভা আত্মসমর্পণ করবেন, সেই জায়গাটাতে গাড়ির আলো ফেলা হচ্ছিল।'

'জেনারেল সিলভাকে প্রায় পৌনে নয়টায় সেখানে আনা হয়। তার সঙ্গে তার চিফ অফ স্টাফ, লেফটেন্যান্ট কর্নেল মার্ক ডি আন্দ্রেদ ছিলেন। তাদের প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করানো হয়। ভারতীয় সৈন্যরা তার দুই পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিল।'

ডক্টর কানেকার আরও লিখেছেন, 'যখন ব্রিগেডিয়ার ধিলোঁকে জানানো হয় যে সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়েছে, তখন তিনি তাঁর জিপ থেকে নেমে জেনারেল সিলভার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ব্রিগেডিয়ার ধিলোঁকে সম্বোধন করে লেফটেন্যান্ট কর্নেল নন্দা বলেছিলেন যে গোয়া, দমন এবং দিউ-এর গভর্নর জেনারেল তাঁর সামনে আত্মসমর্পণ করছেন।'

'নন্দার নির্দেশে, জেনারেল সিলভা অগ্রসর হন। তিনি ধিলোঁকে স্যালুট করেন। তবে ধিলোঁ পাল্টা স্যালুট করেন নি। এটি আমাকে কিছুটা অবাক করে দিয়েছিল, কারণ সিলভা ছিলেন একজন মেজর জেনারেল আর ধিলোঁর র‍্যাঙ্ক তার থেকে পরে ছিল। তিনি ধিলোঁর হাতে আত্মসমর্পণের নথি তুলে দেন।'

এরপর ধিলোঁ তার জিপে ফিরে যান এবং সিলভাকে হেফাজতে নিয়ে আরেকটি ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। পুরো অনুষ্ঠানে সিলভা বা ধিলোঁ কেউই একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি।

ভাস্কো-দা-গামায় হাজির না থাকায় ভারতীয় সেনা কমান্ডার জেনারেল ক্যান্ডেথ আত্মসমর্পণ করাতে পারেননি। আত্মসমর্পণের সময় ক্যান্ডেথ জানতেনই না যে ভারতীয় সেনাবাহিনী ভাস্কো-দা-গামায় পৌঁছেছে। রাত ১১টা নাগাদ টেলিফোনে তিনি গোটা বিষয়টি জানতে পারেন।

ওই আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের কোনও ছবি নেই। সুরেশ কানেকার লিখেছেন, 'লেফটেন্যান্ট কর্নেল নন্দা অনুষ্ঠানের ছবি তোলার জন্য একজন ফটোগ্রাফারের ব্যবস্থা করেছিলেন কিন্তু ফটোগ্রাফারের ক্যামেরায় ফ্ল্যাশ ছিল না।

নন্দা ফটোগ্রাফারকে বলে রেখেছিলেন যে তিনি ইশারা করলেই ছবি তুলতে হবে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে নন্দা ইশারা করতে ভুলে গিয়েছিলেন, তাই ফটোগ্রাফারও আর ছবি তোলেন নি।'

পর্তুগিজ জেনারেলের সঙ্গে বৈঠক কয়েকদিন পর, দক্ষিণ কমান্ডের প্রধান জেনারেল জে এন চৌধুরী পর্তুগিজ জেনারেল সিলভার সঙ্গে তার কারাগারে দেখা করতে যান। জেনারেল সিলভার সহকর্মী জেনারেল কার্লোস আজেরেডো তার "ওয়ার্ক অ্যান্ড ডেজ অফ এ সোলজার অফ দ্য এম্পায়ার" বইতে লিখেছেন, 'জেনারেল চৌধুরী সিলভার সেলের মধ্যে একাই প্রবেশ করেছিলেন। জেনারেল সিলভা উঠে দাঁড়িয়ে তাকে স্যালুট করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু চৌধুরী তার কাঁধ চাপড়ে দাঁড়াতে নিষেধ করেন। এর পর জেনারেল চৌধুরী নিজেই একটা চেয়ার টেনে জেনারেল সিলভার সামনে বসলেন।'

জেনারেল সিলভাকে জেনারেল চৌধুরী বলেছিলেন, তার যদি কিছু দরকার হয় তবে তিনি কমান্ডার বিল কারভেলোকে জানাতে পারেন। জেনারেল চৌধুরী মি. সিলভাকে আশ্বস্ত করেন যে তার স্ত্রী নিরাপদে আছেন এবং ভারত সরকার তাকে শীঘ্রই লিসবনে পাঠিয়ে দেবে।

এরপর ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল পিএন থাপারও সিলভার সঙ্গে দেখা করতে যান। এর পরে মি. সিলভাকে আরও ভালো একটা ভবনে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন মেজর জেনারেল সিজার লোবোর তত্ত্বাবধানে রাখা হয় তাকে। মি. লোবো সাবলীলভাবে পর্তুগিজ বলতে পারতেন।

যুদ্ধবন্দী পর্তুগিজ সৈন্যরা জেনারেল চৌধুরীর প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও মি. সিলভার স্ত্রী ফার্নান্দা সিলভার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা হয়নি। বাল্মিকি ফেলেরো লিখেছেন, 'তাকে ডোনা পাওলার সরকারি বাসভবন থেকে জোর করে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পানাজির রাস্তায় তাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। প্রাক্তন মুখ্য সচিব অ্যাবেল কোলাসো তাকে তার সরকারি বাসভবনে আশ্রয় দিয়েছিলেন।'

যখন বিষয়টি সংসদে উত্থাপিত হয়, তখন মি. নেহরু অ্যাবেল কোলাসোর প্রশংসা করে বলেছিলেন যে তিনি একজন দুর্দশাগ্রস্ত নারীর সঙ্গে ভদ্রজনোচিত আচরণ করেছিলেন। ফার্নান্দা সিলভাকে ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৬১ তারিখে ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি বিমানে গোয়া থেকে বোম্বেতে নিয়ে যাওয়া হয় আর সেখান থেকে লিসবনের বিমানে তুলে দেওয়া হয়। তার স্বামী জেনারেল সিলভা পাঁচ মাস পর দেশে ফেরেন। এই অভিযানে ভারতের ২২ জন সেনা নিহত এবং ৫৪ জন সেনাসদস্য আহত হন।

অর্জুন সুব্রামানিয়ামের ইন্ডিয়াজ ওয়ারস১৯৪৭ — ১৯৭১' বইয়ে লিখেছেন পর্তুগিজ সেনাবাহিনীর ৩০ জন সদস্য মারা গিয়েছিলেন আর ৫৭ জন আহত হন।

"কাপুরুষ", "বিশ্বাসঘাতক" আখ্যা পর্তুগিজ সেনাদের বাল্মিকি ফেলেরো লিখেছেন, যুদ্ধবন্দী পর্তুগিজ সেনারা লিসবনে ফিরে যাওয়ার পরে তাদের সঙ্গে অপরাধীদের মতো আচরণ করে সেখানকার সামরিক পুলিশ।

হেফাজতে নেওয়া হয় তাদের। সৈন্যদের পরিবারের সদস্যরা বিমানবন্দরে প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, কিন্তু দেখা করতে দেওয়া হয় নি। তাদের কোনও অজানা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়, এবং "কাপুরুষ ও বিশ্বাসঘাতক" বলে অপমান করা হয়। গভর্নর জেনারেল সিলভা সহ প্রায় এক ডজন অফিসারকে সেনাবাহিনী থেকে বহিষ্কার করা হয়। শুধু তাই নয়, তাকে কোনও সরকারি পদে থাকার ওপরে সারাজীবনের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। তবে ১৯৭৪ সালে ক্ষমতার পরিবর্তন হলে, বরখাস্ত হওয়া সৈন্যদের পুনর্বহাল করা হয় এবং মেজর জেনারেল সিলভাকে সেনাবাহিনীতে তার পুরানো পদে ফিরিয়ে আনা হয়। গোয়ায় বসবাসকারী সমস্ত মানুষকে ভারত নাগরিকত্ব দিয়েছে। পর্তুগিজ নাগরিকত্ব ছেড়ে দেওয়ার শর্তও রাখে নি ভারত। ভারতের আইনে দ্বৈত নাগরিকত্বের কোনও বিধান নেই। তবে ১৯৬১ সালের আগে গোয়ায় বসবাসকারী ব্যক্তিদের জন্য একটি ব্যতিক্রম করা হয়েছে যে, তারা পর্তুগাল আর ভারত, দুই দেশের নাগরিকত্বই বজায় রাখতে পারেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার পুলিশ সদর কার্যালয়ের সামনে সিপিএমের উদ্যোগে এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

কর্মসংস্থান সংযুক্ত উৎসাহদান প্রকল্পে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে কর্মসংস্থান সংযুক্ত উৎসাহদান প্রকল্পে (এমপ্লয়মেন্ট লিঙ্কড ইনসেনটিভ — ইএলআই স্কিম) অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর লক্ষ্য কর্মসংস্থানের প্রসার, বাস্তব জগতে প্রকৃত অর্থে দক্ষ হয়ে ওঠায় কর্মীদের সহায়তা করা এবং একটি বিস্তৃত সামাজিক সুরক্ষা বলয় তৈরি করা। প্রকল্পটিতে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে উৎপাদন ক্ষেত্রকে। এর আওতায় প্রথমবারের কর্মীরা এক মাসের মজুরি (১৫,০০০ পর্যন্ত) পাবেন এবং কর্মসংস্থানের প্রসারে অবদানের জন্য কর্মদাতারা ২ বছর ধরে বিশেষ সুবিধা পাবেন। উৎপাদন ক্ষেত্রের কর্মদাতারা এই সুবিধা পাবেন আরও ২ বছর। কর্মসংস্থানে গতি আনায় প্রধানমন্ত্রীর পঞ্চ কৌশলের অঙ্গ হিসেবে ২০২৪-২৫ বাজেটে এই উদ্যোগের কথা ঘোষণা করা হয়। সামগ্রিকভাবে তখন ৪.১ কোটি তরুণ-তরুণীর দক্ষতায়ন সহ বিভিন্ন বিষয় নিশ্চিত করার জন্য ২ লক্ষ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছিল।মন্ত্রিসভার অনুমোদন প্রাপ্ত ইএলআই প্রকল্প বাবদ ৯৯,৪৪৬ কোটি টাকা খরচ ধরা হয়েছে। এর সুবাদে ২ বছরে ৩.৫ কোটিরও বেশি মানুষের কাজের সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর মধ্যে ১.৯২ কোটি নতুন কর্মী থাকবেন। ২০২৫-এর ১ আগস্ট থেকে ২০২৭-এর ৩১ জুলাই পর্যন্ত সময়কালে তৈরি হওয়া কাজের সুযোগের জন্য এই প্রকল্পের সুবিধা মিলবে।প্রকল্পটির দুটি ভাগ রয়েছে। প্রথম ভাগটি প্রথমবারের কর্মী বিষয়ক। এর আওতায় নতুন কর্মীরা এক মাসের মজুরি হিসেবে দুটি কিস্তিতে ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত পাবেন। ইপিএফও-তে নিবন্ধিত সংস্থার ক্ষেত্রে এই প্রকল্প কার্যকর হবে। এই সুবিধা পাবেন সেই সব কর্মীরা যাদের বেতন ১ লক্ষ টাকার মধ্যে। প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়া যাবে ৬ মাস কাজ করার পরে। দ্বিতীয় কিস্তির টাকা মিলবে ১২ মাস কাজ করার পরে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীর আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচি সম্পন্ন হলে তবেই। কর্মীর সঞ্চয়ের অভ্যেস গড়ে তুলতে উৎসাহদান বাবদ প্রদত্ত অর্থের একটি অংশ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমা রাখা হবে। পরবর্তীতে তা পেয়ে যাবেন কর্মীরা।

দ্বিতীয় ভাগটিতে নানা ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের প্রসারের কথা বলা হয়েছে। বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে উৎপাদন ক্ষেত্রকে। ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বেতনের কর্মীদের সাপেক্ষে কর্মদাতা বিশেষ সুবিধা পাবেন। ধারাবাহিক ভাবে ৬ মাস কর্মরত প্রতিজন অতিরিক্ত কর্মীর সাপেক্ষে ২ বছর ধরে মাসে ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত দেওয়া হবে কর্মদাতাদের। উৎপাদন ক্ষেত্রের কর্মদাতাদের এই সুবিধা দেওয়া হবে তৃতীয় ও চতুর্থ বছরেও।

এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে হলে ইপিএফও-তে নিবন্ধিত এবং ৫০-এর কম কর্মী রয়েছেন এমন সংস্থাগুলিকে অন্তত ৬ মাসের জন্য ধারাবাহিক ভিত্তিতে ২ জন অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ করতে হবে। ৫০-এর বেশি কর্মী রয়েছেন এমন সংস্থার ক্ষেত্রে অন্তত ৬ মাসের জন্য ধারাবাহিক ভিত্তিতে ন্যূনতম ৫ জন কর্মীর নিয়োগ বাধ্যতামূলক।

কর্মীর বেতন ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত হলে উৎসাহদান প্রকল্প বাবদ কর্মদাতা ১,০০০ টাকা পর্যন্ত পাবেন। কর্মীর বেতন ১০,০০০ থেকে ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত হলে কর্মদাতা পাবেন ২,০০০ টাকা। ২০,০০০ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বেতনের কর্মীর ক্ষেত্রে কর্মদাতা ৩,০০০ টাকা পাবেন। প্রকল্পের এই দ্বিতীয় প্রণালীটি সামগ্রিকভাবে আরও প্রায় ২.৬ কোটি মানুষের কর্মসংস্থানে কর্মদাতাদের উৎসাহিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। কর্মীদের প্রাপ্য অর্থ সরাসরি পৌঁছে যাবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আধার ভিত্তিক প্রদান প্রণালী মারফত। কর্মদাতাদের প্রাপ্য অর্থ সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়া হবে প্যান-সংযুক্ত অ্যাকাউন্টে।

ভারতীয় বন্দিদের মুক্তি ও প্রত্যাবর্তন দ্রুততর করতে পাকিস্তানকে আহ্বান জানাল ভারত

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই : ভারত সরকার মঙ্গলবার পাকিস্তানের কাছে ভারতীয় নাগরিক ও নৌকা সহ মৎস্যজীবীদের এবং নিখোঁজ ভারতীয় প্রতিরক্ষা কর্মীদের দ্রুত মুক্তি ও প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে। দু"দেশই প্রতি বছরের মতো এবারও ১ জানুয়ারি ও ১ জুলাই কনস্যুলার অ্যাক্সেস সংক্রান্ত ২০০৮ সালের দ্বিপাক্ষিক চুক্তির আওতায় পাকিস্তানে আটক ভারতীয় এবং ভারতে আটক পাকিস্তানি নাগরিক ও মৎস্যজীবীদের তালিকা কূটনৈতিক পথে আদান-প্রদান করেছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, পাকিস্তানে সাজা সম্পূর্ণ হওয়া ১৫৯ জন ভারতীয় মৎস্যজীবী ও বেসামরিক বন্দিকে দ্রুত মুক্তি ও দেশে ফেরানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে। সাথে আরও জানিয়েছে, পাকিস্তানের হেফাজতে থাকা ২৬ জন ভারতীয় বলে ধারণা করা বন্দি ও মৎস্যজীবীর ক্ষেত্রে এখনো কনস্যুলার অ্যাক্সেস দেওয়া হয়নি। তাদের ক্ষেত্রেও অবিলম্বে কনস্যুলার অ্যাক্সেস চাওয়া হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভারত পাকিস্তানকে অনুরোধ করেছে যেন ওইসব বন্দি ও মৎস্যজীবীর নিরাপত্তা, কল্যাণ এবং মানবাধিকারের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয় যতদিন না তাদের মুক্তি ও প্রত্যাবর্তন সম্পন্ন হয়।

ভারত এদিন পাকিস্তানকে ৩৮২ জন বেসামরিক বন্দি এবং ৮১ জন মৎস্যজীবীর তালিকা হস্তান্তর করেছে, যারা পাকিস্তানি বা পাকিস্তানি বলে ধারণা করা হয়। অপরদিকে, পাকিস্তান জানিয়েছে তাদের হেফাজতে রয়েছে ৫৩ জন বেসামরিক ভারতীয় বন্দি ও ১৯৩ জন ভারতীয় মৎস্যজীবী বা যাদের ভারতীয় বলে মনে করা হয়।

ভারত এ প্রসঙ্গে আরও জানিয়েছে, তারা পারস্পরিক বন্দি এবং মৎস্যজীবীদের মানবিক বিষয়গুলিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয় এবং পাকিস্তানে আটক বন্দিদের সুরক্ষার বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ। এছাড়া, পাকিস্তান সরকারের কাছে ভারতে আটক ৮০ জন পাকিস্তানি বা পাকিস্তানি বলে মনে করা ব্যক্তির নাগরিকত্ব যাচাই দ্রুত শেষ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। কারণ সেই যাচাই সম্পন্ন না হওয়ায় তাদের প্রত্যাবর্তন আটকে আছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, সরকারের টানা প্রচেষ্টার ফলে ২০১৪ সাল থেকে পাকিস্তান থেকে ২,৬৬১ জন ভারতীয় মৎস্যজীবী এবং ৭১ জন বেসামরিক বন্দিকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এর মধ্যে ২০২৩ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত ফেরানো হয়েছে ৫০০ জন ভারতীয় মৎস্যজীবী এবং ১৩ জন বেসামরিক বন্দিকে।

কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, বিদেশে আটক ভারতীয় বন্দিদের নিরাপত্তা, কল্যাণ এবং সুরক্ষা সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। কোনো ভারতীয় নাগরিক পাকিস্তানে আটকের খবর পেলেই ভারতীয় মিশন অবিলম্বে কনস্যুলার অ্যাক্সেস চেয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই কনস্যুলার অ্যাক্সেসের মাধ্যমে ভারতীয় হাই কমিশনের কর্মকর্তারা বন্দিদের সঙ্গে দেখা করে তাদের স্বাস্থ্যের খোঁজ নেন এবং প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিস সরবরাহ করেন। আইনি সহায়তাসহ অন্যান্য সাহায্যও প্রদান করা হয়। এই প্রক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে ভারতীয় বন্দিদের অধিকতর নিরাপত্তা ও দ্রুত মুক্তি নিশ্চিত করাই সরকারের লক্ষ্য বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রক স্পষ্ট করেছে।

অরুণাচলের নাহারলাগুন থেকে মাদক কারবারি গ্রেপ্তার, ১৫ ভায়াল হেরোইন উদ্ধার

নাহারলাগুন, ১ জুলাই : অরুণাচলের নাহারলাগুন থেকে বিপুল পরিমাণ সন্দেহজনক হেরোইনসহ এক মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সোমবার, ৩০ জুন, বিকেল ৩টা নাগাদ নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয়।

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, ইন্সপেক্টর কৃষ্ণেন্দু দেবের নেতৃত্বে এবং এসআই নিরী রামা, কনস্টেবল সানু টি রাজ, লিখা আকিন এবং লেডি হেড কনস্টেবল নিমে তাবা-সহ একটি পুলিশ দল নাহারলাগুন-এর ড্যামসাইটে একটি সুনির্দিষ্ট অভিযান পরিচালনা করে। এসডিপিও ঋষি লংডো (এপিপিএস)-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে এই অভিযান চালানো হয়।

অভিযানের সময়, পাপুম্পারে জেলার রাকাপ গ্রামের বাসিন্দা ২৩ বছর বয়সী তেচি লালা-কে সন্দেহজনক মাদকদ্রব্য সেবনরত অবস্থায় পাওয়া যায়। এনডিপিএস আইনের ৫০ ধারা অনুযায়ী এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী খোদা বাথের উপস্থিতিতে ব্যক্তিগত তল্লাশি চালিয়ে একটি ব্যবহৃত সিরিঞ্জ, একটি খালি ভায়াল এবং একটি আধা-ব্যবহৃত প্লাস্টিকের ভায়ালে সন্দেহজনক হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

অভিযুক্তের ব্যবহৃত স্কুটি তল্লাশি করে সিটের নিচ থেকে ১৫টি প্লাস্টিকের ভায়ালে লুকানো সন্দেহজনক হেরোইন পাওয়া যায়। উদ্ধারকৃত মোট মাদকের ওজন ১৮.৮ গ্রাম পরিমাপ করা হয়েছে।

নাহারলাগুন থানায় এনডিপিএস আইনের ২১(বি), ২৭, এবং ২৯ ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং অভিযুক্তকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

পুলিশ সুপার ডঃ নিয়েলাম নেগা পুলিশ দলের দ্রুত পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন এবং মাদক-সংক্রান্ত অপরাধের বিরুদ্ধে বিভাগের জিরো টলারেন্স নীতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তিনি নাগরিকদের সহযোগিতা করতে এবং সমাজ থেকে মাদকের বিপদ দূর করতে তথ্য শেয়ার করার আহ্বান জানিয়েছেন।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-08/ EE/RD/DMN/DIV/2025-26 Dt.23/06/2025

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Dharmanagar Division, Dharmanagar, North Tripura invites percentage rate e-tender on two bid system from the eligible bidders up to 11.00 A.M. of 14/07/2025 for 08(Eight) nos works/ Supply. For details visit website https:// tripuratenders.gov.in/ eprocure.gov.in and may contact at phone no. 9862984064 (M)/ email id- eerddmndiv@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C/1299/25

Executive Engineer RD Dharmanagar Division

মহারাষ্ট্রে এ-বছর জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে ৭৬৭ কৃষকের আত্মহত্যা রাজ্য পরিষদে জানালেন মন্ত্রী

মুম্বই, ১ জুলাই : চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসের মধ্যে রাজ্যে মোট ৭৬৭ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। মঙ্গলবার রাজ্য পরিষদে এ-কথা জানিয়েছেন মহারাষ্ট্রের পুনর্বাসন ও ত্রাণমন্ত্রী মকরন্দ যাধব পাটিল। তাঁর দাবি, এই ৭৬৭টি আত্মহত্যার ঘটনার মধ্যে ৩৭৩টি ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্যের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে, ২০০টি অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে এবং বাকি ১৯৪টি মামলার তদন্ত চলছে।

তিনি জানান, ৩৭৩টি উপযুক্ত মামলার মধ্যে ৩২৭টি মামলায় মৃত কৃষকদের উত্তরাধিকারীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং বাকি মামলাগুলিতে ক্ষতিপূরণের প্রক্রিয়া চলছে। মন্ত্রী জানান, সমস্ত বিভাগীয় কমিশনারদের তদন্তাধীন মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, ২০০৬ সালের ২৩ জানুয়ারি সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কৃষক আত্মহত্যার ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্র সরকার ১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়। তবে বর্তমানে এই পরিমাণ বাড়ানোর কোনো পরিকল্পনা নেই।

এদিন কৃষক আত্মহত্যার জেলা ভিত্তিক পরিসংখ্যান তুলে ধরে মন্ত্রী জানান, পশ্চিম বিদর্ভের ইয়াবতমাল, অমরাবতী, আকোলা, বুলধানা ও ওয়াশিম জেলায় এ-বছর জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে মোট ২৫৭টি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ৭৬টি উপযুক্ত, ৭৪টি অযোগ্য এবং ১০৭টি মামলার তদন্ত চলছে। উপযুক্ত ৭৬টির মধ্যে ৭১টি মামলায় ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে।

মারাঠওয়াড়ার হিংগোলি জেলায় জানুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে ২৪ জন কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনা সামনে এসেছে। এর মধ্যে ১৩টি উপযুক্ত, ৫টি অযোগ্য এবং ৬টি মামলার তদন্ত চলছে। সরকার ইতিমধ্যে ১৩টি মামলায় ক্ষতিপূরণ প্রদান করেছে।

মন্ত্রী যাধব-পাটিল বলেন, কৃষক আত্মহত্যা রোধে একাধিক দপ্তর বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলের ক্ষতি হলে ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে। কৃষকদের বছরে ১২,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়, যার মধ্যে ৬,০০০ টাকা প্রধানমন্ত্রীর কিষাণ সম্মান নিধি ও ৬,০০০ টাকা শেতকরি মহাসম্মান তহবিল থেকে আসে। তিনি আরও জানান, কৃষি পণ্যে ন্যায্য মূল্য, সেচ বৃদ্ধির উদ্যোগ ও কাউন্সেলিং সেন্টার চালুর মাধ্যমে আত্মহত্যা রোধে কাজ করা হচ্ছে। আত্মহত্যাকারী কৃষকদের বিধবাদের জন্যও সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে সুবিধা প্রদান করে থাকে।

মণিপুরে দিনের আলোয় অতর্কিত হামলায় ৪ জন নিহত: জড়িতদের ধরতে নিরাপত্তা বাহিনীর চিরুনি অভিযান

চুরাচাঁদপুর, ১ জুলাই : মণিপুরের চুরাচাঁদপুর জেলায় কে মংজাং গ্রামের কাছে রবিবার বিকেলে দিনের আলোয় অতর্কিত হামলায় চারজন নিহত হওয়ার ঘটনায় জড়িতদের ধরতে নিরাপত্তা বাহিনী ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে।

প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঘটনাটি দুপুর ১টা নাগাদ ঘটে যখন একটি হুন্ডাই ক্রেটা গাড়ি তীব্র গুলির মুখে পড়ে। গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া গাড়ির ভেতরে তিন পুরুষকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। চতুর্থ শিকার, একজন মহিলাকে, হামলার ঘটনাস্থলের কাছে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। চারটি মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চুরাচাঁদপুর জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

নিহতদের পরিচয় প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁরা হলেন: ফালহিং (৭২), যিনি কোয়েটে গ্রামের বাসিন্দা; তেনখোথাং ওরফে থাপি (৪৮), মাটেজাং-এর বাসিন্দা; শেইখোগিন (৩৫), যাঁর বাড়ি তেইসেং-এ; এবং লেংগৌহাও (৩৫), যিনি চেংকন গ্রামের বাসিন্দা।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, গাড়িটি একটি লক্ষ্যবস্তু হামলা বা অ্যাম্বুশের শিকার হয়েছিল। চুরাচাঁদপুর থানায় একটি ফার্স ইনফরমেশন রিপোর্ট নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং আরও তদন্ত চলছে।

এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায়, নিরাপত্তা বাহিনী দায়ী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করতে এবং গ্রেপ্তার করতে জোরদার চিরুনি অভিযান শুরু করেছে। কর্তৃপক্ষ সম্ভাব্য সহিংসতা প্রতিরোধে এলাকায় সতর্কতামূলক নিরাপত্তা প্রোটোকলও কার্যকর করেছে।

পুলিশ কর্মকর্তারা জনসাধারণের প্রতি শান্ত থাকার এবং যেকোনো সন্দেহজনক কার্যকলাপের খবর জানানোর আহ্বান জানিয়েছেন, কারণ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে এবং নিহতদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে প্রচেষ্টা তীব্র করা হয়েছে।

মণিপুরে নিষিদ্ধ জঙ্গিগোষ্ঠীর দুই সক্রিয় সদস্য গ্রেফতার: চাঁদাবাজি ও অবৈধ সালিশি কার্যক্রমে জড়িত থাকার অভিযোগ

ইমফল, ১ জুলাই : মণিপুরে নিরাপত্তা বাহিনী পরপর দুটি পৃথক অভিযানে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন কেসিপি ও ইউএনএফ(পি)-এর দুই সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে। ২৯ জুন, থোউবল জেলার লেইরংথেল পিত্রা এলাকায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে যৌথ বাহিনীর অভিযানে গ্রেফতার করা হয় কেসিপি (পিডব্লিউ)-এর সদস্য মুতুম দিনেশ সিংহ (৩৮)-কে। ইম্ফল ইস্ট জেলার ইয়াইরিপোক নুংব্রাং মাখা লেইকাইয়ের বাসিন্দা দিনেশের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, অপহরণ এবং নতুন সদস্য নিয়োগের অভিযোগ রয়েছে। তার কাছ থেকে দুটি মোবাইল ফোন, তিনটি এটিএম কার্ড, পরিচয়পত্র (প্যান, আধার ও ড্রাইভিং লাইসেন্স) এবং ৪৫০ নগদ উদ্ধার করা হয়েছে।

দাবিহীন পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই

Ref. M.G.Bazar TOP G.D Entry No.16, dated 28.06.2025

পাশের ছবিটি দাবিহীন পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ, সঞ্জয় সরকার, বয়স ৪৫ বছর, পিতা মৃত নিশিকান্ত সরকার, সাং চেলিখলা, পালপাড়া, পোস্ট অফিস - গজারিয়া, থানা- বিশালগড়, সিপাহী জেলা, ত্রিপুরা। গত ২৬/০৬/২০২৫ ইং সকাল ১১:৪৬ মিনিটে অসুস্থ অবস্থায় (বুকে ব্যথা) নিয়ে জিপিপি হসপিটালে ভর্তি হয় এবং চিকিৎসা চলাকালীন অবস্থায় গত ২৮/০৬/২০২৫ ইং রাত্রি ১২:১৫ মিনিটে মারা যায়। বর্তমানে মৃতদেহটি আগরতলা জিবিপি হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে সনাক্তকরন করার জন্য, আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয়- স্বজন মৃতদেহের দাবী করেনি।

উপরে উল্লেখিত মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকলে বা আত্মীয়-স্বজন থাকলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১-২৩২৩৫৮৬
২) সিটি কন্টোল- ৬০৩৩২৩৭৫১৪ / ১০০
৩) জিবি টিওপি-০৩৮১-২৩৫৫০৯৫

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA/D-509/25

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা উত্তর ত্রিপুরা জেলা অন্তর্গত পানিসাগর আর ডি ব্লকের অধীনে PMAY (G) প্রকল্পের Aawaas Plus ২০২৪ ২.০ তালিকাভুক্ত নিম্নলিখিত Self Survey বেনিফিসারীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত প্রকল্পের অধীনে Self Survey করেছেন, কিন্তু Self Survey Corroboration করার জন্য Surveyor আপনাদের সাথে কোনো ভাবে যোগাযোগ করতে সমর্থ হন নাই, তাই আপনাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, ০২/০৭/২০১৫ ইং তারিখ বিকাল ০৩.০০ ঘটিকার মধ্যে পানিসাগর ব্লকের PMAY (G) সেকশন অথবা পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায় ঙ্খন্দ্রথ্থন ঞ্চনন্ত ২০২৪ ২.০ তালিকা থেকে আপনাদের নাম বাতিল করা হইতে পারে।

Aawaas Plus ২০২৪ ২.০ অনুযায়ী আপনাদের নাম ও অন্যান্য তথ্য যেভাবে তালিকা ভুক্ত আছে তা নিম্নে দেওয়া হইল :-

Sl No.	GP/VCs	ID No.	Beneficiary Name	Father/Husband Name
1	Ramnagar	170998792	Amal Chakraborty	Indramohan Chakraborty
2	Bilthai	168426068	Uma Sarkar	Arup Sarkar
3	Uttar Deocherra	168814942	Reba Mahishya Das	Sukhan Das
4	Jalabasa	170517135	Supriya Nath	Kripesh Nath

ICA/D-505/25

নিবেদক
স্বাঃঅস্পষ্ট সমষ্ঠিউন্নয়ন
আধিকারিক পানিসাগর
আর.ডি.ব্লক, উত্তরত্রিপুরা

NOTICE INVITING e-TENDER
PNIe-T No:- 43/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26
Dated: 26/06/2025

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system tender(s) from Manufacturer CEASEFIRE/ KANEX/ Minimax/ Newage or their Authorized Dealer or Distributor having experience in similar nature of Fire Fighting System works in Government/ Government Undertaking Buildings for the following work:-

SL. NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID
1	Providing, fitting fixing & installation of fire fighting system at hon'able Chief Minister's Bungalow , Dr.S.P Mukherjee Lane, Agartala during the year 2025-26 DNIeT No: 34/EE/DNIeT/MECH.DIVN/ AGT/2025-26.	Rs 1,72,616.00	Rs 3,452.00	60 (Sixty) days.	Up to 3:00 P.M. on 10/07/2025	At 3:30 P.M. on 10/07/2025

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C/1244/25

Executive Engineer
Mechanical Division, PWD Agartala

Administrative cum Health Beneficiary Saturation Camps under the Dharti Aaba Janbhagidari Abhiyan, Tulashikhar RD Block

Administrative cum Health Beneficiary Saturation Camps being organized under the Dharti Aaba Janbhagidari Abhiyan, an initiative by the Government of India. These camps aim to ensure last-mile delivery of essential government schemes and services to the tribal population in the Tulashikhar RD Block, Tripura. The camps are being held at various Village Committee (VC) locations within the jurisdiction of Tulashikhar RD Block, Khowai District Tripura focusing on achieving 100% saturation of welfare entitlements, including housing under Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin (PMAY-G), health insurance through Ayushman Bharat, Domicile certificates and other schemes tailored for tribal communities. Additionally, health camps are being organized to provide free consultations, screenings, and awareness about preventive healthcare, including sickle cell disease and water-borne illnesses.

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

পানের পাতা একটি প্রাকৃতিক হজমি

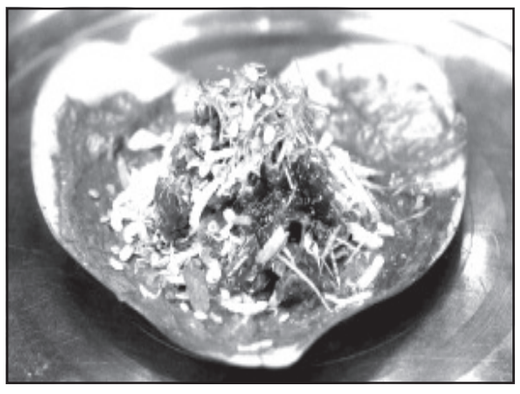

ভারতীয় উপমহাদেশে বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভূরিভোজের পর পান খাওয়ার চল রয়েছে। পানের পাতা, চুন, সুপারি, সঙ্গে কখনও বা একটু আধটু লবঙ্গ বা এলাচকে বলে, এ শুধু রসনাতৃপ্তির বিষয়? আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান কিন্তু সাফ জানাচ্ছে, রাতের খাবারের পর পান খাওয়ার বেশ কিছু স্বাস্থ্যকর দিকও রয়েছে। তবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, পান বলতে কিন্তু জর্দা এবং তামাকবিহীন সাধারণ পানের কথাই বলা হচ্ছে।

১. হজমে সহায়তা করে

পানের পাতা একটি প্রাকৃতিক হজমি। এতে থাকা ইউজেনল ও ফেনলিক যৌগের পাকস্থলীর অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। ফলে গ্যাস, অম্বল বা পেট ফাঁপার মতো সমস্যা থেকে অনেকটাই স্বস্তি মেলে। খাবারের পর একখিলি পান মুখে দিলে লালারস ক্ষরণ বাড়ে, যা হজম প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করে তোলে। ২. মুখের দুর্গন্ধ ও জীবাণু নাশ করে পানের পাতায় রয়েছে প্রাকৃতিক অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান, যা মুখগহ্বরে জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে। এর সঙ্গে লবঙ্গ বা এলাচ যুক্ত হলে তা মুখের দুর্গন্ধ দূর করে আনে সতেজ শ্বাস। ফলে রাতের খাবারের পর পান কেবল রসনার ইতি টানে না, মুখের সার্বিক পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতেও সাহায্য করে। ৩. শরীর ও মন শান্ত করে রাতের খাওয়ার পর সুগন্ধি মশলা-সহ পান খেলে মস্তিষ্কে ডোপামিনের মতো নিউরোট্রান্সমিটারের নিঃসরণ বাড়ে, যা শরীরকে শান্ত করে এবং মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। অনেক আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞের মতে, এর ফলে রাতে ঘুমও গভীর হয়। তবে অবশ্যই পান খেলেও পরিমিতিবোধ থাকা জরুরি। অতিরিক্ত পান খেলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

দারচিনি জলে ফুটিয়ে খেলে গ্লুকোজ বিপাক উন্নত হয় রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে

গত কয়েক দশকে হু হু করে বেড়েছে ডায়াবেটিসে আক্রান্তের সংখ্যা। এক সময় মনে করা হত ডায়াবেটিস বয়স্কদের রোগ। কিন্তু বর্তমানে ৩০ পেরতে না পেরতেই ভোগাচ্ছে ব্লাড সুগার। এই রোগটি তখনই হানা দেয় যখন আমাদের শরীর কম ইনসুলিন তৈরি করতে শুরু করে অথবা সেই ইনসুলিন কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারে না। ফলে রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায় এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে। সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ মাফিক ওষুধের সঙ্গে আরও কয়েকটি খাবারের উপর ভরসা রাখতে পারেন। নিয়মিত সকালে খালি পেটে সেই সব খাবার খেলেই ব্লাড সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন।

মেথিঃ মেথির বীজে ফাইবার এবং অ্যান্টি-ডায়াবেটিক উপাদান থাকে। এটি ইনসুলিনের কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করে। এক চা চামচ মেথির বীজ সারারাত ভিজিয়ে রেখে সকালে সেই জল পান করলে রক্তে শর্করার মাত্রা কমে এবং ইনসুলিন সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। মেথিতে থাকা দ্রবণীয় ফাইবার গ্লুকোজ শোষণের গতি কমিয়ে দেয়।

আমলকি আমলকিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং পলিফেনল থাকে, যা অক্সিডেটিভ স্ট্রেস এবং প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। সকালে টাটকা আমলকি বা আমলকির রস খেলে গ্লুকোজ বিপাক ভাল হয়। আমলকির রসের চেয়ে গোটা আমলকি খেলে শরীরে বেশি ফাইবার যাবে।

হলুদঃ হলুদের মধ্যে থাকা কারকিউমিন উপাদান ইনসুলিন 'রেজিস্ট্যান্স' কমাতে সহায়তা করে। এটি প্রদাহ কমায় ও রক্তে চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। সকালে হালকা গরম জলে এক চিমটে হলুদ মিশিয়ে খেলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে। হলুদের কারকিউমিন যৌগ গোলমরিচের সঙ্গে খেলে স্বাস্থ্যগুণ আরও বেড়ে যায়। এটি প্রদাহ এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করতে পারে।

ফ্ল্যাক্স সিডঃ ফ্ল্যাক্স সিড ফাইবার, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড এবং লিগনান সমৃদ্ধ যা কার্বোহাইড্রেট শোষণকে কমায়। খাওয়ার পর গ্লুকোজের বৃদ্ধি কমাতে সাহায্য করে এবং শরীরে ইনসুলিনের কার্যকারিতা ঠিক রাখে। শুকনো বা ভিজিয়ে রাখা ফ্ল্যাক্স সিডের পরিবর্তে পিষে রাখা তিসির বীজ খেতে পারেন।

ভেজানো আমন্ডঃ সকালে ৪-৬টি ভেজানো বাদাম খেলে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, প্রোটিন এবং ম্যাগনেশিয়াম পাওয়া যায়, যা রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে করে। ইনসুলিনের কার্যকারিতা এবং গ্লুকোজ বিপাকের জন্য ম্যাগনেশিয়াম অপরিহার্য। অন্যদিকে, স্বাস্থ্যকর ফ্যাট খাওয়ার পর গ্লুকোজের বৃদ্ধি রোধ করতে সাহায্য করে।

দারচিনিঃ দারচিনিতে থাকা অ্যান্টি-ডায়াবেটিক উপাদান ইনসুলিন সংবেদনশীলতা বাড়াতে কার্যকর। দারচিনির একটি ছোট টুকরো জলে ফুটিয়ে খেলে গ্লুকোজ বিপাক উন্নত হয় এবং রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে।

কালো আঙুর শরীরের জন্য ভালো

দেখতে গাঢ় বেগুনি, ভিতরটা রসে টইটম্বুর। সঙ্গে স্বাদে টক-মিষ্টির অপূর্ব মিশেল। গাঢ় বাদামি রঙের এই আঙুরকে আমরা চলতি ভাষায় কালো আঙুর বলি বটে কিন্তু এর ভাল নাম কনকর্ড। মূলত আমেরিকা মহাদেশের ফল হলেও, এখন ভারতের বাজারে ধীরে ধীরে জায়গা করে নিচ্ছে এই বিশেষ জাতের আঙুর। আধুনিক পুষ্টিবিজ্ঞান বলছে, কনকর্ড আঙুর শরীরের নানা রোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

১. হৃদযন্ত্রের রক্ষাকবচ

কনকর্ড আঙুরে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে পলিফেনল ও রেসভেরাট্রল, এই উপাদান দু'টি রক্তনালির স্থিতিস্থাপকতা বাড়াতে সাহায্য করে এবং খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়। নিয়মিত এই আঙুর খেলে হৃদরোগের ঝুঁকি অনেকটাই কমে বলে মত গবেষকদের। ২. রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এই আঙুরে থাকা অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট ও ভিটামিন সি শরীরের ইমিউন সিস্টেমকে মজবুত করে। পাশাপাশি এই আঙুর দেহে ক্ষারের মাত্রা বাড়ায়, ফলে অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য বজায় থাকে। এতে ফ্রি র‍্যাডিকেলের ক্ষতি থেকে শরীর রক্ষা পায় এবং ক্যানসারের ঝুঁকি কমে। ৩. চোখ ও মস্তিষ্কের জন্য উপকারী কনকর্ড আঙুরে থাকা অ্যান্থোসায়ানিন চোখের দৃষ্টিশক্তি ধরে রাখতে সাহায্য করে এবং বয়সজনিত অসুস্থতা ঠেকাতে পারে। একইসঙ্গে এই ফল মস্তিষ্কের নিউরোনকে সক্রিয় রাখে, ফলে স্মৃতিশক্তি ও মনোসংযোগ ভাল থাকে বলে মত চিকিৎসকদের।

ডেঙ্গি থেকে সুস্থ হতে গেলে কী-কী খাওয়া দরকার?

দিন দিন বেড়েই চলেছে ডেঙ্গির প্রকোপ। ১ দিনের বেশি জ্বর থাকলেই ডাক্তারা ডেঙ্গি পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। প্লেটলেট কাউন্ট বা বা অনুচক্রিকার সংখ্যা স্বাভাবিক থাকলে খুব বেশি ভয় থাকে না। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডেঙ্গি হলে জ্বরের যঙ্গে মারাত্মক মাথার যন্ত্রণা, গা-হাত-পায়ে যন্ত্রণা দেখা দেয়। এমনকী পেটের গন্ডগোলও শুরু হয়। তাই ডেঙ্গি হলে শরীর মারাত্মক কাহিল হয়ে পড়ে। ডেঙ্গি হলে শুধু যে ওষুধের উপর ভরষা করে থাকবেন, তা নয়। আপনাকে পুষ্টির উপরও নজর দিতে হবে। এই যময় আপনার ডায়েট কেমন হবে, রইল টিপস।

হাইড্রেটেড থাকুন: জ্বর ছাড়তে শুরু করলে ঘাম হয়। তাছাড়া ডেঙ্গি হলে বমি, পায়খানাও হতে থাকে। এতে শরীর জলশূন্য হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাসবচেয়ে বেশি। তাই এযময় প্রচুর পরিমাণে জল পান করা দরকার। এছাড়া আপনি ডাবের জল পান করতে পারেন।

পুষ্টিকর খাবার খান: ডায়েটে ভিটামিন, মিনারেল ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার রাখুন। এমন খাবার রাখুন যাতে আপনার দেহে যমস্ত পুষ্টির ঘাটতি পূরণ হয়ে যায়। আপনার শরীরে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা গড়ে তোলে। তাজা ফল ও যবজি রাখুন। ডেঙ্গির ডায়েটে ভিটামিন সি ও ভিটামিন কে সমৃদ্ধ খাবার রাখা জরুরি। লেবু জাতীয় ফল, স্ট্রবেরি, ব্রকোলি, বেলপেপার, পালং শাকের মতো খাবার রাখতে পারেন।

প্রোটিন রাখুন: ডেঙ্গি থেকে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে হলে প্রোটিন যমৃদ্ধ খাবার ডায়েটে রাখতেই হবে। মুরগির মাংস, মাছ, ডিম, ডাল ইত্যাদি রাখুন। প্রোটিন-যমৃদ্ধ খাবারগুলি অ্যামিনো অ্যাসিড সরবরাহ করে, যা ইমিউনিটি বাড়াতে এবং রক্ত কোষের উৎপাদন বৃদ্ধি সাহায্য করে। পাশাপাশি আপনি শরীরে এনার্জি ফিরে পাবেন।

আয়রন সমৃদ্ধ খাবার: ডেঙ্গি হলে যে কোনও সময় আপনার প্লেটলেট কাউন্ট কমে যেতে পারে। তাই এই যময় আয়রন যমৃদ্ধ খাবার খাওয়া জরুরি। এর জন্য আপনি খাসির মাংস, মুরগির মাংস, ডাল, কড়াই, পালং শাক, বেদানা ইত্যাদি খেতে পারেন। এই ধরনের খাবারগুলো সামগ্রিক স্বাস্থ্য উন্নত করতেও সাহায্য করবে।

ভূমিকম্পের আগাম বার্তা পাবেন যেভাবে

প্রতিদিনই সারা বিশ্বে বিভিন্ন স্থানে নানা মাত্রায় ভূমিকম্প হয়ে থাকে। তবে ভূমিকম্পের নির্ভুল সতর্কবার্তা আগাম পাওয়া যায় না। ভূপৃষ্ঠের কম্পন পর্যালোচনা করে ভূমিকম্প হওয়ার সময় সতর্কবার্তা পাঠিয়ে থাকে গুগলের আর্থকোয়েক অ্যালার্ট সিস্টেমসহ বেশ কয়েকটি অ্যাপ। এই সুবিধা বিভিন্ন দেশের ব্যবহারকারীরা পেয়ে থাকেন। গুগলের আর্থকোয়েক অ্যালার্ট সিস্টেম : গুগলের এই সুবিধা পেতে তেমন কোন ঝালেমাও পোহাতে হবে না। আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোনের ভূমিকম্প সতর্কতা বা আর্থকোয়েক অ্যালার্ট ফিচারটি চালু করে নিলেই হয়ে যাবে। এর জন্য টাকাও খরচ করতে হবে না। ভূমিকম্পের সময় স্থানীয় অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের সতর্ক করতে ২০২০ সালে আর্থকোয়েক অ্যালার্ট সিস্টেম চালু করে গুগল। আর্থকোয়েক অ্যালার্ট সিস্টেম মূলত ভূপৃষ্ঠের কম্পন পর্যালোচনা করে ভূমিকম্পের সতর্কবার্তা পাঠায়। ভূমিকম্পের উৎস ও মাত্রা সম্পর্কে জানানোর পাশাপাশি নিরাপদ থাকার পরামর্শও দিয়ে থাকে। আর্থকোয়েক অ্যালার্ট সিস্টেম কাজে লাগিয়ে চাইলে ভূমিকম্পের বিস্তারিত তথ্যও জানা সম্ভব। ভূমিকম্প সতর্কতা চালুর জন্য প্রথমে স্মার্টফোনের সেটিংসে প্রবেশ করে 'সেফটি অ্যান্ড ইমার্জেন্সি' অপশন থেকে 'আর্থকোয়েক অ্যালার্টস' নির্বাচন করতে হবে। এরপর পরবর্তী পৃষ্ঠা থেকে আর্থকোয়েক অ্যালার্টস টগলটি চালু করতে হবে।

যেভাবে ভূমিকম্প অ্যালার্ট ফিচার চালু করবেন: আপনার ফোনে এই অ্যালার্টটি এরইমধ্যে চালু আছে কিনা তা দেখার জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন- যদি অফ থাকে তাহলে অন করে দিন। অ্যালার্ট সিস্টেমটি চালু হলে ফোনে ভূমিকম্পের আপডেট আসতে থাকবে। আর যদি আপনি এই নোটিফিকেশন না চান তাহলে ফিচারটি অফ করেও রাখতে পারেন।

মাই আর্থকোয়েক : মাই আর্থকোয়েক অ্যালার্টস একটি ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ অ্যাপ। এই অ্যাপের মাধ্যমে ভূমিকম্প সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্য জানা যায়। বিশ্বজুড়ে ভূমিকম্প শনাক্ত করতে সক্ষম অ্যাপটি এই ঠিকানা থেকে নামিয়ে বিনা মূল্যে ব্যবহার করা যাবে।

আর্থকোয়েক নেটওয়ার্ক : ভূমিকম্পের সতর্কবার্তা জানাতে সক্ষম আরেকটি অ্যাপ হচ্ছে আর্থকোয়েক নেটওয়ার্ক। ভূপৃষ্ঠের কম্পন পর্যালোচনা করে ভূমিকম্পের আগাম সতর্ক দেওয়ার দাবি করলেও এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অ্যাপটি মূলত ভূমিকম্পের কেন্দ্রের তথ্য বিশ্লেষণ করে আশপাশের এলাকায় বসবাসকারীদের সতর্ক বার্তা পাঠিয়ে থাকে। এই ঠিকানা থেকে নামিয়ে ব্যবহার করা যাবে অ্যাপটি।

একবার ফোন চার্জ দিতে কত টাকা খরচ হয় আপনার?

অনেকেই মনে ঘুরপাক খায় একটা প্রশ্ন। প্রতিদিন স্মার্টফোন চার্জ করলে কি বিদ্যুতের বিল বাড়ে? উত্তর হল না। ফোন চার্জ করতে খুব কম পরিমাণে বিদ্যুৎ খরচ হয়। আচ্ছা মোবাইলে চার্জ দিতে আপনার মোট কত টাকা খরচ হয় জানেন? এই প্রতিবেদনে রইল হিসাব। সাধারণত একটি ফোন চার্জারের শক্তি ৫ থেকে ২০ ওয়াটের মধ্যে হয়। একটি সাধারণ চার্জার প্রায় ৫ ওয়াটের হয়। দ্রুত চার্জারগুলি ১৮-২০ ওয়াট বা তার বেশি হতে পারে। ফোনটি সম্পূর্ণ চার্জ হতে প্রায় ১ থেকে ২ ঘন্টা সময় লাগে। এটি ফোন মডেল এবং চার্জারের উপর নির্ভর করে। একবার চার্জ করতে কত বিদ্যুৎ খরচ হয়? ধরুন আপনি ১০ ওয়াটের চার্জার দিয়ে ২ ঘন্টায় ফোনটি চার্জ করেন। তাহলে বিদ্যুৎ খরচ গু ১০ ওয়াট × ২ ঘন্টা = ২০ ওয়াট (ওয়াট-ঘন্টা) = ০.০২ ইউনিট। এর মানে হল ফোনটি একবার চার্জ করতে মাত্র ০.০২ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়। প্রতিদিন একবার ফোন চার্জ দিলে ০.০২ ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হয়। সুতরাং বছরে খরচ হয় ০.০২ × ৩৬৫ = বার্ষিক প্রায় ৭ থেকে ১০ ইউনিট বিদ্যুৎ। যদি বিদ্যুতের হার প্রতি ইউনিট ১০ টাকা হয়, তাহলে বছরে চার্জিং খরচ ১০০ টাকা পর্যন্ত হবে। তবে, এই খরচ ইউনিট খরচের উপর নির্ভর করে। আপনার রাজ্যের বর্তমান প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের হারের উপর ভিত্তি করে একটি ফোন চার্জ করতে কত খরচ হবে তা অনুমান করতে পারেন। মনে রাখবেন, আপনার ফোন যখন চার্জে থাকে কিন্তু চার্জারটি প্লাগ ইন থাকে, তখনও কিছু বিদ্যুৎ খরচ হয়। আপনার বিদ্যুৎ বিল যাতে না বাড়ে, তার জন্য ফোন চার্জ করার পর চার্জারটি খুলে রাখুন। পুরনো চার্জারের পরিবর্তে নতুন এবং আরও দক্ষ চার্জার ব্যবহার করুন।

তীব্র গরমে কী ভাবে ভাল থাকবে আপনার গাড়ি?

তীব্র গরমের চোটে একটু বেলা বাড়লেই বাড়ি থেকে বেরোনো যেন কঠিন হয়ে পড়ে। আপনার মতোই এই গরমে কিন্তু কষ্ট পেতে হয় আপনার গাড়িকেও। গরমকালে গাড়িতে আগুন ধরার ঘটনাও বেড়ে যায় প্রায় কয়েকগুণ। তাই গাড়ি ভাল রাখতে হলে প্রয়োজন সঠিক যত্ন। গ্রীষ্মকালে কী ভাবে গাড়িকে ভাল রাখবেন? রইল সেই টিপস। ১। গ্রীষ্মকালে গাড়ির ইঞ্জিন অতিরিক্ত গরম হয়। বাইরের তাপ এবং ইঞ্জিনের নিজস্ব তাপ সবটাই থাকে। তাই কুল্যান্ট গুরুত্বপূর্ণ। কুল্যান্ট ইঞ্জিনকে ঠান্ডা রাখে এবং অতিরিক্ত গরম হওয়া রোধ করে। প্রতি দুই সপ্তাহে কুল্যান্টের মাত্রা পরীক্ষা করুন। যদি লেভেল কম থাকে, তাহলে গাড়ির ম্যানুয়াল অনুসারে উপযুক্ত কুল্যান্ট যোগ করুন। সস্তা কুল্যান্ট ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি ইঞ্জিনের ক্ষতি করতে পারে। এছাড়াও, যদি গাড়ি তিন বছরের বেশি পুরনো হয়, তাহলে রেডিয়েটর সার্ভিস করানো প্রয়োজন। ২। রেডিয়েটর গাড়ির ইঞ্জিন ঠান্ডা রাখার জন্য বাতাস সঞ্চালন করে। কিন্তু, ধুলোবালি, নোংরা ঢুকে রেডিয়েটর ফ্যানের মধ্যে আটকে যায়। যা বায়ুপ্রবাহ হ্রাস করে এবং ইঞ্জিনকে উত্তপ্ত করে তোলে। রেডিয়েটর ফ্যানের উপর ধুলো জমলে নরম ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করুন। পরিষ্কার রেডিয়েটর প্রচণ্ড গরমেও আপনার গাড়িকে আরও ভালোভাবে কাজ করতে সাহায্য করে। ৩। রোদে গাড়ি পার্ক করলে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই গরম হতে শুরু করে। ভেতরের পরিবেশও অসহনীয় হয়ে ওঠে। ইঞ্জিনেও চাপ পড়ে। যখনই সম্ভব গাড়িটি গাছের নিচে, গ্যারেজে অথবা ছায়ায় পার্ক করুন। যদি কোনও ছায়া না থাকে, তাহলে গাড়িতে বডি কভার ব্যবহার করুন। এই কভারটি গাড়ির রঙ এবং অভ্যন্তরকে সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মি থেকে রক্ষা করে। এছাড়াও, পার্কিং করার সময় গাড়ির জানলা হাফ ইঞ্চি খোলা রাখুন। এতে বাতাস চলাচল করবে এবং ভিতরের তাপ কমবে। ৪। গ্রীষ্মে গাড়ির এয়ার কন্ডিশনার (এসি) আপনার সঙ্গী। কিন্তু ক্রমাগত ব্যবহার এর উপর চাপ সৃষ্টি করে। এসির ফিল্টারে ধুলো জমলে, বায়ুপ্রবাহ কমে যায়। ঠান্ডা কম হয়। এসি সার্ভিসিং করান। রেফ্রিজারেন্ট লেভেল, কম্প্রেসার এবং বেল্ট পরীক্ষা করুন।

ধীরে ধীরে খেলে ওজন কমে?

'আস্তে আস্তে খাও!', 'মন দিয়ে খাও', 'খাওয়ার মাঝে কথা বলতে হয় না' — এই কথাগুলো আমরা অনেকেই ছোটবেলায় খাওয়ার সময় শুনেছি। যারা এই কথাগুলো বলতেন তারা যে ঠিকই বলতেন সেটা এখন বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

মনোযোগ দিয়ে খাওয়া, ধীরে ধীরে চিবানো মস্তিষ্ক এবং পেটের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে।

খাদ্য ও পুষ্টি বিশেষজ্ঞ লেসলি হেইনবার্গ, দ্রুত খাওয়া ও ধীর গতিতে খাওয়ার স্বাস্থ্যগত দিক দিয়ে দীর্ঘ সময় গবেষণা করেছেন।

সেখান থেকে তিনি জানতে পেরেছেন শুধু সময় নিলে খেলে অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা পাওয়া সম্ভব। আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান বিধ্বস্ত কোনো কিছু খাওয়ার পরে আমাদের পেট ভরেছে কিনা আমাদের পাকস্থলী মস্তিষ্কে সেই সিগনাল পাঠাতে ২০ মিনিট সময় নেয়।

এর মানে দ্রুত খাওয়া বলতে বোঝায় কেউ যদি খাবার খেতে ২০ মিনিটের কম সময় নেয়।

বেশি সময় ধরে খেলে, অর্থাৎ ২০ মিনিট বা তার বেশি সময় নিলে খাবার ভালো হজম হয়, পেট বেশিক্ষণ ভরা থাকে, এটা ওটা খাওয়ার প্রবণতা কমে যায় এ কারণে সঠিক ওজন বজায় রাখা সহজ হয়।

অন্যদিকে দ্রুত খেলে ভালোভাবে চাবানো হয় না, একবার গ্রাস খাওয়ার পর আরেকটি গ্রাস নেওয়ার মধ্যে বিরতি দেয়া হয় না। তাছাড়া ব্রেনও পেট ভরার সিগন্যাল পায় না। এতে যেটা হয় বেশি বেশি খাওয়া হয়ে যায় এবং শরীর ভারী লাগে। এই দ্রুত খাওয়ার কয়েকটি কারণ আছে, একটি হলো ব্যস্ততা বা কাজের চাপ। অনেকে মানসিক চাপ বা দুশ্চিন্তা থেকেও দ্রুত খেয়ে থাকেন। আবার দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকলে, কঠোর ডায়েট ফলো করলে অনেক ক্ষুধা লাগে এবং দ্রুত খাওয়া হয়। কিন্তু দ্রুত খাওয়ার ফলে খাবার আনন্দ নিয়ে বা খাবারটা উপভোগ করে খাওয়ার হয় না। এতে হজমের সমস্যাসহ নানা স্বাস্থ্য ঝুঁকি দেখা দেয়।

হজমে সমস্যা খাবার ভালোভাবে চিবিয়ে খাওয়া হজম প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে জানিয়েছেন পুষ্টিবিদ তাসনিম চৌধুরী। দ্রুত খাওয়ার সময় বড় বড় গ্রাস নিয়ে কম চিবিয়ে সেটা গিলে ফেলা হয়। এতে খাবারগুলো বড় বড় টুকরো আকারে পাকস্থলীতে পৌঁছায়।

এই খাবারগুলোকে ভাঙতে পরিপাকতন্ত্রের ওপর বেশি চাপ পড়ে। এতে নানা বিপাকীয় সমস্যা দেখা দেয়।

ওজন বৃদ্ধি- দ্রুত খাওয়ার অভ্যাস অনিচ্ছাকৃত ওজন বৃদ্ধির একটি বড় কারণ। হারবার্ট হেল পাবলিকেশন্সের এক গবেষণায় দেখা গেছে, যারা খুব দ্রুত খান তাদের প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খাওয়া হয়। কারণ মস্তিষ্ক ২০ মিনিটের আগে বুঝতে পারে না যে পাকস্থলী পর্যাপ্ত খাবার পেয়েছে। ফলে বেশি খাওয়া হয়, শরীরে ক্যালোরিও যায় বেশি। এতে ওজন বাড়ে। গ্রিসের লাইকো জেনারেল হাসপাতালের গবেষণায় দুটি দলকে আইসক্রিম খেতে দেয়া হয়। এক দলকে বলা পাঁচ মিনিটের মধ্যে খেতে। আরেক দলকে বলা হয় আধা ঘণ্টা ধরে ধীরে ধীরে খেতে। দেখা যায়। যারা আস্তে আস্তে খেয়েছে তাদের শরীর থেকে এমন এক হরমোন নিঃসরণ হয়েছে যা আমাদের পেট ভরা থাকার সিগনাল দেয়। ফলে পরিমিত খাবারেও পেট ভরা থাকার অনুভূতি হয়। ২০১৮ সালে চিনে জাতীয় পর্যায়ের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, সাত থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশুদের স্থূলতার বড় কারণ ছিল তাদের দ্রুত খাওয়ার অভ্যাস। এক হাজার মানুষের ওপর পাঁচ বছর ধরে চালানো এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে যারা দ্রুত খান তাদের স্থূলতা, হাই প্রেশার, হাই ব্লাড সুগার, হাই ট্রাইগ্লিসারাইড, পেটের চর্বি এবং অস্বাভাবিক কোলেস্টেরল মাত্রার মতো স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ভোগার হার, ধীরে ধীরে খাওয়া মানুষদের চাইতে ১১ শতাংশ বেশি। এসব কারণে হৃদরোগ, স্ট্রোক এবং টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

অম্লভাব ও হার্টবার্ন- দ্রুত খেতে গিয়ে বদহজম ও হার্টবার্ন অর্থাৎ বুক জ্বালাপোড়ার মতো সমস্যা হতে পারে বলে জানিয়েছেন পুষ্টিবিদরা। দ্রুত খাওয়ার ফলে আপনি বাতাস গিলে ফেলতে পারেন এতে পেট ফুলে ভারি হয়ে যায়, অস্বস্তি লাগে, গ্যাসের সমস্যা তৈরি হয়, টক ঢেকুর আসে। এছাড়া, বেশি খাবার খাওয়ার ফলে পাকস্থলী অতিরিক্ত অ্যাসিড উৎপন্ন করে, যার কারণে বুকে জ্বালাপোড়া হয়।

পুষ্টি শোষণে ঘাটতি- দ্রুত খাওয়ার ফলে শরীর খাবার থেকে পুষ্টি যথাযথভাবে শোষণ করার সময় পায় না বলে পুষ্টিবিদ তাসনিম চৌধুরী জানিয়েছেন। এতে করে আপনি পুষ্টিকর খাবার খেলেও সেই খাবারের ভিটামিন, মিনারেলস বা অন্যান্য পুষ্টি শরীরে কোনো কাজে লাগে না।

টাইপ টু ডায়াবেটিস- জাপানের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা টাইপ টু ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ৫০ হাজার জনের বেশি মানুষকে দ্রুত, স্বাভাবিক এবং ধীর গতিতে খাওয়ার শ্রেণিতে ভাগ করে তাদের তথ্য বিশ্লেষণ করেন। দেখা যায়, যারা ১০ মিনিটের মধ্যে তাদের খাবার খেয়েছেন তাদের রক্তে শর্করার মাত্রা খুব দ্রুত বেড়েছে। অথচ একই খাবার "সময় নিয়ে খাওয়ার" কারণে অন্যদের রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়েছে অনেক কম। পুষ্টিবিদদের মতে, দ্রুত খেলে রক্তচাপও বেড়ে যায় আর রক্তচাপ বাড়লে শরীরে ইনফ্লামেশন, টাইপ টু ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও বাড়ে। দ্রুত খেলে ইনসুলিন নিঃসরণও কমে যায় যা টাইপ টু ডায়াবেটিস হওয়ার বড় কারণ। এখন যাদের শুরু থেকেই দ্রুত খাওয়ার অভ্যাস তারা কীভাবে নিজেদের বদলাবেন।

সময় নিন- খাবারের জন্য সময় রাখুন, অন্তত আধা ঘণ্টা। এতে অতিরিক্ত খাবার খাওয়ার আগেই আপনার তৃপ্তি ও পেট ভরার অনুভূতি হবে।

চিবিয়ে নিন- প্রতিটি গ্রাস সময় নিয়ে ভালোভাবে চিবিয়ে খান। ডা. হেইনবার্গের পরামর্শ প্রতিটি মুখভর্তি খাবার ১৫ থেকে ৩০ বার পর্যন্ত চাবানো উচিত।

প্রতিটি কামড় নেওয়ার পর হাত বা চামচ নামিয়ে রাখুন এতে আরেকটি কামড় নেয়ার তাড়া থাকবে না।

যদি খাবার বেশি শক্ত ও শুকনো মনে হয় তাহলে চাবানোর সময় সামান্য জল খাবারটি সহজেই নরম হয়ে যাবে।

মঙ্গলবার আগরতলায় ফায়ার সার্ভিস কর্মচারীদের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

ফের বিপত্তি এয়ার ইন্ডিয়ায়: দিল্লি থেকে উড়তেই ৯০০ ফুট উচ্চতা হারায় এআই ১৮৭ বিমান, দুই পাইলটকে অব্যাহতি

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই: আহমেদাবাদে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার ৩৮ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই ফের চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির মুখে পড়েছিল এয়ার ইন্ডিয়া। দিল্লি থেকে ভিয়েনা অভিমুখী ফ্লাইট এআই ১৮৭ আকাশে উড়তেই প্রায় ৯০০ ফুট উচ্চতা হারিয়েছিল এবং 'ডোন্ট সিঙ্ক ' সতর্কবার্তা জারি করে বিমানের গ্রাউন্ড প্রক্সিমিটি ওয়ার্নিং সিস্টেম। শুধু তাই নয়, ওই বিমানে 'স্টিক শেকার', 'স্টল ওয়ার্নিং' এবং জিপিডব্লিউএস বার্তা তিনবার সক্রিয় হয় বলে জানা গেছে। এই ঘটনার পর ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন তদন্ত শুরু করেছে এবং ফ্লাইটের উভয় পাইলটকেই তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত উড়ান ডিউটি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, গত ১৪ জুন ভোররাতে ২:৫৬ মিনিটে বোয়িং ৭৭৭ বিমানটি দিল্লি বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়ন করে। সেই সময় দিল্লিতে ঝড়-বৃষ্টি চলছিল। ঠিক উড্ডয়নের পরেই 'স্টিক শেকার' জিপিডব্লিউএস 'ডোন্ট সিঙ্ক' বার্তা দেখা যায়, যা নির্দেশ করে যে বিমান হঠাৎ করে খুব নিচে নেমে যাচ্ছে। এরপর আরও একবার 'স্টল ওয়ার্নিং' এবং দু'বার জিপিডব্লিউএস সতর্কতা জারি হয়। তবে পাইলটরা তৎপরতার সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দেন এবং বিমানটি নিরাপদে ভিয়েনা পৌঁছায়।

পুরো যাত্রাটি ৯ ঘণ্টা ৮ মিনিট সময় নেয়। পরবর্তীতে বিমানটি ইউরোপে একটি নির্ধারিত কারিগরি বিরতির পর নতুন ক্রু নিয়ে টরন্টোর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বিমানের ফ্লাইট রিপোর্টে শুধু উল্লেখ করা হয়েছিল যে 'উড্ডয়নের পর ঝড়ের কারণে স্টিক শেকার সক্রিয় হয়েছিল।' কিন্তু ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার বিশ্লেষণে জানা গেছে, সেখানে ছিল আরও দুটি বড় সতর্কবার্তা ওজিপিডব্লিউএস 'ডোন্ট সিঙ্ক' এবং স্টল ওয়ার্নিং যা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়নি। এই তথ্য গোপন রাখার কারণে ডিজিসিএ-এর কড়া নজরে পড়েছে এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ।

মাত্র ৩৮ ঘণ্টা আগে, গত ১২ জুন, আহমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নের কিছুক্ষণের মধ্যেই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় পড়েছিল এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইট এআই ১৭১। এই দুর্ঘটনায় ২৪১ জন যাত্রী প্রাণ হারান, যা ছিল ভারতের ইতিহাসে প্রথম বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার দুর্ঘটনা।

ভারতের এয়ারক্রাফট অ্যাকসিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো এই দুর্ঘটনার তদন্তের দায়িত্বে রয়েছে এবং বিমানের ব্ল্যাক বক্স ইতিমধ্যে উদ্ধার করে দিল্লিতে বিশ্লেষণের জন্য পাঠানো হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ইঞ্জিন ফেইলিওর, পাওয়ার লস, প্রযুক্তিগত ত্রুটি কিংবা পাইলটের ভুলসবই সম্ভাব্য কারণ হতে পারে। তবে চূড়ান্ত তথ্য ব্ল্যাক বক্স বিশ্লেষণের পরই মিলবে।

মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দুইটি বড় ঘটনা এবং দুটিতেই গুরুতর নিরাপত্তা সতর্কতা এয়ার ইন্ডিয়ার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং ফ্লাইট পরিচালনার স্বচ্ছতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে বিশেষজ্ঞ মহল।

ডিজিসিএ-এর এই তদন্ত কতটা গভীরতা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে এগোয়, তার উপরই নির্ভর করবে ভবিষ্যতে যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং এয়ার ইন্ডিয়ার ভাবমূর্তি।

বিদেশ থেকে ইমেইলে পাঠানো অভিযোগেও এফআইআর গ্রহণযোগ্য, জানাল কেরালা হাইকোর্ট

কোচি, ১ জুলাই : শুধুমাত্র অভিযোগটি বিদেশ থেকে ইমেইলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে এবং তাতে স্বাক্ষর নেই, এই যুক্তিতে পুলিশ এজাহার (এফআইআর) নিতে অস্বীকার করতে পারে না। এক গুরুত্বপূর্ণ রায়ে কেরালা হাইকোর্ট এমনটাই পর্যবেক্ষণ দিয়েছে।

আদালত বলেছে, *ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ২০২৩ (বিএনএসএস ২০২৩)-এর ধারা ১৭৩ অনুযায়ী 'জিরো এফআইআর'-এর ধারণা আইনত স্বীকৃত হয়েছে এবং তাই কোনো অভিযোগে যদি আমলযোগ্য অপরাধের ইঙ্গিত থাকে, তাহলে পুলিশ এফআইআর রেজিস্টার করতে বাধ্য। এমনকি অভিযোগ যদি তাদের এক্তিয়ার ছাড়াও আসে বা তা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়।

আদালত পর্যবেক্ষণ করে বলেছে, জিরো এফআইআরের মূল উদ্দেশ্যই হলো ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যাতে যেকোনো জায়গা থেকেই অভিযোগ জানাতে পারেন, এক্তিয়ার নিয়ে আটকে না পড়েন। তাই, আমলযোগ্য অপরাধ থাকলে পুলিশ অভিযোগ গ্রহণে অস্বীকার করতে পারে না। এমনকি যদি এটি স্বাক্ষর ছাড়াই কোনও অন্য দেশ থেকে ইমেল করা হয়।

এই রায়টি এসেছে এক পিটিশনের প্রেক্ষিতে, যেখানে এক আবেদনকারী বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত। ২০২০ সালে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ইমেইলে কেরালার পুলিশ প্রধানকে পাঠিয়েছিলেন। এসপিসি সেই অভিযোগ সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠালেও স্থানীয় পুলিশ স্বাক্ষর এবং আবেদনকারী সরাসরি উপস্থিত না থাকায় মামলা নিতে অস্বীকার করেছিল। এই পরিস্থিতিতে আবেদনকারী হাইকোর্টে আবেদন জানাতে বাধ্য হন।

হাইকোর্ট আরও স্পষ্ট করেছে, যদি অভিযোগে আমলযোগ্য অপরাধের উল্লেখ থাকে, তাহলে পুলিশ এফআইআর রেজিস্টার করতে বাধ্য।

আবেদনকারী যদি বিদেশে থাকেন কিংবা অভিযোগে স্বাক্ষর না থাকে, তাহলেও এফআইআর নিতে হবে। শুধু কিছু আনুষ্ঠানিক ত্রুটির কারণে এফআইআর নিতে অস্বীকার করাকে বিএনএসএস-এর আইনি বাধ্যবাধকতার লঙ্ঘন** হিসেবে উল্লেখ করেছে আদালত।

যেহেতু মূল অভিযোগটি ২০২০ সালে করা হয়েছিল এবং আবেদনকারী নতুন করে অভিযোগ জানাতে ইচ্ছুক, তাই আদালত পিটিশনটি নিষ্পত্তি করে মাট্টম থানার অফিসার-ইন-চার্জকে নির্দেশ দিয়েছে, নতুন অভিযোগ পেলে বিএনএসএস-এর ধারা ১৭৩ অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে। এই রায় ভবিষ্যতে দেশে ও বিদেশে থাকা অভিযোগকারীদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক এবং নাগরিক অধিকার সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে।

দিল্লিতে পুরনো গাড়িতে জ্বালানি নিষিদ্ধ, শুরু কার্যকর

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই : বায়ু দূষণ মোকাবিলায় বড় পদক্ষেপ হিসেবে আজ মঙ্গলবার থেকে দিল্লি সরকার 'এন্ড-অফ-লাইফ' বা নির্ধারিত বয়সসীমা পেরিয়ে যাওয়া যানবাহনের উপর জ্বালানি সরবরাহ বন্ধের সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছে। বায়ু গুণমান ব্যবস্থাপনা কমিশনের নির্দেশ অনুসারে, রাজধানী অঞ্চলজুড়ে সকল পেট্রোল পাম্পে ১০ বছরের বেশি পুরনো ডিজেল ও ১৫ বছরের বেশি পুরনো পেট্রোলচালিত যানবাহনগুলোতে আর জ্বালানি দেওয়া হবে না।

এই নিয়ম কার্যকর করতে পেট্রোল পাম্পগুলোতে বসানো হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-নির্ভর 'অটোমেটিক নাম্বার প্লেট রিকগনিশন' ক্যামেরা। এসব ক্যামেরা গাড়ির নম্বর দেখে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুরনো গাড়ি শনাক্ত করবে এবং সেই তথ্য অনুযায়ী জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করা হবে। নিয়ম লঙ্ঘন করলে চারচাকা গাড়ির মালিকদের ১০,০০০ টাকা এবং দুইচাকা গাড়ির মালিকদের ৫,০০০ টাকা জরিমানা করা হবে। পেট্রোল পাম্প কর্তৃপক্ষরা বিষয়টি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। বিবেক বিহারের একটি পেট্রোল পাম্পের ম্যানেজার সঞ্জয় দেধা বলেন, সরকার ক্যামেরা ও সিস্টেম বসিয়েছে। আজ থেকে দেখা যাবে সিস্টেমটি কতটা কার্যকর। সার্ভারে সমস্যা হলে পুরনো গাড়ি চিহ্নিত করে হাতে জ্বালানি বন্ধ করা হবে।

ভারত পেট্রোলিয়াম জনৈক পাম্প সুপারভাইজার বলেন, আজ ১ তারিখ থেকে পুরনো পেট্রোলচালিত গাড়িতে জ্বালানি দেওয়া বন্ধ হয়েছে। আমরা গাড়ির অবস্থা এবং কাগজপত্র দেখে নিশ্চিত হব। সরকার জানিয়েছে, এই নতুন নিয়মের আওতায় পুরনো গাড়ি যদি রাস্তার পাশে বা পেট্রোল পাম্পের আশেপাশে পড়ে থাকতে দেখা যায়, তাহলে সেগুলো জব্দ করা হবে।

নিয়ম অনুযায়ী, গাড়ির মালিকদের নিজ নিজ যানবাহনের নিবন্ধন স্ট্যাটাস যাচাই করে পুরনো গাড়ি রাস্তায় না বের করার আহ্বান জানিয়েছে প্রশাসন। অন্যথায় জরিমানা ও গাড়ি জব্দের মুখে পড়তে হবে। এই উদ্যোগ দিল্লির দূষণ কমাতে এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

দূষণ রোধে দিল্লি সরকারের পুরনো গাড়িতে জ্বালানি বন্ধের সিদ্ধান্তে অনেকেই স্বাগত জানালেও, কেউ কেউ এই পদক্ষেপের যৌক্তিকতা ও সমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। নতুন নীতিমালার অধীনে ইতিমধ্যেই দুইটি মোটরসাইকেল চিহ্নিত করে জব্দ করা হয়েছে এবং স্ক্র্যাপিং-এর জন্য পাঠানো হয়েছে। এটি নিয়ম কার্যকরের অংশ হিসেবে প্রথম বাস্তব পদক্ষেপ।

এই কঠোর অভিযানের পেছনে রয়েছে 'সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট'-এর একটি প্রতিবেদনের উদ্বেগজনক তথ্য। ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত সেই বিশ্লেষণে জানানো হয়েছিল, দিল্লির স্থানীয় দূষণের ৫১ শতাংশই আসে যানবাহনের নির্গমন থেকে যা অন্যান্য সমস্ত দূষণের উৎসের মধ্যে সর্বাধিক।

স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, আপনারা জানেন দিল্লিতে দূষণের মাত্রা খুবই বেশি। এই অবস্থায় সরকারের এই পদক্ষেপ পুরনো গাড়ি সরানোর জন্য একদম ঠিক হয়েছে। আরেকজন বলেন, দূষণের কারণে অনেক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত প্রশংসনীয়, কারণ এটি দিল্লির দূষণ কমাবে।

অসমে রেকর্ড ধান সংগ্রহ: ইতিহাস গড়ল ৬.৯৭ লাখ মেট্রিক টন, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ১ জুলাই : অসমের কৃষিখাতে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জিত হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বুধবার ঘোষণা করেছেন যে ২০২৪---২৫ খরিফ বিপণন মরসুমে অসমে ধান সংগ্রহের পরিমাণ পৌঁছেছে সর্বকালের সর্বোচ্চ ৬.৯৭ লাখ মেট্রিক টনে।

সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "আমরা গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি যে কেএমএস ২০২৪—২৫ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে ৬.৯৭ লাখ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহের মাধ্যমে যা অসমের ইতিহাসে সর্বোচ্চ!" ২০২৩---২৪ মরসুমে সংগ্রহ করা হয়েছিল ৩.১৪ লাখ মেট্রিক টন, এবং তার আগের বছর অর্থাৎ ২০২২---২৩ সালে সংগ্রহ হয়েছিল ৫.৯২ লাখ মেট্রিক টন ধান। এই বছরের রেকর্ড সংখ্যা রাজ্যের কৃষিনীতিতে ধারাবাহিক অগ্রগতির স্পষ্ট প্রমাণ বলে মনে করছে সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী এই সাফল্যের কৃতিত্ব দিয়েছেন রাজ্য সরকারের সক্রিয় ভূমিকা, বিশেষত কৃষকদের জন্য নিশ্চিত ন্যূনতম সহায়তা মূল্য এবং বাজারসংযোগের ব্যবস্থা করে দেওয়ার ক্ষেত্রে। তিনি বলেন, "এই অসাধারণ অর্জন প্রমাণ করে আমাদের অঙ্গীকার কৃষকদের বাজারের সঙ্গে যুক্ত করা ও তাদের প্রাপ্য ন্যূনতম মূল্য নিশ্চিত করা।"

উল্লেখযোগ্যভাবে, চলতি মরসুমে সরকার ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল ৫.৮৫ লাখ মেট্রিক টন, যা ছাড়িয়ে গেছে প্রায় এক লক্ষ মেট্রিক টনেরও বেশি। এটি রাজ্যের শক্তিশালী সংগ্রহ ব্যবস্থা এবং কৃষকদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে তুলে ধরে।

এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী শর্মা একটি পৃথক ঘোষণায় জানিয়েছেন যে, মাজুলির কৃষকেরা মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে রপ্তানি করেছেন ২৬৭ মেট্রিক টন লাল চাল। এই লাল চাল চাষ হয়েছে মাজুলিতে প্রায় ১,০০০ হেক্টর জমিতে এবং এটি রাজ্যের পুষ্টিসমৃদ্ধ ফসল হিসেবে আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদার পরিচায়ক। মুখ্যমন্ত্রী এই রপ্তানিকে 'ব্র্যান্ড অসম'-এর সাফল্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা কৃষকদের অধিক আয় এবং রাজ্যের কৃষিপণ্যের গ্লোবাল পরিচিতি বৃদ্ধি করবে বলে আশাবাদী।

এই সাফল্য রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার মিলিতভাবে গৃহীত বিভিন্ন কৃষিবান্ধব নীতির কার্যকারিতা প্রমাণ করে বলে মনে করছেন কৃষি বিশ্লেষকেরা।

জনজাতি কল্যাণে

● প্রথম পাতার পর

ছিলাম এবং আজ লেফুঙ্গা ও হেজামারার দুটি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছি। আমি নিজেও শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্ন করেছি। তারা দেশের ভবিষ্যৎ, তাই তাদের মধ্যে ইতিবাচক মানসিকতার বীজ বপন করাই আমাদের লক্ষ্য।"

মন্ত্রী জানান, শিক্ষা ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকার অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে। আগে যেখানে স্কুলের অভাব ছিল, এখন সেখানে ইংরেজি মাধ্যম, প্রি-প্রাইমারি, এলকেজি, ইউকেজিসব ধরনের বিদ্যালয় তৈরি হয়েছে। বর্তমান সরকার শিক্ষার মানোন্নয়নে বদ্ধপরিকর। এই উদ্যোগ রাজ্যের জনজাতি সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়নে এক নতুন দিশা দেখাবে বলেই আশাবাদী মন্ত্রী।

সিপিএম শ্রমজীবি

● প্রথম পাতার পর

শ্রমিকদের বেতন ৪৩ টাকা করা হয়েছিল। যেখানে ১৬০ টাকা মজুরি দেওয়ার কথা ছিল। আজ পর্যন্ত রাজ্যের বাগিচা শ্রমিকরা ওই চিঠির সম্পর্কে কিছুই জানেন না। পরবর্তী সময়ে ২০১৬ সালে সিপিআইএম সরকার ৪৩ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৯৩ টাকা মজুরি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আজ তাঁরাই শ্রমজীবিদের স্বার্থ নিয়ে জনসম্মুখে কথা বলেন। কিন্তু বিজেপি সরকার শ্রমিকদের বেতন নিয়ে চিন্তাধারা করেছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, প্রতিনিয়ত বিজেপি সরকার শ্রমজীবি মানুষদের ভবিষ্যত নিয়ে উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। এই উন্নয়নমূলক সিদ্ধানের জন্য মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। সিপিআইএমের নেতৃত্বরা দাবি করেন বিগত দিনে শ্রম দরদী সরকার ছিল। কিন্তু আসলে সিপিআইএম শ্রমজীবি মানুষদের সাথে প্রতারণা করেছে। শ্রমিকদের নায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এখন বিরোধী দল জনসম্মুখে ভুল তথ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে,বলে অভিযোগ করেন তিনি।

সরকারি হেফাজতে খুন

● প্রথম পাতার পর

নেওয়ার চক্রান্ত করা হচ্ছে, এরই প্রতিবাদে আদালতের সমন ছিড়ে ফেলেছিল সে। আর তাতেই বাদে বিপত্তি। কৈলাস রায়ের ছেলেকে গ্রেপ্তার করতে আসে এনসিসি থানার পুলিশ। কিন্তু সে পলাতক থাকায় কৈলাস রায়কেই আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ। যদিও পড়ে তার ছেলে আত্মসমর্পণ করলেও আশ্চর্যজনকভাবে কৈলাস রায়কে মুক্তি দেওয়া হয়নি। তিন দিনের রিমান্ড নিয়ে তাকে জেল হাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হধুরাম পড়ছে তো কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারী গত ২৯ জুন সকালে মৃত্যু হয় তার।

কৈলাসের রায়ের (৬৫) মৃত্যুকে খুন বলে অভিহিত করেছেন বিরোধী দলনেতা। তিনি বলেন, পুলিশে হেফাজতে সরকারি ভাবে তাকে খুন করা হয়েছে। সুঠাম শরীরের এক ব্যক্তি এভাবে কোনদিনই চলে যেতে পারে না। জেল হাজতে তার ওপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করা হয়েছে। তাতেই মৃত্যু হয়েছে তার। এই মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী তাদের অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানিয়েছেন বিরোধীদল নেতা। এদিন গোয়ালাবস্তি এলাকার সাধারণ জনগণকে ঐক্যবদ্ধ থেকে এর বিরুদ্ধে লড়াই করার আহ্বান জানান তিনি।

ধর্মনগরে বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। অমিত চক্রবর্তীর একজন অনুগামী অভিযোগ করেন, 'পুলিশ সিপিএমের মত কাজ করছে, প্রশাসনও পক্ষপাতিত্ব করছে। ঘটনার খবর পেয়ে রাতে ধর্মনগর থানায় উপস্থিত হন উত্তর জেলার পুলিশ সুপার অভিনাশ রাই , ঘটনাস্থলে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ও জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কমল দেববর্মা উপস্থিত থাকলেও সংবাদমাধ্যমের সামনে উনারা কোনও মন্তব্য করতে চাননি। ঘটনার সঠিক কারণ এখনও পরিষ্কার নয়, তবে রাতেই অমিত চক্রবর্তী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ধর্মনগর শহরে রেল স্টেশন রোড-চত্বর এবং বিভিন্ন এলাকায় যেভাবে সম্প্রতি বিশৃঙ্খলার পরিবেশ তৈরি হচ্ছে, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন সাধারণ মানুষ। এই ঘটনার পর ধর্মনগর থানার পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে ব্যর্থতার অভিযোগ উঠছে প্রশাসনের বিরুদ্ধে।

চিকিৎসক নিয়োগের জন্য

● প্রথম পাতার পর

দিনেই তাঁর মৃত্যু। তাই তাঁর জন্মদিন ও মৃত্যুদিনকে সারা দেশে জাতীয় চিকিৎসক দিবস হিসেবে পালন করা হয়। মাত্র ২৬ বছর বয়সে এমডি ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি। ১৯১১ সালে তিনি লন্ডন থেকে এমআরসিপি এবং এফআরসিএস উপাধি অর্জনের পর কলকাতার ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে (বর্তমানে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ) শিক্ষকতা ও চিকিৎসা পেশা শুরু করেন। মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছেন তিনি। যে কারণে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়কে আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের রূপকার বলা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যেও প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় চিকিৎসক দিবস পালন করা হয়।

তিনি বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবার মান উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করছে এই সরকার। রোগীদের কল্যাণে নানা সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। প্রায় ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯টি সুপার স্পেশালিটি পরিষেবা চালু করা হয়েছে। পিএম ডিভাইন প্রকল্পের প্রায় ২০২ কোটি টাকা বরাদ্দে আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজে কাজ করা হচ্ছে। গতকালই মন কি বাত কার্যক্রমে জাতীয় চিকিৎসক দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, এবারের বাজেটে আইএলএস সংলগ্ন স্থানে ১০০ শয্যার একটি অত্যাধুনিক চক্ষু হাসপাতাল খোলার জন্য আর্থিক সংস্থান রাখা হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের বাইরে থাকা ডাক্তার ছেলেমেয়েরাও রাজ্যে আসতে চাইছেন। তাই তাদের সম্মানের সঙ্গে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তোলার জন্য এই সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। ডোনার মন্ত্রক থেকে প্রায় ১২২ কোটি টাকা বরাদ্দে বিশ্রামগঞ্জে একটি আধুনিক নেশা মুক্তি কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়াও প্রত্যেকটি জেলায় ২০ কোটি টাকা করে ব্যয়ে একটি করে নেশা মুক্তি কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে এখন পর্যন্ত প্রায় ১৭ কোটি টাকার দাবি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় প্রায় ২৩৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলায় একটি করে ট্রমা কেয়ার সেন্টার গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমবাসায় কার্ডিও কেয়ার সেন্টার খোলা হয়েছে। জিবি ও আইজিএমে চাপ কমাতে জেলা হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ডাক্তারদের আরো পদোন্নতি দেওয়ার জন্য প্রক্রিয়া চলছে। সেই সঙ্গে নতুন ডাক্তার নিয়োগের জন্য টিপিএসসি এর কাছে পাঠানো হয়েছে। খুব সহসাই নিয়োগ করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, রাজ্যের মেডিকেল কলেজগুলিতে বর্তমানে ৪০০টি এমবিবিএস আসন রয়েছে। ডেন্টাল কলেজে ৬৩টি এবং বিএসসি নার্সিংয়ে ৫০টি আসন রয়েছে। এছাড়া আরো বিভিন্ন কলেজ ও প্রতিষ্ঠান রয়েছে। রাজ্য সরকার চেষ্টা করছে ত্রিপুরায় একটি স্বাস্থ্য হাব গড়ে তোলার। ইতিমধ্যে জিবি হাসপাতালে রোগীর আত্মীয়দের জন্য মাত্র ১০টাকা মূল্যে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারত মাতা ক্যান্টিন ও নাইট শেল্টার শুরু করা হচ্ছে। গতকাল এজিএমসিতে তৃতীয়বারের মতো সফলভাবে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করা হয়েছে। লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট করার জন্য মোহন ফাউন্ডেশনের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে। এছাড়া বোনমেরু ট্রান্সপ্ল্যান্টের জন্যও কথা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব রাজীব দত্ত, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ তপন মজুমদার, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দপ্তরের অধিকর্তা ডাঃ অঞ্জন দাস, মেডিকেল এডুকেশনের অধিকর্তা ডাঃ এইচ পি শর্মা, এজিএমসির অধ্যক্ষ ডাঃ অনুপ সাহা, ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ অরিন্দম দত্ত, ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ শালু রায় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ।

মঙ্গলবার বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে চোরের

● প্রথম পাতার পর

দল হানা দেয়। চোরের দল হানা দিয়ে দুটি গ্যাসের সিলিন্ডার চুরি করে নিয়ে যায়।

আজ সকালে স্কুলের হেল্পার পেয়ারা বেগম অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টারে এসে দেখতে পায় অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টারে দরজার তালা ভাঙ্গা অবস্থায় মাটিতে পড়ে রয়েছে। ভিতরে প্রবেশ করে দেখতে পারেন ছাত্র ছাত্রীদের রান্নার কাজে ব্যবহার করা দুটি গ্যাস সিলিন্ডার চুরি করে নিয়ে যায়। স্কুলের শিক্ষিকা ভবানী দে-কে হেল্পার সেই বিষয়ে জানানোর পর উক্ত বিষয় নিয়ে বিশালগড় থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা।

এদিকে এলাকাবাসী জানান, উক্ত ঘটনার সাথে এলাকার বিভিন্ন নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে থাকা যুবক জড়িত রয়েছে তাদেরকে আটক করে জিজ্ঞাসা করলে চুরি হয়ে যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করতে সফল হবে পুলিশ।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদনে কর্মসংস্থান সংযুক্ত প্রণোদনা প্রকল্প, লক্ষ্য ৩.৫ কোটি নতুন চাকরি

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই: দেশের যুব সমাজের কর্মসংস্থান, দক্ষতা উন্নয়ন এবং সামাজিক সুরক্ষা জোরদারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা 'কর্মসংস্থান সংযুক্ত প্রণোদনা ' প্রকল্পকে অনুমোদন দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রকল্পটির লক্ষ্য আগামী দুই বছরের মধ্যে দেশে ৩.৫ কোটি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। প্রকল্পের মোট আর্থিক বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছে ৯৯,৪৪৬ কোটি, যা বাজেট ২০২৪-২৫—এ ঘোষিত যুব উন্নয়ন প্যাকেজের অংশ, যার অধীনে মোট ৪.১ কোটি যুবকের জন্য বিভিন্ন কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হবে।
এই প্রকল্পে দুইটি ভাগ রাখা হয়েছে'পার্ট ঙ' ও 'পার্ট ঙ্ক'। পার্ট ঙ-তে প্রথমবার চাকরিতে প্রবেশকারী যুবকদের জন্য প্রণোদনা রাখা হয়েছে। ইপিএফও -তে নিবন্ধিত এবং সর্বোচ্চ মাসিক বেতন ১ লাখ পর্যন্ত প্রাপকরা এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ দুই কিস্তিতে পাবেনপ্রথম কিস্তি চাকরির ছয় মাস পূর্তির পর এবং দ্বিতীয় কিস্তি বারো মাসের পর অর্থনৈতিক সাক্ষরতা প্রশিক্ষণ সম্পন্নের ভিত্তিতে। উল্লেখযোগ্যভাবে, প্রণোদনার একটি অংশ সঞ্চয় হিসেবেও সংরক্ষিত থাকবে, যা নির্দিষ্ট সময় পর উত্তোলন করা যাবে। পার্ট ঙ-এর মাধ্যমে প্রায় ১.৯২ কোটি প্রথমবারের চাকরিপ্রার্থী উপকৃত হবেন।
পার্ট ঙ্ক-তে নিয়োগকর্তাদের জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, বিশেষ করে উৎপাদন খাতে। ইপিএফও -তে নিবন্ধিত যে কোনও সংস্থা যদি অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ করে৫০ জনের কম কর্মী থাকলে কমপক্ষে ২ জন, এবং ৫০ বা তার বেশি কর্মী থাকলে কমপক্ষে ৫ জনতবে তাদের প্রতি অতিরিক্ত কর্মীর জন্য মাসে সর্বোচ্চ ৩,০০০ পর্যন্ত দুই বছর পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। উৎপাদন খাতে এই প্রণোদনা তৃতীয় ও চতুর্থ বছরেও অব্যাহত থাকবে।
সমস্ত অর্থপ্রদান হবে সরাসরি প্রাপকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। কর্মীদের ক্ষেত্রে ডিবিটি পদ্ধতিতে এবং নিয়োগকর্তাদের ক্ষেত্রে প্যান -সংযুক্ত অ্যাকাউন্টে অর্থ প্রদান করা হবে। এই প্রকল্প ১লা আগস্ট ২০২৫ থেকে ৩১শে জুলাই ২০২৭ পর্যন্ত সৃষ্ট চাকরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
সরকারের দাবি, এই প্রকল্পের মাধ্যমে শুধুমাত্র কর্মসংস্থানই নয়, দেশের শ্রমশক্তির আনুষ্ঠানিকীকরণ এবং সামাজিক সুরক্ষার পরিধিও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। এটি ভারতের কর্মক্ষম যুবসমাজকে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মূল ধারায় আনতে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

জাতীয় ক্রীড়া নীতিমালা ২০২৫ অনুমোদন: ভারতের ক্রীড়া ক্ষেত্রে রূপান্তরের দিশা

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে আজ জাতীয় ক্রীড়া নীতিমালা ২০২৫ অনুমোদন করা হয়েছে। এটি ২০০১ সালের পুরনো নীতিমালাকে প্রতিস্থাপন করে ভারতের ক্রীড়াঙ্গনে এক নতুন যুগের সূচনা করবে। নতুন নীতিমালার লক্ষ্য হল ভারতকে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে এক শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যাওয়া, ২০৩৬ সালের অলিম্পিক গেমসে সাফল্যের লক্ষ্যে প্রস্তুতি নেওয়া এবং খেলাধুলাকে সমাজের প্রতিটি স্তরে এক ইতিবাচক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা ।জাতীয় ক্রীড়া নীতিমালাটি দীর্ঘ পরামর্শ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয়েছে, যেখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, রাজ্য সরকার, নীতি আয়োগ, জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন, ক্রীড়াবিদ, বিশিষ্টজন এবং সাধারণ জনগণের মতামত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এনএসপি ২০২৫ পাঁচটি মূল স্তম্ভে ভর করে তৈরি হয়েছেআন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উৎকর্ষ, অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্রীড়া, সামাজিক উন্নয়নে ক্রীড়ার ভূমিকা, ক্রীড়াকে গণআন্দোলন হিসেবে রূপদান এবং শিক্ষার সঙ্গে ক্রীড়ার সংহতি ।আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতের সাফল্যের জন্য নীতিমালায় ক্রীড়া প্রতিভা চিহ্নিতকরণ, প্রশিক্ষণ, কোচিং, পরিকাঠামো উন্নয়ন, এবং ক্রীড়া বিজ্ঞানের ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আন্তর্জাতিক মাদক চক্রের পর্দাফাঁস, রাজস্থানের বারমেরে উদ্ধার ৬০ কেজি হেরোইন

চণ্ডীগড়, ১ জুলাই : আন্তর্জাতিক মাদক পাচারের বিরুদ্ধে এক বড়সড় অভিযানে পাঞ্জাবের অমৃতসর কমিশনারেট পুলিশ, সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী এবং রাজস্থান পুলিশ যৌথভাবে পাকিস্তান-ভিত্তিক পাচারকারী তানভীর শাহ এবং কানাডা-ভিত্তিক হ্যান্ডলার জোবন কালারের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি আন্তর্জাতিক মাদক চক্রের পর্দাফাঁস করেছে। সাংবাদিক বৈঠকে পাঞ্জাবের পুলিশ মহাপরিচালক গৌরব যাদব এই তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি জানান, রাজস্থানের বারমের জেলার আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে ৬০.৩০২ কেজি হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে। এই অভিযানে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকা থেকে অন্তত ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে মাদক পাচারকারী, ডিলার এবং হাওয়ালা লেনদেনকারী রয়েছেন। ধৃতদের নাম গগনদীপ সিং (২৩), জশনপ্রীত সিং (২০), গুরসাহিব সিং (২৫), রাজীব পাঞ্জগোত্র (২৯), সোমনাথ (৬২), প্রশোতম সিং (৫০), কুলবিন্দর সিং (২৪), রাজিন্দর কউর (৪২) এবং এক হাওয়ালা অপারেটর।
ডিজিপি গৌরব যাদবের বক্তব্য, প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে যে পাকিস্তান-ভিত্তিক তানভীর শাহ এবং কানাডা-ভিত্তিক জোবন কালার এই চক্রটি চালাচ্ছিলেন। তাঁদের হয়ে ভারতে নেটওয়ার্ক পরিচালনা করত গোইন্দওয়াল সাহিব জেলে বন্দি গুরসাহিব সিং। জেল থেকেই সে পুরো চক্রটি চালাচ্ছিল। তদন্তে তার মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে জেল কর্তৃপক্ষ। কানাডা ও পাকিস্তানের সংযোগ খতিয়ে দেখার জন্য তার বিরুদ্ধে প্রোডাকশন ওয়ারেন্ট জারি করা হয়েছে।
অমৃতসর পুলিশের কমিশনার গুরপ্রীত সিং ভুল্লার জানান, গত মাসে চেহারতা এলাকা থেকে গুরসাহিব সিং এক কেজি হেরোইনসহ গ্রেফতার হয়। জেলে থেকেও সে তার ভাইপো জশনপ্রীত সিং এবং সঙ্গী গগনদীপ সিং-এর মাধ্যমে কার্যক্রম চালাচ্ছিল। এই দু'জনকে ১০২ গ্রাম হেরোইনসহ গ্রেফতার করা হয়। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ থেকেই রাজস্থানের বারমেরে বিশাল ৬০ কেজির চালানের হদিস মেলে।
সাথে তিনি যোগ করেন, তদন্তে হাওয়ালা চক্রেরও হদিস পাওয়া গেছে। ঐ চক্রের মাধ্যমে মাদক পাচারের অর্থ লেনদেনে ব্যবহৃত হত। ধৃত হাওয়ালা অপারেটর এই অর্থচক্রে যুক্ত ছিল বলে জানা গেছে। তদন্তে আরও প্রকাশ পেয়েছে যে পাকিস্তান সীমান্ত পেরিয়ে রাজস্থান হয়ে এই মাদক পাঞ্জাবে পাচার হত এবং সেখান থেকে স্থানীয় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ত।
পুলিশ কমিশনার জানান, পাকিস্তানের তানভীর শাহের সঙ্গে যুক্ত আরও পাঁচ অভিযুক্তের সন্ধান মিলেছে এবং তাদের গ্রেফতার করতে একাধিক স্থানে তল্লাশি চলছে। তদন্ত জারি রয়েছে।

হিমাচল প্রদেশের মান্ডিতে মেঘ ফেঁটে বৃষ্টিতে এক জনের মৃত্যু, নিখোঁজ ৯ জন

শিমলা, ১ জুলাই : হিমাচল প্রদেশের মান্ডি জেলার কারসোগ অঞ্চলে সোমবার রাতে একাধিক স্থানে মেঘ ফেঁটে বৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে প্রবল আকস্মিক বন্যা সৃষ্টি হয়েছে। এই দুর্যোগে এক জনের মৃত্যু হয়েছে এবং কমপক্ষে ৯ জন নিখোঁজ রয়েছেন বলে জেলা প্রশাসন জানা গেছে। মেঘ ফেঁটে বৃষ্টিতে বহু বাড়ি জলের তোড়ে ভেসে গেছে। কুকলাহ এলাকায় অন্তত ১০টি বাড়ি এবং একটি সেতু ধ্বংস হয়েছে বলে জানা গেছে। মান্ডি জেলায় অবস্থিত ১৬-মেগাওয়াটের পাতিকারি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়েছে। প্রকল্পটি বাখলি খাদের উপর নির্মিত, যা বিয়াস নদীর একটি বাম উপনদী। জেলা প্রশাসন ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (ছঙ্গট্টচ) এখন পর্যন্ত অন্তত ৪১ জনকে উদ্ধার করেছে। অতিবৃষ্টির কারণে পান্ডোহ ড্যাম থেকে ১.৫ লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। বিয়াস নদীর উজান এলাকায় টানা বৃষ্টির ফলে পান্ডোহ ড্যামে জলপ্রবাহ হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকদের নদীর ধারে না যাওয়ার জন্য কড়াভাবে সতর্ক করা হয়েছে। কুল্লু জেলার ১২৬-মেগাওয়াট লারজি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পেও জলের প্রবাহ অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে মান্ডির জেলা শাসক অপূর্ব দেবগণ মঙ্গলবার জেলার সব স্কুল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।
পুরো রাজ্যজুড়ে বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় একাধিক অঞ্চলে আকস্মিক বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। একদিন আগেই শিমলা শহরের উপকণ্ঠে একটি পাঁচতলা ভবন ধসে পড়ে। যদিও বাসিন্দারা আগেই ভবনটি ছেড়ে দেওয়ায় কোনো প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। হিমাচল প্রদেশে গত ১০ দিনে টানা বর্ষণের ফলে মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭৫.৬৯ কোটি টাকা। রাজস্ব বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ২০ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত রাজ্যে ক্লাউডবার্স, ফ্ল্যাশ ফ্লাড, ও ডুবে যাওয়ার ঘটনায় মোট ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের ২৫৯টি সংযোগ সড়ক, ৬১৪টি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার এবং ১৪৪টি জল সরবরাহ প্রকল্প বন্ধ অবস্থায় রয়েছে।

রেল যাত্রীদের জন্য সুখবর ! চালু হলো "রেলওয়ান" অ্যাপ: এক ছাতার তলায় সব পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই: রেল যাত্রীদের সুবিধার্থে ভারতীয় রেলওয়ে নিরন্তর নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। আধুনিক ট্রেন চালু করা, স্টেশনগুলির পুনর্গঠন, পুরনো কোচকে নতুন এলএইচবি কোচে রূপান্তরিত করা - গত দশকে এই ধরনের বহু পদক্ষেপ যাত্রীদের অভিজ্ঞতা উন্নত করেছে। এবার সেই যাত্রাপথে যুক্ত হলো আরও একটি নতুন মাত্রা।
সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেমস-এর ৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আজ নয়াদিল্লির ইন্ডিয়া হ্যাবিট্যাট সেন্টারে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব নতুন অ্যাপ "রেলওয়ান" -এর উদ্বোধন করেছেন। এই অ্যাপটি রেলযাত্রীদের সঙ্গে রেলের যোগাযোগ আরও উন্নত করার দিকে বিশেষভাবে নজর দিয়েছে।
""''রেলওয়ান'' অ্যাপটি একটি সর্বাঙ্গীণ এবং ব্যবহারকারী-বান্ধব অ্যাপ্লিকেশন, যা বর্তমানে অ্যান্ড্রয়েড প্লে স্টোর এবং আইওএস অ্যাপ স্টোরে ডাউনলোডের জন্য উপলব্ধ। এটি রেল যাত্রীদের জন্য একাধিক পরিষেবা একটি প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এসেছে। এই অ্যাপের মাধ্যমে সংরক্ষিত ও প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেনার ক্ষেত্রে ৩ ছাড় পাওয়া যাবে। এছাড়াও, যাত্রীরা তাদের ট্রেনের লাইভ অবস্থান সহজেই জানতে পারবেন এবং যেকোনো অভিযোগ সরাসরি অ্যাপের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে পারবেন। শুধু তাই নয়, "রেলওয়ান" অ্যাপ ই-ক্যাটারিং, পোর্টার বুকিং এবং শেষ গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য ট্যাক্সি বুকিংয়ের মতো সুবিধাও প্রদান করে, যা রেল যাত্রীদের অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করবে।
সংরক্ষিত টিকিট অবশ্য পূর্বের মতোই আইআরসিটিসি -এর মাধ্যমে উপলব্ধ থাকবে। তবে ট্রঙ্খনঙ্গদ্রত্র অ্যাপকেও আইআরসিটিসি দ্বারা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যেমনটা অন্যান্য বাণিজ্যিক অ্যাপগুলি আইআরসিটিসি -এর সঙ্গে অংশীদারিত্বে কাজ করে।
"রেলওয়ান" অ্যাপে একটি সিঙ্গেল-সাইন-অন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেখানে দ্বঞ্জজঙ্গ বা বায়োমেট্রিকের মাধ্যমে লগইন করা যাবে। এটি বিদ্যমান রেল সংযোগ এবং ইউটিএস অ্যাকাউন্টের শংসাপত্রও সমর্থন করে। অ্যাপটি স্থান-সাশ্রয়ী, কারণ একাধিক অ্যাপ ইনস্টল করার আর প্রয়োজন হবে না ।রেলমন্ত্রী সিআরআইএস-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে পুরো দলকে অভিনন্দন জানান। তিনি সিআরআইএস-কে ভারতীয় রেলওয়ের ডিজিটাল কোরকে আরও শক্তিশালী করার উপর জোর দিতে আহ্বান জানান। মন্ত্রী ঙ্খট্রজ্জছ দলকে বিদ্যমান পিআরএস আপগ্রেড করার ক্ষেত্রে তাদের অগ্রগতির জন্য প্রশংসা করেন। এই আধুনিক পিআরএস আরও দ্রুত, বহুভাষিক এবং বর্তমান লোডের ১০ গুণ বেশি পরিচালনা করতে সক্ষম হবে।

রোগীদের পরিষেবা দেবার পাশাপাশি তাদের পরিজনদের প্রতি চিকিৎসকদের আরো আন্তরিক হতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১ জুলাই : রোগীদের পরিষেবা দেবার পাশাপাশি তাদের পরিজনদের প্রতি চিকিৎসকদের আরো আন্তরিক হতে হবে। আজ বিদুরকর্তা চৌমুহনীতে রাজ্যের প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ ফণীভূষণ দাসের স্মৃতিতে বহুকাঙ্ক্ষিত ডঃ পি. বি. দাস মেমোরিয়াল হেল কাউন্সিল ভবনের শুভ দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।
এদিন তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্তর্গত ৭ টি কাউন্সিলকে এক ছাদের নিচে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা চলছিল। তাই আজ বিশ্ব চিকিৎসক দিবসের বিশেষ দিনে রাজধানীর বিদুরকর্তা চৌমুহনীতে রাজ্যের প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ ফণীভূষণ দাসের স্মৃতিতে বহুকাঙ্ক্ষিত ডঃ পি. বি. দাস মেমোরিয়াল হেল কাউন্সিল ভবনের শুভ দ্বারোদ্ঘাটন হয়েছে।
তাঁর কথায়, আগামী দিনে স্বাস্থ্যসেবায় সংযুক্ত কর্মীদের বিভিন্ন পরিষেবা পেতে এই ভবন অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা বলেছেন, রোগীদের পরিষেবা দেবার পাশাপাশি তাদের পরিজনদের প্রতি চিকিৎসকদের আরো আন্তরিক হতে হবে।
মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা বলেছেন, রোগীদের পরিষেবা দেবার পাশাপাশি তাদের পরিজনদের প্রতি চিকিৎসকদের আরো আন্তরিক হতে হবে। তবেই জাতীয় চিকিৎসক দিবস পালনের স্বার্থকতা পাওয়া যাবে। কারণ, রোগী এবং তাদের পরিজনরা উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা নিয়েই হাসপাতালে আসেন। এই অবস্থায় চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের অত্যাধিক চাপ থাকা স্বত্তেও সংযত ভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে।

রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু ব্যক্তি

আগরতলা, ১ জুলাই : রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তি। ওই ঘটনায় উদয়পুর মহকুমার চন্দ্রপুর রেল সংলগ্ন এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ। পুলিশ মৃত দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে।
জানা যায়, প্রতিদিনের মতো আজও জগবন্ধু দেবনাথ জঙ্গল থেকে লতাপাতা আনার জন্য যায় লতাপাতা নিয়ে বাড়ি যাওয়ার পথে পেরাতিয়া ফরেস্ট অফিস সংলগ্ন রেল ব্রিজের নিচে বিশ্রাম করার জন্য বসে তখন রেল লাইনের মাঝখানে থাকায় এ ঘটনাটি ঘটে। এলাকাবাসীরা দেখতে পেয়ে উদয়পুর জিআরপি থানা ও রেলস্টেশনের কর্মীদের খবর দিয়েছেন। পরবর্তী সময় পরিবারের লোকজনকে খবর দেওয়া হয়। তৎক্ষণাৎ পরিবারের লোকজনরা মৃতদেহটিকে সনাক্ত করেন।
পরিবারের লোকজনদের থেকে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা ভুগছেন, প্রায় সময়ই রেললাইনে রাস্তায় চলে আসতেন, তখন এলাকাবাসীরা দেখতে পেয়ে বাড়ি নিয়ে দিয়ে আসতো। খবর পেয়ে ছুটে আসেন উদয়পুর জিআরপি থানা ও গর্জি থানার পুলিশ কর্মীরা। এই মৃতদেহ কে নিয়ে তদন্ত শুরু করেন পুলিশ। এই নিয়ে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ধর্মনগরে রাজ্যভিত্তিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা: প্লেট 'বি' গ্রুপের জমজমাট লড়াই, ধর্মনগর বনাম কাঞ্চনপুর ম্যাচ গড়াল রিজার্ভ ডে-তে

ধর্মনগর, ১ জুলাই: উত্তর জেলার জেলা সদর ধর্মনগরের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চলছে রাজ্যভিত্তিক প্লেট 'বি' গ্রুপের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। টুর্নামেন্টের সূচনা হয়েছে গত ২৩ জুন থেকে। এবারের খেলায় অংশগ্রহণ করেছে লংতরাইভ্যালি, আমবাসা, ধর্মনগর এবং কাঞ্চনপুর — চারটি শক্তিশালী দল। এখন পর্যন্ত মোট পাঁচটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং আজ অর্থাৎ ১ জুলাই ধর্মনগর ও কাঞ্চনপুরের মধ্যকার গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
তবে আজকের ম্যাচটি শুরুতেই বাধার মুখে পড়ে। সকাল থেকে টানা বৃষ্টির কারণে মাঠের আউটফিল্ডে জল জমে যায়। খেলা শুরু হয় বিকেল ১টা ১৫ মিনিট নাগাদ, তবে ৫০ ওভারের ম্যাচ কমিয়ে আনা হয় ২৩ ওভারে। কিন্তু খেলা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই ফের বৃষ্টি শুরু হওয়ায় ম্যাচটি স্থগিত রাখা হয়। তবে আশার খবর, রিজার্ভ ডে থাকার কারণে আগামীকাল পুনরায় এই ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।
এখন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত পাঁচটি ম্যাচে ফলাফল ছিল নিম্নরূপ:
লংতরাইভ্যালি বনাম আমবাসা — জয়লাভ করে আমবাসা
লংতরাইভ্যালি বনাম কাঞ্চনপুর — জয় পায় কাঞ্চনপুর
আমবাসা বনাম কাঞ্চনপুর — জয়লাভ করে কাঞ্চনপুর
ধর্মনগর বনাম আমবাসা — জয় পায় ধর্মনগর
ধর্মনগর বনাম কাঞ্চনপুর — খেলা স্থগিত, রিজার্ভ ডে-তে অনুষ্ঠিত হবে। এর বাইরে ধর্মনগর দল ইতিপূর্বে অমরপুর ও গন্ডাছড়ার বিরুদ্ধে খেলায় অংশ নিয়ে যথাক্রমে দুই ম্যাচেই জয়লাভ করেছে।
এই মুহূর্তে গ্রুপের হিসাব অনুযায়ী, যদি ধর্মনগর আগামীকালের স্থগিত ম্যাচে কাঞ্চনপুরকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়, তবে তাদের সেমিফাইনালে যাওয়ার দরজা উন্মুক্ত হবে। এই খেলাগুলিকে কেন্দ্র করে ধর্মনগর প্রেসক্লাবের সদস্যদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। জানা যায়, ধর্মনগর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে খেলাটি শুরু হওয়ার আগেই প্রেসক্লাবকে লিখিতভাবে জানানো হলেও তা প্রেসক্লাবের সভাপতি দিলীপ ধর ও সম্পাদক শেখর সিনহার কাছে সঠিকভাবে পৌঁছায়নি। তাঁদের বক্তব্য, অফিস সেক্রেটারি সৈকত দে-র দায়িত্ব ছিল বিষয়টি জানানো, কিন্তু তিনি তা ভুলে যান। এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহীত্ব নিয়েও।
ধর্মনগর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জানান, এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক খেলোয়াড়কে ৬০০ টাকা করে ডেইলি অ্যালাউন্স (ডি.এ) প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য খরচ বহন করছে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন।
প্লেট 'বি' গ্রুপের শেষ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৫ জুলাই, ধর্মনগর ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে উত্তেজনা তুঙ্গেবিশেষ করে ধর্মনগর ও কাঞ্চনপুরের এই ম্যাচ ঘিরে, যা কার্যত সেমিফাইনালের টিকিট নির্ধারণ করবে।

জিরানিয়ায় রাজনৈতিক সন্ত্রাস, অভিযোগ সিপিআইএমের,বিক্ষোভ

আগরতলা, ১ জুলাই : দীর্ঘদিন ধরে জিরানীয়া মহকুমার বিভিন্ন স্থানে বিরোধীদের ওপর আক্রমন চালিয়ে যাচ্ছে দুর্বৃত্তরা। তাই আজ দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে পুলিশের ডিজি অফিসের সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়েছে সিপিআইএম জিরানীয়া মহকুমা। এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিট্যু নেতৃত্ব প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে, গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্ব রাধাচরণ দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের করা হোক।
এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সিট্যু নেতৃত্ব প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে গোটা জিরানীয়া জুড়ে বিজেপির সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। বহু বাড়ি ঘর দোকানপাট ভাঙচুর করা হয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কাউকে আটক করে নি পুলিশ। এরই প্রতিবাদে পুলিশ সদর দপ্তরের সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়েছে সিপিআইএম জিরানীয়া মহকুমা। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের করা হোক।

উদয়পুরের বনদোয়ারে নির্মিত হবে ৫১ শক্তিপীঠের অবিকল প্রতিরূপ, স্থানটি পরিদর্শনে পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১ জুলাই: রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে যুক্ত হতে চলছে আরোও একটি পালক ।উদয়পুরের বনদোয়ারে রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে ৯৭.৭০ কোটি টাকা ব্যয় করে নির্মিত হবে ৫১ শক্তিপীঠের অবিকল প্রতিরূপ। মন্দিরনগরী উদয়পুরে আগামী ১০ জুলাই ৫১ শক্তিপীঠের অবিকল প্রতিরূপ রেপ্লিকা-এই প্রকল্পের ভূমি পূজা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা: মানিক সাহা।

সিগারেট এবং তামাক জাতীয়দ্রব্য সেবনে ভয়াবহ অবস্থা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অধ্যাপক ড. যোগেশ প্রতাপ সিং - র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই:সিগারেট এবং তামাক জাতীয় দ্রব্য সমূহ সেবনে দেশ এবং রাজ্যের ভয়াবহ অবস্থা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাজ্যস্থিত জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অধ্যাপক ড. যোগেশ প্রতাপ সিং। আজ দুপুরে আগরতলা প্রেসক্লাবে ভলেন্টারী হেল এসোসিয়েশন অব ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে এবং এন টি সি পির সহযোগিতা আয়োজিত এক তামাক বিরোধী আলোচনা চক্রে ড. সিং তাঁর দীর্ঘ আলোচনায় এই উদ্বেগ প্রকাশ করেন।
আলোচনা চক্রে বক্তব্য রাখেন এন এইচ এম র জয়েন্ট এম ডি অরূপ দেব, ভ্যাট এর ড. সুজিত ঘোষ, ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের ওয়াকিং সভাপতি প্রনব সরকার, সভাপতি সাজ্জাদ আলী, কার্যকরী সভাপতি প্রণব সরকার ,সাধারণ সম্পাদক অলক ঘোষ, কার্য্যকরী সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ গোপ প্রমুখ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভ্যাট এর প্রিয়তোষ পাল। আজকের তামাক বিরোধী এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চক্রে বক্তারা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন যে এই সিগারেট এবং তামাক সেবন প্রতিরোধ করা এখন দেশ এবং এই রাজ্যের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে সবাই মিলে প্রতিরোধে নামলে সিগারেট এবং তামাক বিরোধী আন্দোলন অবশ্যই সফল হবে বলে বক্তারা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন। আজকের এই আলোচনা চক্রে রাজ্যের বিরাট অংশের সাংবাদিক এবং চিত্র সাংবাদিকের উপস্থিতি এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত সিগারেট এবং তামাক বিরোধী জনমত গঠনের বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে বলে উদ্যোক্তাদের দাবী।

ডাক্তার দিবস উপলক্ষ্যে লায়ন্স ক্লাব অফ আগরতলার নতুন কমিটির উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির আয়োজিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই: লায়ন্স ক্লাব অফ আগরতলার নতুন কমিটির উদ্যোগে ডাক্তার দিবসে উপলক্ষে হেলথ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। ডায়াবেটিস পরীক্ষা ও প্রেসার চেকআপ করা হয়। লায়ন্স ক্লাব অফ আগরতলা সামাজিক কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ডক্টরস ডেতে স্বাস্থ্য শিবির সংগঠিত করেছে। স্বাস্থ্য শিবিরে ডায়াবেটিক পরীক্ষা ও প্রেসার চেকআপ সহ অন্যান্য রোগের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। আয়োজকরা জানান সম্প্রতি লায়ন্স ক্লাব অফ আগরতলা নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে।
নতুন কমিটি বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই ডক্টরস ডে তে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। আগামী দিনগুলিতে স্বাস্থ্যশিবিরসহ অন্যান্য নানা সামাজিক কর্মসূচি সংগঠিত করা হবে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

অগ্নি নির্বাপক দফতরের প্রধান কার্যালয়ে এক মহতি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই: মঙ্গলবার অগ্নি নির্বাপক দফতরের প্রধান কার্য্যালয়ে এক মহতি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের অফিসার ও কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের উদ্যোগে ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরে খোয়াই, পশ্চিম, সিপাহিজলা জেলার বিভাগীয় অগ্নিনির্বাপণ অফিসের উদ্যোগে মঙ্গলবার এক মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই রক্তদান শিবিরটি ঘুরে দেখেন,অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের সচিব এল টি ডারলং। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের অধিকর্তা উত্তম মন্ডল, যুগ্ম অধিকর্তা মিঠুন দাস চৌধুরী, ডিভিশনাল ফায়ার অফিসার মোহন দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। এই রক্তদান শিবিরকে ঘিরে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

সারুমে ড্রাগের অপব্যবহার এবং অবৈধ পাচার বিরোধী দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১ জুলাই:দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সোসাইটির উদ্যোগে গতকাল সাব্রুম মহকুমার শাকবাড়ি এডিসি ভিলেজের হিছাছড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ড্রাগের অপব্যবহার এবং অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০২৫ পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার মৌর্য্য কৃষ্ণ সি। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথির ভাষণে বিধায়ক মাইলায়ু মগ বলেন, যেসকল ছেলেমেয়েরা নেশার কবলে আসক্ত তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সবাইকে দল, মত নির্বিশেষে এগিয়ে আসতে হবে এবং তাদের জন্য সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে দিতে হবে।
স্বাগত ভাষণে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সিএমও জ্যোতির্ময় দাস বলেন বর্তমান সময়ে যুবসমাজ নেশার কবলে পড়ে নিজেদের ভবিষ্যৎকে নষ্ট করছে, যা একেবারেই কাম্য নয়। এজন্য রাজ্য সরকার আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে নেশার কবল থেকে বেড়িয়ে তারা যাতে খেলাধুলার মাধ্যমে নিজেদের জীবনকে সুন্দর এবং সাফল্যমন্ডিত করে তুলতে পারে। এজন্যই স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।
অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, সাতচাঁদ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রভাস লোধ, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নিত্যানন্দ সরকার, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা শিক্ষা আধিকারিক সুবীর মজুমদার, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক প্রবীর দেববর্মা, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিপুল ভৌমিক, কলাছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসা আধিকারিক ইনচার্জ শৈলেন্দ্র ত্রিপুরা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে ধরতি আবা জনভাগীদারি অভিযানের অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক প্রচার করা হয়।

রোমান ক্রীপে লেখা পাঠ্য-পুস্তক এডিসি এলাকার ছাত্রছাত্রীদের জন্যে বিনামূল্যে বিতরণের পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই:আজ ১লা জুলাই স্বশাসিত জেলা পরিষদের শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে ককবরক লাইব্রেরীর মিলনায়তনে প্রাক-প্রাথমিক স্তরে প্রথম, দ্বিতীয় শ্রেণী এবং প্রাথমিক স্তরে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে রোমান স্ক্রীপে লেখা পাঠ্যপুস্তক এর উদ্বোধন করেন শিক্ষা দপ্তরের নির্বাহী সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লেখক বিকাশ রাই দেববর্মা, শিক্ষা দপ্তরের প্রধান আধিকারিক জর্জ নির্মল দেববর্মা, ককবরক দপ্তরের প্রধান আধিকারিক ড. সুরট দেববর্মা প্রমুখ। এই পাঠ্য-পুস্তকগুলি এডিসি এলাকার বিদ্যালয়গুলিতে ৩০টি বিদ্যালয় পরিদর্শকে মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। প্রাক-প্রাথমিক স্তরে প্রথম শ্রেণীর জন্য ৫ হাজার, দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য ৭ হাজার এবং প্রাথমিক স্তরের দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য ১৫ হাজার পাঠ্যপুস্তক এডিসির শিক্ষা দপ্তরের মধ্য দিয়ে ছাপানো হয়েছে। শিক্ষা দপ্তরের নির্বাহী সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা উদ্বোধকের ভাষণে উল্লেখ করেন, প্রত্যন্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলিতে রোমান ক্রীপে ছাঁপানো পাঠ্য-পুস্তক ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনা করার সুযোগ পৌঁছে দিতে পারায় আজকের দিনটি ঐতিহাসিক দিন বলে জানান। তিনি এডিসি প্রশাসনের এই প্রয়াস সর্বদা জারি থাকবে বলে ও জানান।

টিসিএ-র স্টেট মিট ক্রিকেটে কৈলাশহরকে হারিয়ে সেমিফাইনালের লক্ষ্যে উদয়পুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দ্বিতীয় জয় পেল শক্তিশালী উদয়পুর মহকুমা। আর এই জয়ে সেমিফাইনালে আশা জিইয়ে রাখলেন রানা দত্ত-রা। মঙ্গলবার উদয়পুর মহকুমা ৭ উইকেটে পরাজিত করে কৈলাসহর মহকুমাকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্রিকেটের এলিট গ্রুপে। মেলাঘরের শহীদ কাজল ময়দানে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ব্যাটে বলে দাপট দেখিয়ে জয় ছিনিয়ে নেয় উদয়পুর মহকুমা। আসরের প্রথম ম্যাচে কৈলাসহরের ক্রিকেটাররা যে দাপট দেখিয়েছিলেন শেষ দুই ম্যাচে তার ছিটেফোটাও দেখা যায়নি। এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে উদয়পুরের বোলারদের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে মাত্র ৮৫ রান করতে সক্ষম হয় কৈলাসহর মহকুমা। দলের পক্ষে সাহেল দেববর্মা ৬১ বল খেলে ২৩, অভিজিৎ সরকার ২১ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩, সেন্টু সরকার ১৮ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ এবং অভিজিৎ মালাকার ৩১ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৫ রান। উদয়পুর মহকুমার পক্ষে স্পিডস্টার রাণা দত্ত ৬ রানে তিনটি এবং দলনায়ক কৃতিদীপ্ত দাস ৫ রানে দুটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে উদয়পুর মহকুমা ১৪ ওভার ব্যাট করে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের হয়ে তন্ময় ঘোষ ২৫ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ রানে এবং রিতায়ন দে ৫ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া দলের পক্ষে সম্রাট সূত্রধর ২২ বল খেলে ৬টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮ এবং রিয়াজ উদ্দিন কুড়ি বল খেলে দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন। কৈলাসহর মহকুমার পক্ষে দেবপ্রসাদ সিনহা ২৩ রানে তিনটি উইকেট দখল করেন। আসরে তিন ম্যাচ খেলে দুটি ম্যাচে জয়লাভ করলো উদয়পুর মহকুমা। অপরদিকে সমসংখক ম্যাচ খেলে একটি ম্যাচে জয়লাভ করেছে কৈলাসহর মহকুমা।

সিনিয়র ক্রিকেট : বিলোনিয়াকে হারিয়ে সেমিফাইনালে খেলা নিশ্চিত জিরানিয়ার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম দল হিসেবে সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র অর্জন করে নিলো জিরানীয়া মহকুমা। টানা তিন ম্যাচে জয়লাভ করে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্রিকেটের প্লেট গ্রুপে। মঙ্গলবার বিলোনিয়া মহকুমাকে ২ উইকেটে পরাজিত করে জয়ের হ্যাট্রিক করলো অনুপম দে-র ছেলেরা। জামজুরি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বিলোনিয়ার গড়া ৯৭ রানের জবাবে জিরানীয়া মহাকুমা ৮ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিলোনিয়াকে অল্প রানে আটকে দিলেও এক সময় যথেষ্ট চাপে ছিল জিরানীয়া মহকুমা। তখন " বুধির দুর্গে একা কুম্ভ "হয়ে লড়াই করেন রনজয় দাস।

এবং দলকে জয় এনে দিতে মুখ্য ভূমিকা নেন। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বিলোনিয়া মহকুমা মাত্র ৯৭ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে তন্ময় দাস ৬০ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮, আকাশ দাস ১৬ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ এবং তুহিন পাল ২৭ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। জিরানীয়া মহকুমার পক্ষে অনিক পাল ৩৭ রানে তিনটি, লিংকন দাস ১৬ রানে এবং সৌরভ কর ২৬ রানে দুটি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে জিরানীয়া মহকুমা ২৭.৩ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে রনজয় দাস ৪৭ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৭ এবং রামকৃষ্ণ দাস ৪০ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৮ রান। বিলোনিয়া মহকুমার পক্ষে তপন ঘোষ ১৪ রানে চারটি এবং উদয় মিত্র ২০ রানে তিনটি উইকেট দখল করেন। বিলোনিয়া আসরের চার ম্যাচ খেলে দুটি ম্যাচে জয়লাভ করেছে এবং দুটি ম্যাচে পরাজিত হয়েছে।

বৃষ্টি : মাঝপথে খেলা বন্ধ, আজ রিজার্ভ ডে-তে কাঞ্চনপুর ধর্মনগরের ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আবারও বৃষ্টির থাবা। মাঝপথে পরিত্যক্ত হলো ম্যাচ। বুধবার রিজার্ভ ডে-তে পুনরায় হবে খেলা। মঙ্গলবার কাঞ্চনপুর মহকুমার মুখোমুখি হয়েছিল ধর্মনগর মহকুমা। কলেজ স্টেডিয়ামে হয়েছিলো ম্যাচটি। সোমবার রাতে বৃষ্টি হওয়ায় মাঠে আউট ফিল্ড ভিজে যায়। ফলে খেলা শুরু হতে দেরি হয়।

তাতে ওভার কমিয়ে আনা হয় ২৩ শে। ধর্মনগর মহকুমা টসে জয়লাভ করে প্রথমে কাঞ্চনপুর মহকুমাকে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান। কাঞ্চনপুর মহকুমা ৫ ওভার ব্যাট করার পরে শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। ফলে আর খেলা শুরু করা সম্ভব হয়নি।

ওই পাঁচ ওভারে কাঞ্চনপুর ১২ রান করে এক উইকেট হারিয়ে। দলের পক্ষে রাহুল চন্দ্র ৫ রান করে অপরাজিত থেকে যান।

এছাড়া তপন নাথ করেন ৬ রান। ধর্মনগর মহকুমার পক্ষে স্বরব সাহানি ছয় রানে একটি উইকেট দখল করেন। আসরে ধর্মনগর মহকুমা চার ম্যাচ খেলে তিনটিতে জয় পেয়ে সেমিফাইনালের পথে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে। অপরদিকে কাঞ্চনপুর মহকুমা ৩ ম্যাচ খেলে দুটিতে জয় পেয়ে লড়াইয়ে রয়েছে। আজ যে দলই জয় পাবে সেই দলটির সেমিফাইনালে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

ইংল্যান্ডে তিনটের বেশি টেস্ট খেলতে পারেন বুমরাহ, তবে শর্ত একটাই ! জানা গেল বোর্ডের গোপন পরিকল্পনা

ভারতের সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতে জানিয়ে দিয়েছেন, এজবাস্টনে দ্বিতীয় টেস্টে পাওয়া যাবে জসপ্রীত বুমরাহকে। অর্থাৎ, দ্বিতীয় টেস্টে হয়তো তিনি বিশ্রাম নেবেন না। তবে ইংল্যান্ড সফরের আগে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড জানিয়ে দিয়েছিল যে বুমরাহকে তিনটের বেশি টেস্ট খেলানো যাবে না। কোন কোন টেস্টে তিনি খেলবেন তা এখনও জানা যায়নি। তার মধ্যেই খবর, চাইলে তিনটের বেশি টেস্টেও খেলতে পারেন বুমরাহ। তবে তার জন্য একটা শর্ত মানতে হবে।ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রাক্তন স্ট্রেংথ ও কন্ডিশনিং কোচ সোহম দেসাই জানিয়েছেন, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সময়েই বুমরাহের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বোর্ড। তিনি বলেন, "বুমরাহ চোটের কারণে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল থেকে বাদ পড়ার পরেই ওকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বোর্ড। ঠিক করা হয়েছিল যে ইংল্যান্ডে ও তিনটে টেস্ট খেলবে।"

তবে তিনটের বেশি টেস্ট খেলার সম্ভাবনাও রয়েছে ভারতীয় পেসারের। ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে বসে সেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে বুমরাহকেই। সোহম বলেন, "তিনটের বেশি টেস্ট বুমরাহ খেলবে কি না সেটা সম্পূর্ণ বুমরাহ ও ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত। যদি সিরিজ এমন জায়গায় যায় যে ভারতকে জিততেই হবে, সে ক্ষেত্রে বুমরাহ তিনটের বেশি টেস্টও খেলতে পারে। তবে একটা শর্ত মানতেই হবে। ওর শারীরিক ও মানসিক শক্তি খতিয়ে দেখে তবেই তিনটের বেশি টেস্ট খেলার অনুমতি দেবে মেডিক্যাল দল। নইলে ও খেলতে পারবে না।"২০১৪ সালে প্রথম পিঠের চোট ভুগিয়েছিল বুমরাহকে। সেই সময় থেকে তাঁকে চেনেন সোহম। কেন গত বছর অস্ট্রেলিয়ার গিয়ে বুমরাহ আবার চোট পেয়েছিলেন তার কারণ তিনি জানেন। সোহম বলেন, "২০১৪ সালের পর থেকে টেস্টে বুমরাহকে প্রতি দিন একটা নির্দিষ্ট ওভারের বেশি বল করতে নিষেধ করেছিলেন চিকিৎসকেরা। দরকারে দিনে ৫-৭ ওভার বেশি করা যেতে পারে। তবে প্রতিটা স্পেলের মধ্যে বিশ্রাম দিতে হবে। মেলবোর্নে সেই বিশ্রাম বুমরাহ পায়নি। তাই সিডনিতে ও সামলাতে পারেনি। আবার পিঠে চোট পেয়েছিল।"হেডিংলেতে প্রথম টেস্টে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন বুমরাহ। দ্বিতীয় টেস্টে তিনি উইকেট না পেলেও তাঁকে সাবধানে খেলেছেন ইংরেজ ব্যাটারেরা। বুমরাহ থাকলে প্রতিপক্ষ চাপে থাকে। হেডিংলেতে হারের পর এজবাস্টনে জয়ে ফিরতে মরিয়া ভারতীয় দল। এই পরিস্থিতিতে বুমরাহ থাকলে শক্তি বাড়বে শুভমন গিলদের। যা খবর, বুমরাহকে হয়তো দেখা যাবে দ্বিতীয় টেস্টে।

বিতর্ক ভারতের বক্সিংয়ে ! নাবালিকা বক্সারকে নির্যাতনের অভিযোগ মহিলা কোচের বিরুদ্ধে

ভারতের এক খেলায় আবার যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। হরিয়ানার রোহতকে স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (সাই)-এর অধীনে থাকা জাতীয় বক্সিং অ্যাকাডেমির এক মহিলা কোচের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছেন এক নাবালিকা বক্সার। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।ভারতীয় বক্সিং সংস্থা ও সাই জানিয়েছে, তাদের কাছেও অভিযোগ জমা পড়েছে। ১৭ বছর বয়সি এক বক্সার ওই কোচের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। অভিযোগ পেয়ে তদন্ত করে দেখেছে দুই সংস্থাও। তবে তারা জানিয়েছে, কোচের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ তারা পায়নি। এখন জাতীয় স্তরে যুব বক্সারদের শিবির সামলাচ্ছেন তিনি।রোহতক থানায় দায়ের করা এফআইআরে নাবালিকা অভিযোগ করেছেন, এক বার জোর করে সকলের সামনে তাঁকে জামাকাপড় খুলতে বাধ্য করেন ওই কোচ। তাঁকে ওই কোচ অনেক বার চড় মেরেছেন। এমনকি, তাঁর চরিত্রের দিকে আঙুল তুলে সকলের সামনে তাঁর কেরিয়ার নষ্ট করে দেওয়ার হুমকিও নাকি দিয়েছেন তিনি। এই ঘটনায় ওই বক্সার শারীরিক ও মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাই পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি।ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১১৫ ও ৩৫১ নম্বর ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ওই কোচের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি পকসো ধারাতেও মামলা হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁকে আটক বা গ্রেফতার করেনি পুলিশ। তারা জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।এর আগে ভারতীয় কুস্তি সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিংহের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উত্তাল হয়েছিল দেশ। বিনেশ ফোগাট, সাক্ষী মালিক, বজরং পুনিয়ার মতো দেশের প্রথম সারির কুস্তিগিরের দিল্লির যন্তরমন্তরে ধর্না দিয়েছিলেন। সেই ঘটনায় রাজনৈতিক অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগও হয়েছিল। ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। সেই মামলা এখনও বিচারাধীন। তার মধ্যেই এ বার ভারতের আর এক খেলায় একই অভিযোগ উঠল। তবে এ বার কাঠগড়ায় কোনও প্রশাসক নন, এক কোচ।

বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস

--- সুপ্রভাত দেবনাথ

বিশেষ প্রতিবেদন।। আজ ২রা জুলাই। মর্যাদা পূর্ণ দিন। প্রতিবছর ২ জুলাই বিশ্বব্যাপী পালিত হয় বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস। এই দিনটি ক্রীড়া সাংবাদিকদের সম্মান জানাতে ও তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে স্মরণ করার জন্য উৎসর্গিত। ক্রীড়া সাংবাদিকরা শুধু খেলার খবর পরিবেশনই করেন না, বরং তাঁরা খেলাধুলার প্রতি সমাজের আগ্রহ সৃষ্টি ও তা ধরে রাখার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ রাজ্যের ক্রীড়া সাংবাদিকরাও কিন্তু এ বিষয়ে বদ্ধপরিকর।

দিবসটির ইতিহাস:

বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস প্রথম পালিত হয় ১৯৯৪ সালে, যখন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সাংবাদিক সংস্থা (জ্জজ্ঞঞ্ছ) তাদের ৭০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করে। এই সংস্থা ১৯২৪ সালে প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং তার মূল উদ্দেশ্য ছিল ক্রীড়া সাংবাদিকদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ও পেশাগত মান উন্নয়ন করা। এ রাজ্যে এ দিবসটি পালিত হয়ে আসছে ১৯৯২ সাল থেকে, ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের জন্ম লগ্ন থেকে। তখন ছোট্ট পরিসরে হলেও আজ তা বিশাল আয়োজনে উদযাপিত হতে যাচ্ছে। এই ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব ১৯৯৯ সাল থেকে সর্বভারতীয় স্পোর্টস জার্নালিস্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদনপ্রাপ্ত ইউনিট হিসেবে কাজ করে আসছে। সেই এস.জে.এফ.আই আবার এ.আই.পি.এস-এর অনুমোদন প্রাপ্ত সর্বভারতীয় একমাত্র সংগঠন।

ক্রীড়া সাংবাদিকতার গুরুত্ব:

ক্রীড়া সাংবাদিকতা হলো এমন একটি ক্ষেত্র, যেখানে খেলাধুলার ঘটনাগুলিকে সাধারণ মানুষের কাছে উপস্থাপন করা হয় সংবাদ, প্রতিবেদন, বিশ্লেষণ, সাক্ষাৎকার এবং মন্তব্যের মাধ্যমে। একজন ক্রীড়া সাংবাদিক শুধুমাত্র স্কোর বা ফলাফল জানান না, তিনি খেলার পেছনের গল্প, খেলোয়াড়দের আবেগ, সংকল্প ও সংগ্রামের কথাও তুলে ধরেন।

এছাড়াও, তাঁরা ক্রীড়া জগতের অনিয়ম, দুর্নীতি বা পক্ষপাতের বিরুদ্ধেও সচেতনতা সৃষ্টি করেন, যা ক্রীড়া জগতকে স্বচ্ছ ও ন্যায্য রাখতে সহায়তা করে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে:

বর্তমানে ডিজিটাল মিডিয়ার প্রসারে ক্রীড়া সাংবাদিকতা আরও ব্যাপক ও গতিশীল হয়েছে। এখন মুহূর্তেই খবর ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে, এবং সাংবাদিকদের দায়িত্বও বেড়ে গেছে দ্রুত, সঠিক ও দায়িত্বশীল তথ্য প্রদান করা।

তরুণদের জন্য এটি একটি আকর্ষণীয় ও চ্যালেঞ্জিং পেশা হয়ে উঠেছে। যারা খেলাধুলাকে ভালোবাসেন ও লেখালেখিতে আগ্রহী, তাঁদের জন্য এটি হতে পারে একটি উজ্জ্বল ক্যারিয়ার পাথ।

উপসংহার:

বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, এটি ক্রীড়া সাংবাদিকদের কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের একটি সুযোগ। পাশাপাশি আপামর ক্রীড়াবিদ ক্রীড়া প্রেমীদের সঙ্গে ক্রীড়া সাংবাদিকদের মেলবন্ধনের একটি নিখুঁত মুহূর্ত। ক্রীড়া জগতের এই নীরব সৈনিক হিসেবে আমরা সম্মানিত হই। আর আমরা সম্মান জানাই সংশ্লিষ্ট সকল ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া সংগঠক এবং ক্রীড়া প্রেমীদের, যাঁরা মূলতঃ আমাদের খেলাধুলার আনন্দে সম্পৃক্ত রাখেন প্রতিদিন, প্রতিক্ষণে।

সিনিয়র স্টেট মিট ক্রিকেটে ঘাম ঝরানো জয় পেলো লংতরাইভ্যালি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সহজ ম্যাচকে কঠিন করে জিতলো লংতরাইভ্যালি মহকুমা। আসরের চার ম্যাচ খেলে দুটিকে জয় পেয়ে সেমিফাইনালের আশা টিকিয়ে রাখলো লংতরাইভ্যালি মহকুমা। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্রিকেটের প্লেট গ্রুপে। রাঙ্গামাটি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে লংতরাইভ্যালি মহকুমা ১ উইকেটে পরাজিত করে অমরপুর মহকুমাকে। এদিন বিফলে গেলো দেবত্তোম ঘোষের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স। মঙ্গলবার সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে অমরপুর মহকুমা ব্যাটিং ব্যর্থতায় মাত্র ৬১ রান করতে সক্ষম হয়। দলের হয়ে মিটল অর্ডার ব্যাটসম্যান দেবত্তোম ঘোষ যদি কিছুটা রুখে না দাঁড়াতেন তাহলে দলীয় স্কোর সম্ভবত ৩০ রানের গণ্ডি পার হতো না। ঘরের মাঠে আরও লজ্জাজনক পরাজয় হতে পারতো অমরপুর মহকুমার। দলের পক্ষে দেবত্তোম ৫১ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। লংতরাইভ্যালি মহকুমার পক্ষে কাজল সূত্রধর ১১ রানে পাঁচটি, রোহিত গুপ্তা ১৮ রানে এবং দীপাঞ্জন দাস ২২ রানে দুটি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে লংতরাইভ্যালি মহকুমা ৯ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে অর্ঘ্যদীপ চৌধুরী ৭৭ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ এবং দিকসন দেববর্মা ১৯ বল খেলে একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। দল অতিরিক্ত খেতে পায় ১১ রান। অমরপুর মহকুমার পক্ষে রঞ্জিত ঘোষ ১১ রানের এবং দেবত্তোম ঘোষ ১৮ রানে চারটি করে উইকেট দখল করেন।

কমলপুরকে নাস্তানুবাদ করে সেমিফাইনালে সদর মহকুমা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের হ্যাট্রিক করে সেমিফাইনালের টিকিট কেটে নিলো শক্তিশালী সদর মহকুমা। মঙ্গলবার কমলপুর মহকুমাকে হেলায় পরাজিত করলো নিরুপম সেনের সদর মহকুমা। রাজ্য সিনিয়র ক্রিকেটের এলিট গ্রুপে। সদর জয়লাভ করে ২৩১ রানের বড় ব্যবধানে।

পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে সদরের গড়া ২৫৫ রানের জবাবে কমলপুর মহকুমা মাত্র ২৪ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের কৌশল আচার্য্য অর্ধশতরান করেন।

এছাড়া বল হাতে বিধ্বংসী ছিলেন ভিকি সাহা। সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে সদর মহকুমা নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে ২৫৫ রান করে। দলের পক্ষে কৌশল আচার্য ৪৫ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৪, নিরুপম সেন চৌধুরী ৩২ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১, আনন্দ ভৌমিক ৩৩ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি সাহায্যে ২৮, দলনায়ক নিরুপম সেন ৪২ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬, অর্কজিৎ রায় ৩৯ বল খেলে একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫, ঋতুরাজ ঘোষ রায় ২৮ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ এবং অর্জুন দেবনাথ ২৯ বল খেলে একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ রান করেন। কমলপুর মহকুমার পক্ষে অনিরুদ্ধ দাস ৩২ রানে, আব্দুল কালাম ৪৩ রানে, বাপ্পি শুক্ল বৈদ্য ৪৫ রানে এবং দীপঙ্কর শীল ৬৭ রানের দুটি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে সদর মহকুমার বোলারদের পেস এবং স্পিন আক্রমণে ২২ গজে কার্য্যত লুটিয়ে পড়েন কমলপুর মহকুমার ব্যাটসম্যানরা। দল মাত্র ২৪ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৮ রান করেন বাপ্পি শুক্ল বৈদ্য। সদর মহকুমার পক্ষে ভিকি সাহা ৬ রানে পাঁচটি, অর্জুন দেবনাথ ১৭ রানে তিনটি এবং অর্কজিৎ রায় ১ রানে দুটি উইকেট দখল করেন। গ্রুপে পরপর তিনটি ম্যাচে জয়লাভ করে প্রথম দল হিসেবে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল সদর মহকুমা।

রোহিত-কোহলিদের বাংলাদেশ সফর এখনও বিশ বাঁও জলে ! বিকল্প ভাবনা শুরু বিসিবি-র

সূচি অনুযায়ী, অগস্ট মাসে বাংলাদেশ সফরে যাওয়ার কথা ভারতের। ১৭ অগস্ট থেকে সে দেশে তিনটে এক দিনের ও তিনটে টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সিরিজ খেলার কথা তাদের। কিন্তু সেই সিরিজ হবে কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। ভারত বাংলাদেশে খেলতে যাবে কি না তা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি।বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম জানিয়েছেন, তাঁরা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছেন। আমিনুল বলেন, "ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে আমাদের ইতিবাচক কথা হয়েছে। কিন্তু ওরা ভারত সরকারের অনুমতির অপেক্ষায় আছে। এমন নয় যে, অগস্ট-সেপ্টেম্বরেই সিরিজ করাতে হবে। আমরা আলোচনা করছি যাতে সিরিজটা হয়। যদি সেই সময় না হয় তা হলে অন্য কোনও সময় সেই সিরিজ খেলা যেতে পারে।"বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতির কথা থেকে স্পষ্ট, তাঁরা আন্দাজ পেয়েছেন যে নির্ধারিত সূচি মেনে সিরিজ হয়তো হবে না। অর্থাৎ, এখনই ভারত সরকার দলকে সে দেশে পাঠাবে না। কিন্তু ভারত খেলতে না গেলে বাংলাদেশ বোর্ডের অনেক ক্ষতি হবে। তাই যে ভাবে হোক সিরিজ করাতে চাইছে তারা। সেই কারণেই বিকল্প ভাবনা ভাবছে বোর্ড।বাংলাদেশে পালাবদলের পর থেকে ভারতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক খারাপ হয়েছে। তখনই কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, বাংলাদেশের সঙ্গে ক্রিকেটীয় সম্পর্ক রাখবে না তারা। অর্থাৎ, সে দেশে দল পাঠানো হবে না। পালাবদলের পরেও মাঝেমাঝেই অশান্তি হচ্ছে বাংলাদেশে। এই পরিস্থিতিতে ভারতের সিদ্ধান্ত বদলের সম্ভাবনা কম। ফলে সিরিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।গত বছর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। গত মাসে টেস্ট থেকেও অবসর নিয়েছেন তাঁরা। ভারতের হয়ে তাঁরা এখন শুধু এক দিনের ম্যাচ খেলবেন। বাংলাদেশে ভারত খেলতে গেলে এক দিনের দলে বিরাট ও রোহিতকে দেখা যেত। কিন্তু তাঁদের বাংলাদেশে খেলতে দেখা যাবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন দিন দিন বাড়ছে। এখন দেখার, এই সিরিজ নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড কী সিদ্ধান্ত নেয়।

হ্যারি কেনের জোড়া গোলে জয় বায়ার্নের, ক্লাব বিশ্বকাপের শেষ আটে জার্মানির ক্লাবের সামনে পিএসজি

বায়ার্ন মিউনিখের বিরুদ্ধে লড়াই করেও হারতে হল ফ্ল্যামেঙ্গোকে। ব্রাজিলের ক্লাবকে হারিয়ে ক্লাব বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিল জার্মানির ক্লাব। বায়ার্নের হয়ে জোড়া গোল করেন হ্যারি কেন। কোয়ার্টার ফাইনালে কঠিন চ্যালেঞ্জ বায়ার্নের সামনে। তাদের মুখোমুখি পিএসজি। লিয়োনেল মেসির ইন্টার মায়ামিকে উড়িয়ে শেষ আটে উঠেছে প্যারিসের ক্লাব।খেলার শুরুতেই এগিয়ে যায় বায়ার্ন। ৬ মিনিটের মাথায় জোশুয়া কিমিচের শট হেড করে বার করতে গিয়ে নিজের জালেই জড়িয়ে দেন ফ্ল্যামেঙ্গোর এরিক পুলগার। তিন মিনিট পরেই ব্যবধান বাড়ান কেন। ১০ মিনিটের মধ্যে ০-২ গোলে পিছিয়ে পড়লেও লড়াই ছাড়েনি ফ্ল্যামেঙ্গো। ৩২ মিনিটের মাথায় ম্যানুয়েল ন্যুয়েরকে পরাস্ত করে ব্যবধান কমান গার্সন।প্রথমার্ধে ৪১ মিনিটের মাথায় বায়ার্নের হয়ে তৃতীয় গোল করেন লিয়ন গোরেৎজকা। ফলে দু'গোলের ব্যবধানে আবার এগিয়ে যায় জার্মানির ক্লাব। প্রথমার্ধের শেষ দিকে নিশ্চিত গোল বাঁচিয়ে দেন ন্যুয়ের। ফলে দুই গোলের ব্যবধানেই বিরতিতে যায় বায়ার্ন।দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে গোল করার মরিয়া চেষ্টা করতে থাকে ফ্ল্যামেঙ্গো। ৫৫ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি থেকে তাদের দ্বিতীয় গোল করেন জর্জিনহো। কিন্তু তাদের সব আশায় জল ঢেলে দেন কেন। ৭৩ মিনিটে কিমিচের ক্রস থেকে নিজের দ্বিতীয় ও দলের চার নম্বর গোল করেন তিনি। ক্লাব বিশ্বকাপে এটা তাঁর তৃতীয় গোল। আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি ফ্ল্যামেঙ্গো। মায়ামির হার্ডরক স্টেডিয়ামে ৬৫ হাজার দর্শকের সামনে ৪-২ গোলে জিতে মাঠ ছাড়ে বায়ার্ন।কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি বায়ার্ন ও পিএসজি। শেষ বার এই দুই দল খেলেছিল ২০২০ সালের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে, সে বার বায়ার্নের কাছে ১-০ হারতে হয়েছিল পিএসজিকে। এ বার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছে তারা। ফলে লুই এনরিকের দলের সামনে সুযোগ বায়ার্নকে হারিয়ে পাঁচ বছর আগের হারের বদলা নেওয়ার।

দ্বিতীয় টেস্টের আগে গম্ভীরকে 'অজুহাত' খুঁজতে বারণ প্রাক্তন সতীর্থের

গৌতম গম্ভীর দায়িত্ব নেওয়ার পর মাত্র তিনটে টেস্ট জিতেছে টিম ইন্ডিয়া। তার মধ্যে দুটো আবার ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। আর একটি অস্ট্রেলিয়ায়। ইংল্যান্ড সফরও শুরু হয়েছে হার দিয়ে। অথচ তিনি যা চেয়েছেন, নির্বাচকরা সেটাই দিয়েছেন। আর কোনও অজুহাতের জায়গা নেই, এবার ফল দিতেই হবে। বার্মিংহামে দ্বিতীয় টেস্টের আগে 'গুরু' গম্ভীরকে মনে করিয়ে দিলেন প্রাক্তন সতীর্থ আকাশ চোপড়া।

অনেকেই চেয়েছিলেন টেস্টে ভারতের অধিনায়ক হোক জশপ্রীত বুমরাহ বা কেএল রাহুল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেছে নেওয়া হয় শুভমান গিলকে।

ত্রিপুরার পর্যটনকে বিশ্ব মানচিত্রে তুলে ধরা প্রয়াস অব্যাহত ঃ সুশান্ত

আগরতলা, ১ জুলাই : পর্যটকদের সুবিধার্থে এবং রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে বিশ্ব মানচিত্রে তুলে ধরতে ক্রমাগত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে দপ্তর। আজ কুমিল্লা ভিউ ট্যুরিষ্ট লজের নিমার্ণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শনে গিয়ে একথা বলেন পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

এদিন পর্যটন মন্ত্রী বলেন, কমলাসাগরস্থিত কসবেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে কুমিল্লা ভিউ ট্যুরিষ্ট বর্তমানে কসবা ভিউ লজ কে জরাজীর্ণ অবস্থা থেকে নবকলবরে সাজিয়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে।

আগামী কিছুদিনের মধ্যেই এই লজের নির্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হবে। আজ এলাকার বিধায়িকা, পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা এবং অন্যান্য আধিকারিকগণদের সঙ্গে নিয়ে এই ট্যুরিষ্ট লজের নিমার্ণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন তিনি।

তাঁর কথায়, ১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন পর্যটন পরিকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এই ক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত উন্নয়নেও বিশেষ নজর দিচ্ছে পর্যটন দপ্তর। এদিন তিনি প্রতিটি কাজের গুণগত মান বজায় রেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্মাণ কার্য্য সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শান্তিরবাজারে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১ জুলাই: তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং শান্তিরবাজার পুর পরিষদের সহযোগিতায় আগামী ৬ জুলাই শান্তিরবাজার মুকুট অডিটোরিয়ামে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হবে। এ উপলক্ষে গতকাল শান্তিরবাজার পুর পরিষদের কার্য্যালয়ে চেয়ারপার্সন স্বপ্না বৈদ্যের সভাপতিত্বে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শান্তিরবাজার পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন সত্যব্রত সাহা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি নেপাল চন্দ্র দাস, বিভিন্ন ওয়ার্ড-এর কাউন্সিলারগণ সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রতিনিধি ও মহকুমা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণ উপস্থত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানকে সুন্দর ও সাফল্যমন্ডিত করে তোলার লক্ষ্যে পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন স্বপ্না বৈদ্যকে কার্য্যকরী কমিটির চেয়ারম্যান করে একটি মূল কমিটি ও কয়েকটি উপকমিটি গঠন করা হয়েছে।

সাফল্যের জন্য চাই সততা নিষ্ঠা ও কঠোর শ্রম: শিল্পমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই: ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি সেক্টরে প্রশিক্ষণ নেবার লক্ষ্যে আজ ২৪ জনের (দ্বিতীয় ব্যাচ) এক প্রশিক্ষণার্থীদল কলকাতার উদ্দেশ্যে রাজ্য ত্যাগ করেছে। এতে ৫ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থী রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনে দক্ষতা উন্নয়ন অধিকার ৭২ দিনব্যাপী কলকাতার বারাসতে বিনামূল্যে এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। সহযোগিতায় রয়েছে ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি সেক্টর স্কিল কাউন্সিল। আজ বিকেলে ইন্দ্রনগরস্থিত মহিলা আইটিআই ভবনের সামনে সবুজ পতাকা নেড়ে ২৪ জন প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে এমবিবি বিমানবন্দরগামী বাস যাত্রার সূচনা করেন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা। এই বাসের ২৪ জন প্রশিক্ষণার্থী আজ সন্ধ্যা ৭টার বিমানে কলকাতার উদ্দেশ্যে রাজ্য ত্যাগ করবে।

এ উপলক্ষ্যে ইন্দ্রনগরস্থিত মহিলা আইটিআই ভবনের কনফারেন্স হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা সর্বপ্রথমে প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, সাফল্যের জন্য চাই সততা, নিষ্ঠা ও কঠোর শ্রম। এর বিকল্প নেই। তিনি বলেন, আমরা চাই রাজ্যের ছেলেমেয়েরা আত্মনির্ভড় হোক, রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করুক। এলক্ষ্যেই মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এ প্রকল্পে প্রতি বছর রাজ্যে ১০ কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। আজ রাজ্যে জাতি, জনজাতি অংশের যুবক যুবতীরা এ প্রকল্প গ্রহণ করে রাজ্য, বহিঃরাজ্য ও বিদেশে কর্মসংস্থানের পথ খুঁজে পেয়েছে। বিগত দিনে এ ধরণের উদ্যোগ তেমন দেখা যায়নি। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যুবক যুবতীদের স্বাবলম্বী করার জন্য নানা প্রকল্প গ্রহণ করেছে। যে যে সেক্টরে উপযুক্ত তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের আইটিআই গুলিতেও বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রাজ্যের স্বসহায়ক দলগুলিকেও ঋণ দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে রাজ্যে প্রায় ৮০ হাজার লাখপতি দিদি রয়েছেন।

স্বাগত জানিয়ে দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা এস সি দাস বলেন, এ প্রকল্পে প্রথম ব্যাচে ৪২ জন যুবক যুবতীকে কলকাতার বারাসতে পাঠানো হয়েছিল। যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ নিয়ে তাদের মধ্যে অনেকে আজ মুম্বাই, কলকাতা, চন্ডীগড়, পুনে, গোয়া প্রভৃতি স্থানে কাজ করছে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন এসেনসিভ এডুকেয়ার প্রাইভেট লিমিটেডের জিএম নরেন্দ্রনাথ পাল। এই সংস্থা প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দেবে। অনুষ্ঠানে ১ম ব্যাচের ৩ জন সফল প্রশিক্ষণার্থীকে শিল্পমন্ত্রী সহ অতিথিগণ শংসাপত্র তুলে দেন এবং প্রথম ব্যাচের সফল হওয়া যুবক যুবতীদের সাফল্য ভিডিয়োর মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের যুগা অধিকর্তা সতীর্থা পাল, মহিলা আইটিআই-এর অধ্যক্ষ ভাস্কর দেববর্মা, বয়েজ আইটিআই-এর অধ্যক্ষ জরিন্দ্র ত্রিপুরা প্রমুখ।

দিনদুপুরে গৃহস্থের সর্বস্ব লুট করলো চোরের দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১ জুলাই: দিনদুপুরে গৃহস্থের সর্বস্ব লুট করলো চোরের দল। ঘটনা উদয়পুর ধ্বজনগর কলেজটিলা এলাকায়। ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ এসে গোটা ঘটনার তদন্ত করে গেছে। তবে দিনদুপুরে এধরনের ঘটনায় এলাকা জুড়ে তীব্র আতঙ্ক লক্ষ করা গেছে।

ঘটনার বিবরনে যায়, ধ্বজনগর কলেজটিলা এক নং ওয়ার্ড এলাকায় কৃষ্ণগোপাল দাস বিশ্বাসের বাড়িতে দিনদুপুরে চুরি কাণ্ড সংঘটিত করেছে চোরের দল। আজ দুপুর ১১ টা নাগাদ তারা বাড়ি থেকে কাজে বেরিয়ে যান। কয়েক ঘন্টা পর ঘরে এসে দেখতে পান ঘরের দরজার তালা ভাঙ্গা। আলমারিতে থাকা নগদ ১০-১৫ হাজার টাকা এবং প্রায় ৫-৬ ভরি স্বর্ণালংকার নিয়ে চম্পট দেয় চোরের দল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দুঃসাহসিক এধরনের চুরিকাণ্ডে

স্থানীয়দের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনায় একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বন ধ্বংস না করে বিকল্প আয়ের সুযোগ তৈরি করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে: বনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১ জুলাই: "একটি গাছ একটি প্রাণ" এই শ্লোগানকে সামনে রেখেই গাছ লাগানোর উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। বন ধ্বংস না করে বিকল্প আয়ের সুযোগ তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি বন ধ্বংসকারীর বিরুদ্ধে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আজ খোয়াই মহকুমার বেহেলাবাড়িতে রাজ্যভিত্তিক ৭৬তম বনমহোৎসবের উদ্বোধন করে বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে বনমন্ত্রী আরও বলেন, বনজসম্পদকে ভিত্তি করে আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে রাজ্যে ইন্দো-জার্মান ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এবং জাইকা প্রকল্পে নানা কর্মসূচি রূপায়িত হয়। রাজ্যে জাইকা প্রকল্পের মাধ্যমে গাছ সংরক্ষণের লক্ষ্যে ১৩০০টি চেকডেম তৈরি করা হয়েছে। বন ধ্বংসের কারণে রাজ্যে বনের আয়তন কিছুটা কমে গেছে। তাই এবার ৬ লক্ষ ৫০ হাজার চারা গাছ লাগানো হয়েছে। আগামী ৫ বছরে বিভিন্ন খালি জায়গায় বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে বনকে পূর্বের স্থানে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। একটি গাছ মায়ের নামে, ভাই-বোন ও আত্মীয়স্বজনের নামে রোপনের জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সাংসদ কৃতিদেবী দেববর্মণ বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে সকলকে বন রক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বনকে ভিত্তি করে রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে উন্নতি করতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা বিধানসভার সরকারি মুখ্যসচেতক বিধায়ক কল্যাণী সাহা রায় বলেন, মানব জীবনে মনবহোৎসবের গুরুত্ব রয়েছে। সুস্থভাবে বাঁচতে হলে বন রক্ষা করতে হবে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস, এডিসি"র কার্য্যনির্বাহী সদস্য অনন্ত দেববর্মা, তুলাশিখর ব্লকের বিএসি"র চেয়ারম্যান প্রদীপ দেববর্মা, পুলিশ সুপার রণদিত্য দাস, খোয়াই জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অভিজিৎ চক্রবর্তী, বনদপ্তরের পিসিসিএফ আর কে সামল প্রমুখ। বনমহোৎসব উপলক্ষ্যে বেহেলাবাড়ি ভিলেজ মাঠের বিভিন্ন স্থানে বনমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ বৃক্ষরোপন করেন। বনমহোৎসব উপলক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের জেএফএমসি এবং ফরেস্ট প্রোটেকশান ইউনিটগুলিকে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও বনমহোৎসব উপলক্ষ্যে ১৯টি প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়।

চোরের উপদ্রবে নাজেহাল উত্তর জেলার সাধারণ মানুষ

প্রশাসনিক নজরদারি আরো জোরদার করার দাবি স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১ জুলাই: চোরের উপদ্রবে নাজেহাল উত্তর জেলাবাসী। আর এর অধিকাংশ চুরির ঘটনাগুলি সংঘটিত হচ্ছে কদমতলা, চুরাইবাড়ি সহ শনিছড়া এলাকায়। পুলিশি প্রহরা থাকা সত্ত্বেও চোরের দল প্রতি রাতেই গৃহস্থের বাড়ি ঘরে হানা দিচ্ছে। গতকাল অর্থাৎ সোমবার রাতে পূর্ব চুরাইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নেতাজী পাড়ার ৬নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রশান্ত দাস ও আসকর আলীর বাড়িতে পর পর হানা দেয় ডাকাত দল।

প্রথমে প্রশান্ত দাসের বাড়িতে প্রবেশ করে উনার বাইকটি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করলেও বাইকটি লক থাকায় এবং শব্দ পেয়ে বাড়ির মালিক উঠে পড়ায় তা আর সম্ভব হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে যায় চোরেরা। কিন্তু একইভাবে পাশের বাড়ির আসকর আলীর বাড়িতে হানা দিয়ে তার কালো রংয়ের টি আর ০৫ - সি - ৭৮৪২ নম্বরের পালসার বাইকটি নিয়ে পালিয়ে যায় ডাকাত দল। এতে একই রাতে দুটি বাড়িতে হানা দেওয়ায় স্বাভাবিকভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে গ্রামবাসীরা। তাছাড়াও কিছুদিন পূর্বে প্রশান্ত দাসের দোকান থেকে প্রচুর পরিমাণ চেরাই কাঠ নিয়ে যায় চোরের দল। এছাড়াও সপ্তাহখানেক পূর্বে রেল গুদাম সংলগ্ন মিনা দেবীর বাড়িতে হানা দিয়ে ডাকাত দল সর্বস্ব হাতিয়ে নেয়। এভাবে পরপর চুরি ও ডাকাতির ঘটনায় এক প্রকার আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন সাধারণ মানুষ। আর এই চোর ডাকাতদের পেছনে জড়িত অধিকাংশই ড্রাগসের মরণ নেশায় আক্রান্ত যুবকরা একান্ড সংঘটিত করছে বলে জানা যায় পুলিশ সূত্রে। ফলে তারা প্রাণের ভয়কে উপেক্ষা করে গৃহস্তের বাড়িতে হানা দিচ্ছে। এতে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এদিকে এই ডাকাতির ঘটনা জানিয়ে মঙ্গলবার সকাল এগারোটায় চুরাইবাড়ি ও পূর্ব চুরাইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের শতাধিক গ্রামবাসীরা চুরাইবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন এবং চোর ও ডাকাতদের আটক করে আইনের আওতায় আনার অনুরোধ জানান। অপরদিকে,পুলিশও অভিযোগ হাতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে অভিযানে নেমে পড়ে। এখন দেখার পুলিশ এইসব নেশা সেবনকারী চোর, ডাকাতদের কতটুকু বাগে আনতে পারে।

বিধান শিশু উদ্যান মেধা অন্বেষার উদ্যোগে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই: সমাজসেবী বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের জন্মবার্ষিকীতে রাজ্যের স্বনামধন্য সামাজিক সংস্থা বিধান শিশু উদ্যান মেধা অন্বেষা তাই সমাজ সেবার মাধ্যমেই ডাঃ রায়ের জন্মবার্ষিকী পালন করল। এই উপলক্ষ্যে রাজধানীর ৫টি বনেদী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকশিক্ষিকাদের নিয়ে সংস্থা বেশ কিছু ফলের চাড়া রোপন করে বিদ্যালয়গুলিতে।

প্রথমে মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের নিয়ে ফলের চাড়া রোপন করেন সংস্থার রাজ্য কমিটির সদস্য তথা গ্রামীন কৃষি ও সমবায় ব্যাংকের ভাইস চেয়ারপার্সন পূর্ণিমা রায় সঙ্গে ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা টুলুরানী দেবী। এরপর ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের প্রাথমিক বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বৃক্ষরোপনে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সমীর রঞ্জন দাস ও সংস্থার পক্ষ্যে রাজ্য কমিটির সদস্য তথা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মৌমিতা মজুমদার সহ অন্যান্য শিক্ষকশিক্ষিকারা তেমনি ডঃ বি. আর আম্বেদকর উচ্চ বিদ্যালয়ের বৃক্ষরোপনে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার রাজ্য কমিটির সদস্য তথা শিক্ষক মৃনাল ঘোষ ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ববিতা মজুমদার।

এরপর বানীবিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেনি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের সঙ্গে নিয়ে বৃক্ষরোপনে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার রাজ্য কমিটির কনভেনার তথা শিক্ষক মনোজ রায় ও যুগ্ম কনভেনার তথা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আবদুল হক। অনুষ্ঠানে এনএসএস এর স্বেচ্ছাসেবী সহ প্রোগ্রাম অফিসার শ্যামল দে ও প্রধানশিক্ষক শংকর সাহা উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র স্মৃতিবিদ্যামন্দিরের বৃক্ষরোপনে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকশিক্ষিকাদের নিয়ে সংস্থার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির যুগ্ম কনভেনার আবদুল হক ও সদর জেলা কমিটির কনভেনর তথা বিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যক্ষ শর্বরী দেব রায় পাল ও যুগ্ম কনভেনার বিপ্লব চক্রবর্তী। এক সাক্ষাৎকারে সংস্থার রাজ্য কমিটির কনভেনার মনোজ রায় জানিয়েছেন প্রতি জন্মবার্ষিকীতে সংস্থা বৃক্ষরোপন চালিয়ে যাবে।।

দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে নেশামুক্ত সমাজ গঠন করা সম্ভব: সমাজকল্যাণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই: সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আজ আগরতলা টাউন হলে আন্তর্জাতিক মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে এক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে নেশামুক্ত সমাজ গঠন করা সম্ভব। সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান ছাড়াও গ্রামীণ এলাকাগুলিতে পথনাটক, প্রচার অভিযান ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজে সচেতনতামূলক বার্তা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও রাজ্যের স্বসহায়ক দলের মহিলা সদস্যদের মাধ্যমে নেশার কুফল সম্পর্কে বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। নেশার ভয়াবহ দিক সম্পর্কে যুব সমাজকে বিশেষভাবে সচেতন করার উপর সমাজকল্যাণমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস বলেন, আন্তর্জাতিক মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে গত ১ জুন থেকে ২৬ জুন পর্যন্ত রাজ্যের প্রতিটি জেলায় দপ্তরের উদ্যোগে নানা কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। এই কর্মসূচিকে সফলভাবে রূপায়ণ করার জন্য ৩টি জেলাকে সেরা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথম স্থান হিসেবে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা, দ্বিতীয় স্থান হিসেবে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা এবং তৃতীয় স্থান হিসেবে সিপাহীজলাকে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও এই দিবস উপলক্ষ্যে আন্তঃ স্কুল এবং আন্তঃ কলেজগুলিতে বিতর্ক, স্লোগান এবং পোস্টার লিখন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিলো। আজ অনুষ্ঠান মঞ্চে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, এন্টি নারকোটিকসের এস.পি. প্রিয়া মাধুরী মজুমদার, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক মেঘা জৈন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও অংশগ্রহণ করে।

কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের মন্তব্যের প্রতিবাদে বিজেপির বিক্ষোভ মিছিল বাগবাসায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১ জুলাই: উত্তর জেলার বাগবাসা মন্ডলের শনিছড়া বাজারে কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের জনজাতি সম্প্রদায়ের উপর কুমন্তব্যের প্রতিবাদে এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন বাগবাসার বিধায়ক যাদবলাল নাথ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুবরাজনগর আরডি ব্লকের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, বাগবাসা মন্ডলের এসটি মোর্চার সভাপতি গীতা হালাম সহ অন্যান্য নেতৃত্বগণ সহ বিপুল সংখ্যক কর্মী সমর্থকরা।বিক্ষোভকারীরা সুদীপ রায় বর্মনের মন্তব্যকে জনজাতি সম্প্রদায়ের প্রতি চরম অবমাননাকর বলে আখ্যা দেন এবং তার বিরুদ্ধে অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। মিছিলকারীরা শ্লোগান তোলেন যাতে জনজাতিদের মর্যাদা রক্ষায় দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া হয়।

দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্তকে আর্থিক সাহায্য প্রধানমন্ত্রীর, ধন্যবাদ সাংসদ রাজীবের

আগরতলা, ১ জুলাই : দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত দক্ষিণ ত্রিপুরা নিবাসী ময়নাবালা নাথের উন্নত চিকিৎসা জন্য পিএম রিলিফ ফান্ডের তরফ থেকে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তর জেলার অন্তর্গত কাঞ্চনপুর বিধানসভার রাধামাধবপুর এলাকার নিবাসী ময়নাবালা নাথ দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে ভুগছেন। পরিবারটি আর্থিকভাবে অত্যন্ত অসচ্ছল হওয়ায় চিকিৎসা ব্যয় বহন করা সম্ভব হচ্ছিল না।

এই পরিস্থিতিতে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্যের সাথে যোগাযোগ করলে তিনহ প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল —এ আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। ওই আবেদনে সাড়া দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেবল আবেদন গ্রহণ করেননি, বরং ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ টাকা) আর্থিক অনুদান মঞ্জুর করে মানবিকতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

তাঁর কথায়, এই অনুদান শুধুমাত্র একটি আর্থিক সহায়তা নয়, এটি একটি অসহায় পরিবারের জন্য আশা, সম্মান ও প্রাণের স্পন্দন। জনগণের রক্ষাকর্তা সকলের অভিভাবক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে তিনি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

রেল যাত্রীদের জন্য সুখবর ! চালু হলো "রেলওয়ান" অ্যাপ: এক ছাতার তলায় সব পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই: রেল যাত্রীদের সুবিধার্থে ভারতীয় রেলওয়ে নিরন্তর নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। আধুনিক ট্রেন চালু করা, স্টেশনগুলির পুনর্গঠন, পুরনো কোচকে নতুন এলএইচবি কোচে রূপান্তরিত করা - গত দশকে এই ধরনের বহু পদক্ষেপ যাত্রীদের অভিজ্ঞতা উন্নত করেছে। এবার সেই যাত্রাপথে যুক্ত হলো আরও একটি নতুন মাত্রা।

সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেমস-এর ৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আজ নয়াদিল্লির ইন্ডিয়া হ্যাবিট্যাট সেন্টারে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব নতুন অ্যাপ "রেলওয়ান" -এর উদ্বোধন করেছেন। এই অ্যাপটি রেলযাত্রীদের সঙ্গে রেলের যোগাযোগ আরও উন্নত করার দিকে বিশেষভাবে নজর দিয়েছে। """রেলওয়ান" অ্যাপটি একটি সর্বাঙ্গীণ এবং ব্যবহারকারী-বান্ধব অ্যাপ্লিকেশন, যা বর্তমানে অ্যান্ড্রয়েড প্লে স্টোর এবং আইওএস অ্যাপ স্টোরে ডাউনলোডের জন্য উপলব্ধ। এটি রেল যাত্রীদের জন্য একাধিক পরিষেবা একটি প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এসেছে। এই অ্যাপের মাধ্যমে সংরক্ষিত ও প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেনার ক্ষেত্রে ৩ু ছাড় পাওয়া যাবে। এছাড়াও, যাত্রীরা তাদের ট্রেনের লাইভ অবস্থান সহজেই জানতে পারবেন এবং যেকোনো অভিযোগ সরাসরি অ্যাপের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে পারবেন। শুধু তাই নয়, "রেলওয়ান" অ্যাপ ই-ক্যাটারিং, পোর্টার বুকিং এবং শেষ গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য ট্যাক্সি বুকিংয়ের মতো সুবিধাও প্রদান করে, যা রেল যাত্রীদের অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করবে। সংরক্ষিত টিকিট অবশ্য পূর্বের মতোই আইআরসিটিসি -এর মাধ্যমে উপলব্ধ থাকবে। তবে ট্রুশ্বনঞ্জদ্রত্র অ্যাপকেও আইআরসিটিসি দ্বারা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যেমনটা অন্যান্য বাণিজ্যিক অ্যাপগুলি আইআরসিটিসি -এর সঙ্গে অংশীদারিত্বে কাজ করে। "রেলওয়ান" অ্যাপে একটি সিঙ্গেল-সাইন-অন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেখানে দ্বঞ্জজ্ঞ বা বায়োমেট্রিকের মাধ্যমে লগইন করা যাবে। এটি বিদ্যমান রেল সংযোগ এবং ইউটিএস অ্যাকাউন্টের শংসাপত্রও সমর্থন করে। অ্যাপটি স্থান-সাশ্রয়ী, কারণ একাধিক অ্যাপ ইনস্টল করার আর প্রয়োজন হবে না।

রেলমন্ত্রী সিআরআইএস-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে পুরো দলকে অভিনন্দন জানান। তিনি সিআরআইএস-কে ভারতীয় রেলওয়ের ডিজিটাল কোরকে আরও শক্তিশালী করার উপর জোর দিতে আহ্বান জানান। মন্ত্রী ঋট্রজ্জছ দলকে বিদ্যমান পিআরএস আপগ্রেড করার ক্ষেত্রে তাদের অগ্রগতির জন্য প্রশংসা করেন। এই আধুনিক পিআরএস আরও দ্রুত, বহুভাষিক এবং বর্তমান লোডের ১০ গুণ বেশি পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। এটি প্রতি মিনিটে ১.৫ লক্ষ টিকিট বুকিং এবং ৪০ লক্ষ অনুসন্ধান পরিচালনা করতে সক্ষম হবে।নতুন পিআরএস হবে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক। এতে আসন পছন্দ এবং ভাড়ার ক্যালেন্ডারের জন্য উন্নত কার্যকারিতা থাকবে, এবং দিব্যাঙ্গজন, ছাত্রছাত্রী এবং রোগীদের জন্য সমন্বিত বিকল্প অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "বিকাস যাত্রা"র একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ভারতীয় রেল দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। "রেলওয়ান" অ্যাপের উদ্বোধন প্রযুক্তিকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এবং প্রতিটি যাত্রীকে বিশ্বমানের গতিশীলতা প্রদানের জন্য ভারতীয় রেলের প্রতিশ্রুতিরই পুনর্নিশ্চিতকরণ।

বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত সালেমা কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, বিক্ষোভ এভিবিপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই: দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে রয়েছে সালেমা কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়। তাই মঙ্গলবার দিন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তালাবন্দি করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

সালেমা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীন সালেমা কলোনী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়টি দীর্ঘদিন ধরে নানা সমস্যায় জর্জরিত। বিদ্যালয়ে বিষয় শিক্ষক এর অভাব যেমন রয়েছে তেমনি নেই পানীয় জলের সুব্যবস্থা। এমনকি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাকৃতিক কাজ সারাই করার ব্যবস্থাটুকু পর্যন্ত গড়ে তোলা হয়নি। বিদ্যালয়ের পুরানো দালান বাড়ী থেকে খসে পড়ছে প্লাস্টার। এতে দুর্ঘটনা আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। তাই অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সালেমা নগর শাখা গত ৩দিন আগে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য ডেপুটেশন দেয়। এতে কোন সাড়া না পেয়ে মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত বিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেয়। বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক জানান, বিদ্যালয়ের সমস্যা গুলি অনেক দিনের। একদিকে শিক্ষক স্বল্পতা, পানীয় জলের সুব্যবস্থা নেই, পুরাতন ক্লাস রুম গুলি বিপদজ্জনক। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সালেমা নগর শাখা ও বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের বক্তব্য, কয়েক বছর ধরে বিদ্যালয়ে ইতিহাস বিষয়ের শিক্ষক না থাকার কারনে ছাত্র ছাত্রীদের পঠনপাঠনে ব্যাঘাত ঘটছে। মঙ্গলবার দিন বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে বিদ্যার্থী পরিষদের বিক্ষোভ প্রদর্শন এর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন বিদ্যালয় পরিদর্শক রঞ্জন মল্লিক ও কচুছড়া থানার ওসি বিশ্বজিৎ দাস সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। এবং তারা এসে সমস্যা গুলো দ্রুত সমাধানের করার আশ্বাস দেন। এরপর ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয় তালা মুক্ত করে দেয়।

অতিসত্বর মেধা তালিকা প্রকাশের দাবিতে বিক্ষোভ ত্রিপুরা পুলিশের স্পেশাল এক্সিকিউটিভে চাকুরী প্রত্যাশিতদের

আগরতলা, ১ জুলাই: অতিসত্বর মেধা তালিকা প্রকাশ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন ত্রিপুরা পুলিশের অধীনে স্পেশাল এক্সিকিউটিভে চাকুরী প্রত্যাশিতদের। আজ তাঁরা পুলিশে মহা নির্দেশকের কাছে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন।

তাঁদের অভিযোগ, ২০২২ সালে ত্রিপুরা পুলিশের অধীনে স্পেশাল এক্সিকিউটিভের ৬০৬২ টি পদে নিয়োগের জন্য নোটিশ জারি করা হয়েছিল। তার কিছু দিন পর ফিজিক্যাল ও রিটেন পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রায় তিন বছর হয়ে গেল এখনো তার ফলাফল প্রকাশ করছে না দপ্তর। তাদের অভিযোগ গত তিন বছর ধরে নিয়োগের নাম গন্ধ নেই। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর ফল প্রকাশ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হোক। পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা যেন এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখেন আবেদন জানিয়েছেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas